

Back to School Class 3 Admission

Class 2

পাঠ্যবই সহায়িকা - বাংলা

রচনা ও মন্দানাম্ব

এম. এস. এস. বিশ্বালা

বি. এস. সি. (অগার্স)

ওম.এস.সি. - গণিত [KUET]

ফোন: ০১৭৮৫২৬৩২৭০



১ = প্রথম, ২ = দ্বিতীয়, ৩ = তৃতীয়, ৪ = চতুর্থ
৫ = পঞ্চম, ৬ = ষষ্ঠি, ৭ = সপ্তম, ৮ = অষ্টম
৯ = নবম, ১০ = দশম, ১১ = একাদশ,
১২ = দ্বাদশ, ১৩ = ত্রিশেষ, ১৪ = চতুর্দশ,
১৫ = পঞ্চদশ, ১৬ = ষোড়শ, ১৭ = সপ্তদশ,

১৮ = অষ্টাদশ, ১৯ = উনবিংশ, ২০ = বিংশ,
২১ = একবিংশ, ২২ = দ্বাবিংশ, ২৩ = ত্রিয়বিংশ
২৪ = চতুর্বিংশ, ২৫ = পঞ্চবিংশ, ২৬ = ষড়বিংশ
২৮ = অষ্টাবিংশ, ২৯ = উনত্রিংশ, ৩০ = ত্রিংশ
৩২ = দ্বাত্রিংশ, ৪০ = উনচতুর্বিংশ, ৪০ = চতুর্বিংশ

আমার বাংলা বই

দ্বিতীয় শ্রেণি

পতাকা নির্মাণের নিয়মাবলি

- ১। ভবনে ব্যবহারের জন্য জাতীয় পতাকার মাপ :
 ৩০৫ সেমি \times ১৮৩ সেমি ($10' \times 6'$),
 ১৫২ সেমি \times ৯১সেমি ($5' \times 3'$),
 ৭৬ সেমি \times ৪৬ সেমি ($2\frac{1}{2}' \times 1\frac{1}{2}'$)।

আমার পরিচয়

**। সংক্ষেপে তোমার পরিচয় দাওঁ :

আমার নামঃ রাকিবুল হাসান

আমার মাঝের নামঃ জান্নাতুন আরা

আমার বাবার নামঃ মোঃ রফিক উদ্দীন

আমার বিদ্যালয়ের নামঃ শিক্ষা দপ্তর সংলগ্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় / ঘাসিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

আমি যে শ্রেণিতে পড়িঃ দ্বিতীয়

আমার গ্রামে/শহরের নামঃ দিনাজপুর।

আমার দেশের নামঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

===== অতিরিক্ত =====

১। প্রদত্ত শব্দগুলোর অর্থসহ বাক্য রচনা করঁ :

পরিচয় = জানাশোনা। তোমার পরিচয় দাওঁ।

শুভেচ্ছা = অভিনন্দন। বই উৎসবে সবাইকে আমার শুভেচ্ছা

নতুন বছর = নববর্ষ। নতুন বছরে অনেক উৎসব হয়।

রঙিন = গাঢ় বর্ণ্যসূচক। রঙের একটি রঙিন কলম আছে।

উৎসব = আনন্দের অনুষ্ঠান। বাড়িতে উৎসব হচ্ছে।

পতাকা = নিশান / ঝাল্ট। আমাদের জাতীয় পতাকার রং লাল ও সবুজ।

২। এলোমেলো বর্ণগুলো সাজিয়ে অর্থপূর্ণ শব্দ বানাওঁ :

শিল্পন = রচিত

ইবাকেস = সবাইকে

ভেগচ্ছা = ভেগচ্ছা

হরশরে = শহরের

রিয়পচ = পরিচয়

৪। বিপরীত শব্দ লিখঁ :

আমার = তোমার মা = বাবা

নতুন = পুরাতন গ্রাম = শহর দেশ = বিদেশ



পাঠ থেকে জেনে নিই

১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঁ :

ক) ঈশ্বী ও ওমর কী বাবে বাগানে কাজ করে ?

উঁঃ ঈশ্বী ও ওমর শুক্রবারে বাগানে কাজ করে।

খ) বাগানে কী কী গাছ লাগিলো হয়েছে ?

উঁঃ বাগানে ফুল ও মানা রকম সবজির গাছ লাগানো হয়েছে।

গ) দাদিমা খুশি হয়েছেন কেন ?

উঁঃ ঈশ্বী ও ওমরের বাগান দেখে দাদিমা খুশি হয়েছেন।

ঘ) তুমি তোমার বাগানে কী কী গাছ লাগাবে ?

উঁঃ আমি আমার বাগানে মানা রকম ফুল ও সবজির / ফলের গাছ লাগাবো।

ঙ) সপ্তহের কী বাব স্কুল ছুটি থাকে ?

উঁঃ সপ্তহের শুক্রবার স্কুল ছুটি থাকে।

২। শিখে নাওঁ :

ক) পাঁচটি ফুলের নাম লিখ।

উত্তরঃ জবা, গাঁদা, গোলাপ,

কৃষ্ণচূড়া, শাপলা।

খ) পাঁচটি সবজির নাম লিখ।



উত্তরঃ শসা, আলু, মূলা, পটল, বেগুন।

গ) পাঁচটি ফলের নাম লিখ।

উত্তরঃ কলা, আপেল, আম, কাঁঠাল, লিচু।

ঘ) পাঁচটি পাখির নাম লিখ।

উত্তরঃ চড়ুই, দোয়েল, শ্যামা, ঘুঘু, কবুতর।

৩. শব্দ থেকে যুক্তবর্গ বের করে বিশ্লেষণ করে দেখাওঁ :

স্কুল ক স ক , সপ্তাহ প প ত

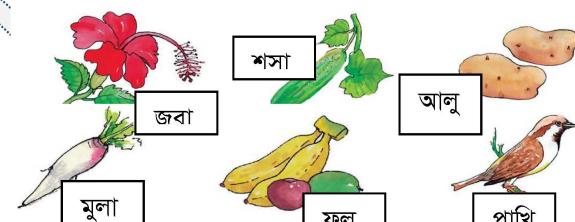
প্রতিদিন প প (র-ফলা) , সুন্দর ন ন দ ,

শুক্রবার ক ক (র-ফলা)

৪। এলোমেলো বর্ণগুলো সাজিয়ে অর্থপূর্ণ শব্দ বানাওঁ :

ঢগা = গাছ , গানবা = বাগান ,

বজিস = সবজি , মাদিমা = দাদিমা



৫। পাঠ্য বই হতে সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করঃ
 ক) আমি প্রতিদিন দাঁত মাজি। খ) তার ছবি আঁকা অনেক
 সুন্দর হয়েছে। গ) আমাকে দেখে নানা ভীষণ খুশি
 হয়েছে। ঘ) শুক্রবার সুলে ছুটি থাকে।

===== অতিরিক্ত =====

- ১। পাঠ্য বই হতে সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করঃ
 ক) আজ শুক্রবার।
 খ) ঈশ্বী ও ওমর বাগানে কাজ করছে।
 গ) আরেক পাশে আছে নানা রকম সবজি।
 ঘ) ওরা প্রতিদিন বাগানের গাছে পানি দেয়।
 ঙ) দাদিমা এসেছেন ওদের বাগান দেখতে।
 চ) ওরা ঝুরে ঝুরে দাদিমাকে বাগান দেখায়।
 ছ) বাগান দেখে তিনি খুব খুশি।
 জ) জেলে নদীতে মাছ ধরেন।
 ঝ) জালে মাছ ধরা পড়েছে।
 ঞ) ঈশ্বী ও ওমর বাগানে কাজ করছে।
 ট) বাগানের এক পাশে লাগানো হয়েছে ফুল গাছ।
 ঠ) ওরা প্রতিদিন বাগানের গাছে পানি দেয়।

ড) ওরা বলল, আমরা তোমাকে অনেক ভালোবাসি

- ২। প্রদত্ত শব্দগুলোর অর্থসহ বাক্য রচনা করঃ
 ভালোবাসি = পছন্দ করি। আমি বই পড়তে ভালোবাসি।
 সুন্দর = ভালো, উত্তম। গোলাপ খুব সুন্দর ঝুঁঁঁ।
 খুশি = আনন্দিত। রাজুকে দেখে আমি খুশি হলাম।

৩। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ

- ক) ঈশ্বী ও ওমর বাগানে কী করে?
 উত্তরঃ ঈশ্বী ও ওমর প্রতিদিন বাগানের গাছে পানি দেয়।
 খ) সঙ্গাহের কী বার সুল ছুটি থাকে?
 উত্তরঃ সঙ্গাহের শুক্রবার সুল ছুটি থাকে।

গ) কে বাগানে কাজ করাই?

- উত্তরঃ ঈশ্বী ও ওমর বাগানে কাজ করছে।
 ঘ) ঈশ্বী ও ওমর তাদের দাদিমাকে কী বলেছিল?

উত্তরঃ ঈশ্বী ও ওমর তাদের দাদিমাকে বলেছিল আমরা
 তোমাকে অনেক ভালোবাসি দাদিমা।

ঙ) কে বলেছিল তোমাদের বাগান অনেক সুন্দর?

উত্তরঃ ঈশ্বী ও ওমরের দাদিমা বলেছিল তোমাদের বাগান
 অনেক সুন্দর।

চ) বাগানে কী গাছ লাগানো হয়েছে?

উত্তরঃ বাগানে ফুল ও নানা রকম সবজির গাছ লাগানো
 হয়েছে।

ছ) কে প্রতিদিন বাগানের গাছে পানি দেয়?

উত্তরঃ ঈশ্বী ও ওমর প্রতিদিন বাগানের গাছে পানি দেয়।

জ) ঈশ্বী ও ওমরের বাগান কে দেখতে এসেছেন?

উত্তরঃ ঈশ্বী ও ওমরের বাগান দাদিমা দেখতে এসেছেন।

ব) দাদিমা খুশি হয়েছেন কেন?

উত্তরঃ ঈশ্বী ও ওমরের বাগান দেখে দাদিমা খুশি হয়েছেন।

ঝ) কে নদীতে মাছ ধরেন? উত্তরঃ জেলে নদীতে মাছ ধরেন।

ট) কোথায় মাছ ধরা পড়েছে? উত্তরঃ জালে মাছ ধরা পড়েছে।

৪। এলোমেলো বশগুলো সাজায়ে অথপুর শব্দ বানাওঃ

দাদিমা = দাদিমা প্রতিদিন = প্রতিদিন

ক্রবাণু = শুক্রবার ছেহময়ে = হয়েছেন

৫। বিপরীত শব্দ লিখঃ

বৰ্ক = খোলা প্রতিদিন = মাৰো মাৰো

এক পাশে = অন্য পাশে এসেছেন = গিয়েছেন

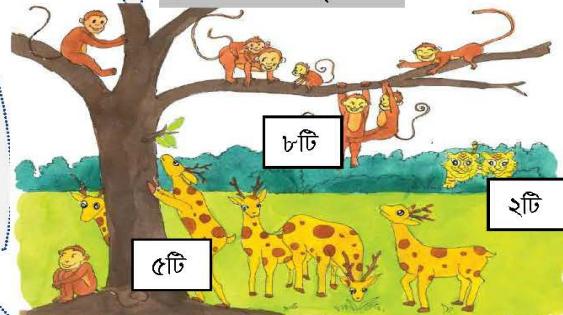
সুন্দর = কৃৎসিত ভাঙ্গাবাসি = ঘূঁঁগা করি

৬। এক কথায় পক্ষ করঃ অনুন বছৰ = নববৰ্ষ

যারা নদীতে মাছ ধরেন = জেলে খুব বেশি = ভীষণ

যেখানে অনেক গাছছুঁগানো হয় = বাগান

ছবির গল্প : সুন্দরবন



===== অতিরিক্ত =====

১। প্রদত্ত শব্দগুলোর অর্থসহ বাক্য রচনা কর।

ভাব = বন্ধুত্ব। বানরের সাথে হরিণের খুব ভাব।

মৌরাল = যারা মধুর চিক কাট্টেন। মৌরালো অমিকে মধু খেতে দিল।

কচিপাতা = নরম পাতা। বানর গাছের ডাল নেড়ে হরিণকে কচিপাতা খেতে দিল।

সাবধান = সতর্ক। বাঘের দেখা পেলে হরিণকে সাবধান করে বানর।

২। সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করঃ

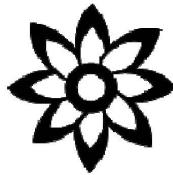
ক) মা-বাবাৰ সাথে বেড়াতে এসেছে সুন্দরবনে।

- খ) সুন্দরবনে আছে নানা রঙের পাখি।
 গ) নেমে দেখল মাটির বুকে বাঘের পায়ের ছাপ।
 ঘ) নৌকা ভোসে চলেছে।
 ঙ) বানর গাছের কচিপাতা ছিঁড়ে হরিণকে খেতে দেয়।
 চ) সুন্দরবনের বাঘের নাম রয়েল বেঙ্গল টাইগার।
 ছ) বানর বাঘ দেখলে হরিণকে সাবধান করে দেয়।
 জ) আরও আছে কুমির।
 ঘ) সুন্দরবনের বাঘের নাম রয়েল বেঙ্গল টাইগার।
 ঙঃ) সুন্দরবনের আকাশে বিকাল নেমে এলো।
 ট) মা-বাবার সাথে বেড়াতে এসেছে সুন্দরবনে।
 ঠ) সুন্দরবনে আছে নানা রঙের পাখি।
 ড) বনে ছুটে চলেছে হরিণের দল।
 ঢ) মৌয়ালুর অমিকে মধু খেতে দিল।
 ণ) বনে ছুকে পথে দেখা হলো মৌয়ালদের সাথে।
 ত) অমির ইচ্ছা করছিল সুন্দরবনের মাটিতে নামতে।
 থ) যারা মধুর চাক কাটেন তাদের বলে মৌয়াল।
- ৩। নিচের পশ্চিমলোর উত্তর দাওঃ
- ক) সুন্দরবনের বাঘের নাম কী?
উত্তরঃ সুন্দরবনের বাঘের নাম রয়েল বেঙ্গল টাইগার।
 খ) মৌয়াল কাদের বলা হয়?
উত্তরঃ যারা মধুর চাক কাটেন তাদের মৌয়াল বলে।
 গ) কারা কাকে মধু খেতে দিল?
উত্তরঃ মৌয়ালুর অমিকে মধু খেতে দিল।
 ঘ) হরিণের সাথে বানরের কী ধরনের সম্পর্ক?
উত্তরঃ হরিণের সাথে বানরের খুব ভাল।
 ঙ) বানর কখন হরিণকে সাবধান করে?
উত্তরঃ বানর বাঘ দেখলে হরিণকে সাবধান করে।
 চ) অমি মাটির বকে কিসের ছাপ দেখতে পেল?
উত্তরঃ অমি মাটির বকে বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পেল।
 ছ) বানর কিভাবে হরিণকে কচিপাতা খেতে দেয়?
উত্তরঃ বানর গাছের কচি পাতা ছিঁড়ে হরিণকে কচিপাতা খেতে দেয়।
 জ) অমি কাদের সাথে কোথায় বেড়াতে গিয়েছিল?
উত্তরঃ অমি মা-বাবার সাথে সুন্দরবনে বেড়াতে গিয়েছিল।
 ঘ) কোথায় বিকাল নেমে এলো?
উত্তরঃ সুন্দরবনের আকাশে বিকাল নেমে এলো।
 ঙঃ) অমি কার সাথে সুন্দরবনে বেড়াতে এসেছে?
উত্তরঃ অমি মা-বাবার সাথে সুন্দরবনে বেড়াতে এসেছে।
 ট) সুন্দরবনের নদীতে কী কী আছে?
- উত্তরঃ** সুন্দরবনের নদীতে আছে কুমির আর নানা রকম মাছ।

- ঠ) কে অমিকে মধু খেতে দিল?
উত্তরঃ মৌয়ালুর অমিকে মধু খেতে দিল।
 ড) কখন অমিরা সুন্দরবনকে বিদায় জানালো?
উত্তরঃ সুন্দরবনের আকাশে যখন বিকাল নেমে এলো তখন অমিরা সুন্দরবনকে বিদায় জানালো।
 ঢ) কোথায় হরিণের দল ছুটে চলেছে?
উত্তরঃ বনে হরিণের দল ছুটে চলেছে।
 ণ) অমির কী ইচ্ছা করছিল?
উত্তরঃ অমির ইচ্ছা করছিল সুন্দরবনের মাটিতে নামতে।
 ৪। অদ্য শব্দগুলোর ইটি করে অতিশয় লিখঃ
 নানা = বহু, হরেক দল = শ্রেণি, জোট
 আব = বন্ধুত্ব, মিত্র ভাবাপন্ন সাবধান = সতর্ক, অবগত
 বন = জঙ্গল, অবণ্য
 ৫। বচন পরিবর্তন করঃ
 গাছ = গাছগুলো পাখি = পাখিগুলো
 হরিণ = হরিণগুলো কুমির = কুমিরগুলো
 মৌয়াল = মৌয়ালের
- আমাদের দেশ**
- 
- আমাদের দেশ
আ. ন. ম. বজ্জন্মের রচনা
- ১। প্রদত্ত শব্দগুলোর অর্থসহ বাক্য রচনা করঃ
 শেফালি = এক ধরনের ফুল। শেফালি ফুলের সুবাস আছে।
 বেলা = সময়। সারা বেলা খেলা করো না।
 হেলো = অবহেলা। কোনো কাজকে হেলো করুন না।
 চাষা = চাষি, যিনি চাষ করেন। চাষা ভাই চাষ করেন।
 ফলে = জন্মায়। আমাদের দেশে ফান ভালো ফলে।
- *আমাদের = মোদের। আমাদের দেশের নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।
- ২। সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করঃ
- ক) কোনো কাজকে হেলো করব না।
 খ) সারা বেলা খেলা করো না।
 গ) শেফালি ফুল দিয়ে মালা গাঁথি।

৩। কে কী কাজ করেন তা বলি ও লিখি :

- ক) মারি নৌকা চালান।
- খ) রিকশাওয়ালা রিকশা চালান।
- গ) তাঁতি কাপড় তৈরি করেন।
- ঘ) জেলে মাছ ধরেন।



৪। প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ

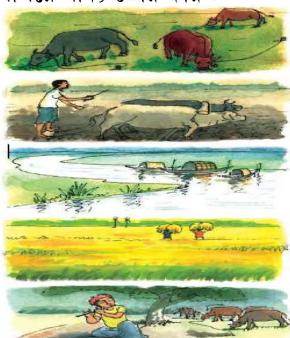
- ক) গরু কোথায় চরে? **উঃ** গরু মাঠে চরে।
- খ) রাখাল কী করেন? **উঃ** রাখাল গরু চরান ও বাঁশি বাজান।
- গ) চাষা ভাই কী করেন? **উঃ** চাষা ভাই জমিতে চাষ করেন।
- ঘ) জেলে ভাই কী করেন?

উঃ জেলে ভাই নদীতে মাছ ধরেন।

৫) সকলের মুখে হাসি কেন?

উঃ খেত ভরা সোনার ফসল দেখে সকলের মুখে হাসি।

৫। ছবি দেখে ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি :



- ক) গরু মাঠে চরে।
- খ) চাষা ভাই চাষ করেন।
- গ) নদী বেয়ে যায়।
- ঘ) খেত ভরা ধান।
- ঙ) রাখাল বাজায় বাঁশি।

===== অতিরিক্ত =====

১। প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ

- ক) আমাদের দেশ কবিতায় কার কার কাদের কথা বলা হয়েছে?
- উত্তরঃ** আমাদের দেশ কবিতায় চাষি, জেলে ও রাখালের কথা বলা হয়েছে।
- খ) আমাদের দেশ কবিতায় কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?
- উত্তরঃ** আমাদের দেশ কবিতায় কবি দেশের প্রকৃতি ও বিভিন্ন পেশাজীবীদের কথা বোঝাতে চেয়েছেন।
- গ) আমাদের দেশ কবিতাটির রচয়িতা কে? **উত্তরঃ** আমাদের দেশ কবিতাটির রচয়িতা আ.ন.ম. বজলুর রশীদ।
- ঘ) ‘আমাদের দেশ’ কবিতায় কোন ফুলের কথা বলা হয়েছে?
- উত্তরঃ** ‘আমাদের দেশ’ কবিতায় শেফালি ফুলের কথা বলা হয়েছে।
- ঙ) আমাদের দেশের ফসলকে কবি কিসের সাথে তুলনা করেছেন? **উত্তরঃ** আমাদের দেশের ফসলকে কবি সোনার সাথে তুলনা করেছেন।
- ২। এক কথায় প্রকাশ কর :

৪ | পৃষ্ঠা - বাংলা- ২য় শ্রেণি

যিনি নৌকা চালান = মারি

যিনি রিকশা চালান = রিকশা ওয়ালা

যিনি কাপড় তৈরি করেন = তাঁতি

যিনি মাছ ধরেন = জেলে।

শিডলি ফুল = শেফালি।

৩। কবি পরিচিতি :

কবির নামঃ আ.ন.ম. বজলুর রশীদ

সম্পূর্ণ নামঃ আবু নয়াম মুহম্মদ বজলুর রশীদ

জন্মঃ ৮ মে, ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ

জন্মস্থানঃ যাবিদপুর শহর

পিতাঃ হাকিন আর-রশীদ

মৃত্যুঃ ৮ ডিসেম্বর, ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ

৪। এক নজরে কবিতাটি সম্পর্কে জেবে নিঙ্গে।

ক) কবিতার নামঃ আমাদের দেশ।

খ) কবিতার নামঃ আ.ন.ম. বজলুর রশীদ।

গ) চৱণ/লাইনঃ ৮টি।

ঘ) শব্দ সংখ্যাঃ ৪৮টি।

ঙ) দাঢ়ি () চিহ্নঃ ৩টি।

চ) কমা (,) চিহ্নঃ ২টি।

ছ) প্যারা সংখ্যাঃ ১টি।

জ) এই কবিতায় ১টি শেফালি ফুলের কথা বলা হয়েছে।

শীতের সকাল

১। প্রদত্ত শব্দগুলোর অর্থসহ বাক্য রচনা করঃ

পোহানো = উপভোগ করা। নানা প্রতিদিন সকাল বেলা রোদ পোহান।

মিষ্টি = মিঠা। শীতের সকালে রোদ মিষ্টি লাগে।

নাশতা = সকালের খাবার, হালকা খাবার। অতিথি

এলে নাশতা দেব।

*** খুব = প্রচণ্ড। আমার খুব ক্ষুধা লেগেছে।

সকাল = দিবেসের প্রথম ভাগ, সুস্থিতা।

আমি সকালে বই পড়ি।

২। সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক) শীতের সকালে রোদ মিষ্টি লাগে।

খ) অতিথি এলে নাশতা দেব।

গ) নানা প্রতিদিন সকাল বেলা রোদ পোহান।

৩। শব্দ থেকে যান্তরণ বের করে বিশ্লেষণ করে দুটি করে নতুন

শব্দ বানাওঃ

পোহানেন ছিল চ ছ গুচ্ছ, তুচ্ছ

মিষ্টি ষ ট কষ্ট, নষ্ট



ঠান্ডা **ন** দ বান্ডা, ডান্ডা

রান্নাঘর **ন** ন পান্না, কান্না

===== অতিরিক্ত =====

১। সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক) এই ভালো লাগাটাই মিঠা।

খ) এমন সময় রান্নাঘর থেকে মাঝের ডাক এলো।

গ) নানার জন্য নাশতা নিয়ে যাও।

ঘ) শরিফা : নানা, রোদ মিষ্টি হয় কী করে?

ঙ) শরিফা : আপনার খবরের কাগজে।

ট) নানা : আমার ওয়ুধের কোটাটা এনে দাও বুরু।

ছ) নানা শরিফাকে নিয়ে রোদ পোহাচ্ছেন।

জ) এমন সময় রান্নাঘর থেকে মাঝের ডাক এলো।

ঝ) নানা : আমার ওয়ুধের কোটাটা এনে দাও বুরু।

ঝঃ) শরিফা : আপনার খবরের কাগজে।

ঢ) তোমার ভালো লাগছে?

ঢঃ) শীত করত খুব।

ড) শরিফা : ওহ ! ঘরে এখন ভারি ঠান্ডা।

ঢ) শরিফা ঘর থেকে ওয়ুধের কোটাটা এনে দিল।

ণ) অনেকগুলো ভালো কাজ করেছ আজ।

ত) শরিফা খুশি হয়ে নানাকে জড়িয়ে ধরল।

থ) ফুরুকে ঘরের ভিতরে আসতে অনুরোধ করব।

দ) শরিফা : হ্যাঁ, লাগছে।

২। প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ

ক) কারা রোদ পোহাচ্ছেন?

উত্তরঃ নানা শরিফাকে নিয়ে রোদ পোহাচ্ছেন।

খ) শীতের সকালে রোদ কেমন লাগে?

উত্তরঃ শীতের সকালে রোদ মিষ্টি লাগে।

গ) শরিফার নানা শরিফাকে কী আনতে বলল?

উত্তরঃ শরিফার নানা শরিফাকে ওয়ুধের কোটা আনতে বলল।

ঘ) সব শেষে শরিফা কী করল?

উত্তরঃ সবশেষে শরিফা খুশি হয়ে নানাকে জড়িয়ে ধরল।

ঙ) শীতের দিনে ঘরে বসে পড়তে কেমন আছো?

উত্তরঃ শীতের দিনে ঘরে বসে পড়তে খুব ঠান্ডা লাগে।

চ) শরিফা নানার জন্য কী কী আনল?

উত্তরঃ শরিফা নানার জন্য নাশতা, খাবার পানি ও হাত মোছার জন্য খামছা আনল।

ছ) নানা নাশতা থেকে থেকে কী বললেন?

উত্তরঃ নানা নাশতা থেকে থেকে বললেন - গরম রঞ্চির মজাই আলাদা।

জ) শরিফা কেন নানাকে জড়িয়ে ধরল?

উত্তরঃ শরিফা খুশি হয়ে নানাকে জড়িয়ে ধরল।

ব) মা শরিফাকে কি নিয়ে যাওয়ার জন্য ডাকলেন?

উত্তরঃ মা শরিফাকে নানার নাশতা নিয়ে যাওয়ার জন্য

ডাকলেন।

ঝ) শরিফার মা নানার কে হয়?

উত্তরঃ শরিফার মা নানার মেয়ে হয়।

ঢ) শরিফা নানাকে কি জিজ্ঞাসা করল?

উত্তরঃ শরিফা নানাকে জিজ্ঞাসা করল রোদ মিষ্টি হয় কি করে? কারণ খবরের কাগজে এই ব্যাপারটি দেখে সে বুঝতে পারল না।

ঝঃ) শরিফা নানার জন্য কী কী নিয়ে এলো?

উত্তরঃ নাশতা, পানি, হাত মোছার গামছা ও ওয়ুধের কোটা।

৩। এলোমেলো ব্যঙ্গগুলো সাজিয়ে অর্থপূর্ণ শব্দ বানাওঃ

ব্যবহরে = খবরের নাপরআ = আপনার

মাতো = তেমনি মরাআ = আরাম

ঘরারম্বা = রান্নাঘর সেগবন = বললেন

গুনেকঁকলো = অনেকগুলো

৪। এক ব্যাপার প্রকাশ করঃ

খবরের কাগজ = সংবাদপত্র

হাত মোছার কাপড় = গামছা

উপভোগ করা = পোহানো

হালকা খাবার = নাশতা

বাংলাদেশের জাতীয় বন = সুন্দরবন।

দিবসের শেষ ভাগ = সন্ধ্যা



আমি হুব

১। প্রদত্ত শব্দগুলোর অর্থসহ বাক্য রচনা করঃ

কুসুম = ফুল। বনে কুসুম ফোটে।

বাগ = বাগান। গোলাপ বাণো গোলাপ ফোটে।

সূর্য = সূর্য। সূর্য পুর দিকে ওঠে।

সূর্য মামা = সূর্যকে আদুর করে মামা ডাকা হয়েছে।

সূর্য মামা পুরদিকে ওঠে।

আলসে = অলস। আমার বোনটি আলসে নয়।

২। শূন্যস্থান পূরণ করঃ

ক) সুমিয় মামা জাগার আগে আমি জেগে উঠব।

খ) সুমিয় পুর দিকে ওঠে।

গ) আমার বোনটি আলসে নয়।

ঘ) বনে কুসুম ফোটে।

ঙ) গুঁড়েগুঁড়ে বাণো গোলাপ ফুটেছে।

৩। যুক্তবর্ণ বের করে ভেঙ্গে দেখাও এবং নতুন দুটি করে
শব্দ বানাওঁ।

সুধি = [য] (য-ফলা) শব্দ্যা, সাহায্য

৪। বিপরীত শব্দ জেনে নিই ও শূন্যস্থান পূরণ করিঃ
[সকাল = বিকেল , ঘুমিয়ে = জেগে , রাত = দিন
আগে = পরে, আলসে = কমর্ত , সুধি = চাঁদ]

ক) আমি প্রতিদিন সকাল নয়টায় সুলে যাই ।
খ) রাত গোহালে আমি জেগে উঠি ।

গ) রাত হলে আকাশে অনেক তারা দেখা যায় ।
ঘ) আমি ঘুম থেকে উঠে আগে দাঁত পরিষ্কার করি ।

৫। নিচের উদাহরণ দেখি । উদাহরণের মতো করে শব্দ
তৈরি করি ও বাক্য তৈরি করি ।

জাগা = জেগে ওঠা । আমি সকাল বেলা ঘুম থেকে জেগে উঠি ।

রাগা = রেগে ওঠা । সে হঠাৎ রেগে উঠল ।

ডাকা = ডেকে ওঠা । শিয়াল রাতে ডেকে উঠে ।

হাসা = হেসে ওঠা । আমার কথা শুনে মা হেসে উঠল ।

ভাসা = ভেসে ওঠা । পুরুরে মাছগুলো ভেসে উঠল ।

৬। ডানদিকের শব্দ খালি জায়গায় বসাই :

ক) সুধি মামা জাগার আগে উঠব আমি জেগে ।

খ) আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে?

৭। প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঁঁ

ক) কে সকাল বেলার পারি হতে চায়?

উত্তরঁঁ খোকা (কবি) সকাল বেলার পারি হতে চায় ।

খ) মা রাগ করে কী বলবেন? **উত্তরঁঁ** মা রাগ করে
বলবেন এখনও সকাল হয় নি, তুমি ঘুমিয়ে থাক ।

গ) খোকা মাকে আলসে যেয়ে বলছে কেন?

উত্তরঁঁ মা খোকাকে খুব সকালে ঘুম থেকে উঠতে না
দেওয়ার খোকা মাকে আলসে যেয়ে বলছে ।

ঘ) আমি কখনো ঘুম থেকে উঠি?

উত্তরঁঁ আমি সকালে ঘুম থেকে উঠি ।

===== অতিরিক্ত =====

১। প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঁঁঁ

ক) আমাদের জাতীয় কবিদের নাম কী?

উত্তরঁঁ আমাদের জাতীয় কবিদের নাম কাজী নজরুল ইসলাম ।

খ) ‘আমি হব’ কবিতায় কে কে আছে?

উত্তরঁঁ ‘আমি হব’ কবিতায় কবি, পারি, সুধি মামা ও
মা রয়েছে ।

গ) ‘আমি হব’ কবিতায় কবি কয়জন মানুষের মধ্যে
কথোপকথকন ঘটিয়েছেন? তাদের সম্পর্ক?

উত্তরঁঁ ‘আমি হব’ কবিতায় কবি ২ জন মানুষের মধ্যে
কথোপকথন ঘটিয়েছেন । তাদের মধ্যে সম্পর্ক হলো মা ও
ছেলে ।

২। কবি পরিচিতি ও উপাধি
কাজী নজরুল ইসলাম
কবির উপাধি বিদ্রোহী কবি ।

পরিচিতিঃ

জন্মঃ ২৫ মে, ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ (১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ বঙ্গাব্দ)
জন্মস্থানঃ পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার মহুয়ার চুব্বালিয়া
গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ।

পিতা নামঃ কাজী ফরিদ আহমেদ

মাতার নামঃ জাহেদা খাতুন

মৃত্যুঃ ২৯ আগস্ট, ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ

(১২ তারু ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ) মারা যান ।

ছেটদের জন্ম লেখা কবিতাঃ চল চল চল, মা, সংকলন,
তোর হলো তত্ত্বাদি ।

৩। বচন পরিবর্তন করি ।

পারি = পারিগুলো

শিয়াল = শিয়ালগুলো

তারা = তারকারাজি

বালক = বালকেরা

৪। সমার্থক শব্দ উটি করে ।

ফুসুম = ফুল, পুল্প

সুধি = সূর্য, রবি

সুধি মামা = সূর্যকে আদর করে মামা ডাকা হয়েছে, সূর্য

৫। এক নজরে কবিতাটি সম্পর্কে জেনে নিই ।

ক) কবিতার নামঃ আমি হব ।

খ) কবির নামঃ কাজী নজরুল ইসলাম ।

গ) চরণ/লাইনঃ ১৫টি ।

ঘ) শব্দ সংখ্যাঃ ৫৬টি ।

ঙ) দাঁড়িঃ () চিহ্নঃ ২ টি। চ) কমা (,) চিহ্নঃ ৬ টি ।

ছ) প্রশ্নবোধক (?) চিহ্নঃ ১ টি ।

জ) বিস্ময়সূচক (!) চিহ্নঃ ৪ টি ।

ঝ) ড্যাস (-) চিহ্নঃ ০ টি ।

ঞ) পারা সংখ্যা : ১টি ।

ট) সকাল শব্দটি আছে ৫ বার ।

০৬

জলপরি ও কাঠুরে

১। প্রদত্ত শব্দগুলোর অর্থসহ বাক্য রচনা করঃ

কাঠুরে = যে কাঠ কাটে। কাঠুরে কাঠ কাটতে বনে গোল।
বুড়াল = কাঠ কাটার হাতিয়ার। আমার একটি বুড়াল আছে।
যোত = জলের ধারা। নদীতে খুবস্বোত ছিল।

দুঃখ = মনের কষ্ট। শোকটা দুঃখ পেয়ে কাঁদতে লাগল।

কিছুফণ = অল্প সময়। কাঠুরে কিছুফণ বসে রইল।

সততা = কাজে ও কথায় সৎ থাক। কাঠুরে সততার জন্য পূরকার পেয়েছে।

শোভী = অনেক শোভ যার। শোভী কাঠুরে নিজের বুড়াল ফিরে পেল না।

২। পাঠ্যবইয়ের আলোকে শূন্যস্থান পূরণ করঃ

ক) শোকটা দুঃখ পেয়ে কাঁদতে লাগল।

খ) শোভী কাঠুরে নিজের বুড়াল ফিরে পেল না।

গ) নদীতে খুব যোত ছিল।

ঘ) কাঠুরে কাঠ কাটতে বনে গোল।

ঙ) সে বুড়াল দিয়ে কাঠ কাটছিল।

চ) কাঠুরে সততার জন্য পূরকার পেয়েছে।

৩। যুক্তবর্ণ বের করে ডেক্সে দেখাও

এবং দুটি করে শব্দ তৈরি করঃ

যোত শ স প (র-ফলা) অজন্ত, সহস্র

কিছুফণ অ ক ব কাঠ, শিক্ষা

সংস্কা ক ন ধ গুৰু, বক্ষ

৪। নিচের শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করঃ

গরিব = কাঠুরে খুব গরিব ছিল।

নদী = নদীতে মাছ আছে।

বুড়াল = কাঠুরে বুড়াল দিয়ে কাঠ কাটে।

কিছুফণ = ছেলেটি কিছুফণ বসে রইল।

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ

ক) কাঠুরে কোথায় কাঠ কাটতে গিয়েছিল?

উত্তরঃ কাঠুরে নদীর ধারে কাঠ কাটতে গিয়েছিল।

খ) কাঠুরে কাঁদতে লাগল কেন? উত্তরঃ বুড়ালটি নদীতে

পড়ে যাওয়ায় কাঠুরে মনের দুঃখে কাঁদতে লাগল।

গ) জলপরি প্রথম কোন বুড়াল আনল?

উত্তরঃ জলপরি প্রথমে সোনার বুড়াল আনল।

ঘ) জলপরি কাঠুরের উপর খুশি হলো কেন?

উত্তরঃ কাঠুরের সততা দেখে জলপরি তার উপর খুশি হলো।

ঙ) শোভী কাঠুরের উপর জলপরি খুব রাগ হলো কেন?

উত্তরঃ শোভী কাঠুরের শোভ দেখে ও মিথ্যা কথা শনে

জলপরি তার উপর খুব রাগ হলো।

চ) শোভী কাঠুরে জলপরির কাছ থেকে কী শিক্ষা পেল?

উত্তরঃ শোভী কাঠুরে জলপরির কাছ থেকে যে শিক্ষা পেল,

“শোভ করা ভালো নয়, শোভ করলে নিজের ক্ষতি হয়”।

৬। বিপরীত শব্দ জেনে নিই। যাকা ঘরে ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করিঃ

কিশতে = বেচতে, দৃঢ়ব্যে = সুব্যে | কাঁদতে = হাসতে, হ্যাঁ = না

ক) কাঠুরে উপহার পেয়ে স্বেচ্ছা দিম কাটাতে লাগল।

খ) কাঠুরে খুব গরিব তাই বুড়াল কিনতে পারল না।

গ) শোভী কাঠুরে মিছামিছি কাঁদতে লাগল।

ঘ) কাঠুরে সোনার বুড়াল দেখে না বলল।

===== অতিরিক্ত =====

১। বিপরীত শব্দ লিখঃ

দুঃখে = সুখে	কাঁদতে = হাসতে
গরিব = ধনী	ভালো = খারাপ
কিনতে = বেচতে	বেচে = কিনে
জয় = সাহস	শোভী = সৎ
ইচ্ছে = অনিচ্ছ	সোনা = রত্না
সঙ্ক্ষা = সকাল	হ্যাঁ = না, রাগ = অনুরাগ
নিজের = পরের	দুঃখ = সুখ, দুঃখে = সুখে
কিছুফণ = অনেকফণ	মিছেমিছি = সত্য সত্যি
হাসা = কাঁদা	হাসি = কান্দা

২। শূন্যস্থান পূরণ করঃ

ক) এক বনে বাস করত এক গরিব কাঠুরে।

খ) কাঠ বেচে তার সংসার চলত।

গ) একদিন কাঠুরে নদীর ধারে কাঠ কাটছিল।

ঘ) হঠাৎ বুড়ালটি পড়ে গোল নদীতে।

চ) নদীতে ছিল অনেক যোত ও কুমিরের ভুঁয়।

ছ) তাই মনের দুঃখে সে কাঁদতে লাগল।

জ) এভাবে কিছুফণ কেটে গোল।

ঝ) হঠাৎ নদী থেকে উঠে এলো এক জলপরি।

ঞ) জলপরি নদীতে দুব দিল।

ট) হাতে একটা সোনার বুড়াল।

ঠ) কাঠুরে ভালো করে দেখে বলল, না।

ড) জলপরি আবার পানিতে দুব দিল।

ঢ) নিয়ে এলো বৃপ্তির বুড়াল।

ণ) এবার শোভীর বুড়াল নিয়ে এলো।

- ত) কাঠুরের সততা দেখে জলপরি খুশি হলো।
 থ) সে তাকে লোহার কুড়ালটা দিল।
 দ) আর উপহার হিসেবে দিল সোনা ও বৃপ্তি কুড়াল।
 ধ) তারপর সে পানিতে মিলিয়ে গেল।
 ন) সোনা ও বৃপ্তি কুড়াল বেচে কাঠুরে অনেক টাকা পেল।
 প) তার দিল কাঠতে লাগল সুধে।
 ফ) এ ঘটনা শুনে এক লোভী কাঠুরে এলো নদীর ধারে।
 ব) ইচ্ছে করেই কুড়ালটি ফেলে দিল নদীতে।
 ত) তারপর মিছমিছি কাঁদতে লাগল।
 ম) এবারও উঠে এলো জলপরি।
 য) সব শুনে নিয়ে এলো সোনার কুড়াল।
 র) শুনে জলপরি খুব রাগ হলো।
 ল) টুপ করে নদীতে ডুব দিল।
 শ) লোভী কাঠুরে অনেকক্ষণ বসে থাকল।
- ৩। নিচের অতিরিক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ
- ক) কাঠুরে কোথায় বাস করত?
- উত্তরঃ** কাঠুরে এক বনে বাস করত।
- খ) কাঠুরের কীভাবে সংসার চলত?
- উত্তরঃ** কাঠুরের কাঠ বেচে সংসার চলত।
- গ) জলপরি কোথা থেকে উঠে এলো?
- উত্তরঃ** জলপরি নদী থেকে উঠে এলো।
- ঘ) জলপরি প্রথমে কাঠুরেকে কোন কুড়াল দেখাল?
- উত্তরঃ** জলপরি কাঠুরেকে প্রথমে সোনায় কুড়াল দেখাল।
- ঙ) জলপরি শেষে কোন কুড়াল নিয়ে ধোলো?
- উত্তরঃ** জলপরি শেষে লোহার কুড়াল নিয়ে ধোলো।
- চ) জলপরি কাঠুরেকে কী উপহার দিল?
- উত্তরঃ** জলপরি কাঠুরেকে সোনা ও বৃপ্তি কুড়াল উপহার দিল।
- ছ) কে ইচ্ছে করেই কুড়ালটি নদীতে ফেলে দিল?
- উত্তরঃ** লোভী কাঠুরে ইচ্ছে করেই কুড়ালটি নদীতে ফেলে দিল।
- জ) কে মিছমিছি কাঁদতে লাগল?
- উত্তরঃ** লোভী কাঠুরে মিছমিছি কাঁদতে লাগল।
- ঝ) কাঠুরে নদীতে নামতে পারল না কেন?
- উত্তরঃ** নদীতে ছিল অনেক যোত ও কুমিরের ডয়। তাই কাঠুরে নদীতে নামতে পারল না।
- ঝঃ) লোভী কাঠুরে কোন কুড়ালকে নিজের কুড়াল বলল?
- উত্তরঃ** লোভী কাঠুরে সোনার কুড়ালকে নিজের কুড়াল বলল।

- ট) জলপরি আর ফিরে এলো না কেন? **উত্তরঃ** লোভী কাঠুরে সোনার কুড়ালের লোতে মিথ্যা বলেছিল। এতে জলপরি খুব রাগ হলো। তাই জলপরি আর ফিরে এলো না।
- ঠ) কুড়ালটি কেন নদীতে পড়ে গেল?
- উত্তরঃ** একদিন কাঠুরে কাঠ কাটতে নদীর ধারে গেল। হঠাৎ তার হাত ফসকে কুড়ালটি নদীতে পড়ে গেল।
- ড) জলপরি কাঠুরেকে সাঞ্চা দিয়ে কী বলল? **উত্তরঃ** জলপরি কাঠুরেকে সাঞ্চা দিয়ে বলল, তুমি কেন্দো না, আমি দেখছি।
- ঢ) লোহার কুড়াল দেখে কাঠুরে কী বলল? **উত্তরঃ** লোহার কুড়াল দেখে কাঠুরে বলল, হ্যা, এটাই আমার কুড়াল।
- ণ) জলপরি দ্বিতীয় বার নদীতে ডুব দিয়ে কী নিয়ে আসল?
- উত্তরঃ** জলপরি দ্বিতীয় বার নদীতে ডুব দিয়ে বৃপ্তি কুড়াল নিয়ে আসল।
- ত) জলপরি তৃতীয়বার কেনেন কুড়াল আনল?
- উত্তরঃ** জলপরি তৃতীয়বার লোহার কুড়াল আনল।
- থ) কাঠুরের সততা দেখে জলপরি কী উপহার দিল?
- উত্তরঃ** কাঠুরের সততা দেখে জলপরি কাঠুরেকে সোনা ও বৃপ্তি কুড়াল উপহার দিল।
- দ) জলপরি কাঠুরেকে পরপর দুটি কুড়াল দেখালো কেন?
- উত্তরঃ** জলপরি কাঠুরের সততা পরিষ্কা করার জন্য পরপর দুটি কুড়াল দেখালো।
- ধ) জলপরি ও কাঠুরে গল্প পড়ে আমরা কি শিক্ষা পাই?
- উত্তরঃ** লোভ করা ভালো নয়। লোভ করলে নিজের ক্ষতি হয়।
- সততা মানুষকে পুরুষ্ট করে ও লোভ মানুষকে ধৰ্মস করে।
- ন) কাঠুরে পুরুষ্ট হল কেন? > সততার জন্য
- প) লোভী কাঠুরে পুরুষ্কার পেল না কেন?
- > লোভ করার ও মিথ্যা কথা বললায়
- ৪। এক কথায় প্রকাশ করঃ
- যে কাঠ কাটে = কাঠুরে। , কাঠ কাটার হাতিয়ার = কুড়াল
 জলের ধারা = হ্রোত , অনেক লোভ ধার = লোভী
 কাজে ও কথায় সৎ থাকা = সততা , অন্ন সময় = কিছুক্ষণ
 ৫। লিঙ্গ পরিবর্তন করঃ কাঠুরে = মহিলা কাঠুরে
 নদী = নদী , জেলে = জেলেনী
 সৎ = সতী , দৃঢ়ুৰ্ধী = দৃঢ়ুৰ্ধীনী
- ৬। শব্দার্থ (অতিরিক্ত)ঃ
- | | | | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------------|
| মূল শব্দ | - | শব্দার্থ | |
| অজন্তা | = | অসংখ্য , অনেক | শিক্ষা = তালিম, দীক্ষা |
| সহযোগ | = | হাজার | বন্ধ = বন্ধ, চারিদিকে আবদ্ধ |
| কান্দ | = | ফামরা, ঘৰ | |

নানা রঙের ফুলফল

১। প্রদত্ত শব্দগুলোর অর্থসহ বাক্য রচনা করঃ
 কোষ = কোয়া। কাঁঠালের রসভরা কোষ খেতে মজা।
 দানা = বিচি, বীজ। পাকা ডালিমের দানাগুলো টুকরুকে লাল।
 খোসা = ছাল, চামড়া। খোসা ছাড়িয়ে কলা খাও।
 সুগন্ধ = সুবাস, যার ভাগো গন্ধ আছে। গোলাপের সুগন্ধ
 আছে।

২। শূন্যস্থান পূরণ করঃ
 ক) কাঁঠালের রসভরা কোষ খেতে কী যে মজা।
 খ) ডালিমের দানা টুকরুকে লাল।
 গ) খোসা ছাড়িয়ে কলা খাও।

৩। যুক্তবর্ণ ভেঙ্গে দেখাও এবং নতুন দুটি করে শব্দ লিখ।

কৃষ্ণচূড়া [ক] [ষ] [ন] উষ্ণ, ত্বক।

কিষ্ট [ক] [ষ] [ট] অস্ত, শাস্ত।

বাঞ্চি [ব] [ঙ] [চ] সঙ্গী, বঙ্গ।



৪। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

ক) কী কী ফুল লাল রঙের হয়?
 উত্তরঃ কৃষ্ণচূড়া, শিমুল, পলাশ ইত্যাদি ফুল লাল রঙের হয়।
 খ) সুগন্ধি ফুল কী কী?

উত্তরঃ বেলি, রজনীগন্ধা, কামিনী, গন্ধরাজ, হাসমাহেনা, দোলনচাঁপা, শিউলি, গোলাপ ইত্যাদি সুগন্ধি ফুল।

গ) কোন কোন ফুলে গন্ধ নেই?

উত্তরঃ কৃষ্ণচূড়া, শিমুল, পলাশ ইত্যাদি ফুলে গন্ধ নেই।
 ঘ) কাঁচা থাকতে কোন ক্ষেত্রে ফল সবুজ হয়?

উত্তরঃ কাঁচা থাকতে আম, পেঁপে, পেয়ারা, বাঞ্চি সবুজ হয়।
 ঙ) কোন কোন ফলের ভিতরটা লাল রঙের?

উত্তরঃ পাকা ডালিম, ও তরমুজের ভিতরটা লাল রঙের।
 ৫। নিচের ছক্কে কোনটি কী রঙের ফুল তা লিখ।

জবা, সূর্যমুখী, কৃষ্ণচূড়া, শিমুল, হাসমাহেনা, পলাশ, কাশ, গন্ধরাজ, শাপলা, কামিনী, দোলনচাঁপা, শিউলি, টগর, গাঁদা।

সাদা	লাল	হলুদ	গোলাপি
হাসমাহেনা, কাশ, গন্ধরাজ, শাপলা, কামিনী, দোলনচাঁপা, শিউলি, টগর	কৃষ্ণচূড়া, শিমুল, পলাশ, শাপলা, জবা	সূর্যমুখী, গাঁদা	

৬-ক। গোলাপ ফুল সম্পর্কে তিনি বাক্য লিখ।

উত্তরঃ ১) গোলাপ ফুলের রানি।

২) গোলাপ ফুল বিভিন্ন রঙের হয়।

৩) গোলাপের সুগন্ধ আছে।

৬-খ। গাঁদা ফুল সম্পর্কে তিনটি বাক্য লিখ।

উত্তরঃ ১) গাঁদা ফুল হলুদ রঙের।

২) এটি শীতকালে ফোটে।

৩) এটি দেখতে সুন্দর।

৬-গ। আম সম্পর্কে তিনটি বাক্য লিখ।

উত্তরঃ ১) আম ফলের রাজা।

২) কাঁচা থাকতে এটি সবুজ রঙের হয়।

৩) এটি খেতে মজার।

৬-ঘ। তরমুজ সম্পর্কে তিনটি বাক্য লিখ।

উত্তরঃ ১) তরমুজ ধীরে ধীরে ফল।

২) এই তেতোটা খুব লাল।

৩) এটি অনেকটা বড় আকৃতির ফল।



===== অতিরিক্ত =====

১। অতিরিক্ত শূন্যস্থান পূরণ কর ৪ (পাঠ্যবইয়ের আলোকে)

ক) আমাদের দেশ ফুলের দেশ, ফলের দেশ।

খ) নানা রঙের ও নানা রকমের ফুলকল দেখা যায় সারা বছর জড়ে।

গ) গোলাপ ফোটে সারা বছর। ঘ) গোলাপের সুগন্ধ আছে।

ঙ) লাল রং নিয়ে ফোটে কৃষ্ণচূড়া, শিমুল, পলাশ।

চ) এগুলো দেখতে খুবই সুন্দর কিষ্ট সুবাস মেই।

ছ) বেলি, রজনীগন্ধা, কামিনী, গন্ধরাজ, হাসমাহেনা, দোলনচাঁপা ও শিউলি ও ফোটে অনেক।

জ) এগুলোর মিষ্টি গন্ধ মন ভরিয়ে দেয়।

ঝ) টগর ও কাশ্যকলও সাদা। ঞ) সূর্যমুখী ও গাঁদাফলের রং হলুদ।

ট) জবা ও কলাবতী ফুল নানা রঙের হয়।

ঠ) কদম্বফল দেখতে খুব সুন্দর।

ড) সবুজ পাতার ভিতর ছোট ছোট নরম রশ্নের মতো।

ঢ) দোলনচাঁপার চারটি সাদা পাপড়ি- ঠিক যেন একটি প্রজাপতি।

ণ) বিলে বিলে ফোটে শত শত শাপলা।

ত) সব ফুলই দেখতে খুব সুন্দর।

থ) এদেশে ফলে হরেক রকমের ফল।

দ) বেশি হয় কলা, কাঁঠাল আর আনারস। ধ) আম, জাম,

পেয়ারা, পেঁপে, বাঞ্চি, তরমুজ, লিচুও প্রচুর ফলে।

ঝ) আরও হয় ডাল, ডালিম, বাতাবি লেবু, আমবুল, তাল, কমলা।

ঝঝক্কাংচা আম, পেঁপে, পেয়ারা, বাঞ্চি সবুজ রঙের।

- ফ) পাকার পরে এগলোর রং হয় হলুদ বা সোনালি।
 ব) পাকা বাতাবি লেবুর ভিতরটা হালকা গোলাপি রঙের।
 ত) পাকা ডালিমের ছোট ছোট দানা চুক্টকে লাল।
 ম) তরমুজের ভিতরটাও খুব লাল। য) জামরুলের রং সাদা।
 র) পাকা কমলার খোসা ও কোষ উভয়ই কমলা রঙের হয়।
 ল) আমদের ফলগুলো দেখতে সুন্দর। শ) খেতেও মজার।
- ২। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
- ক) কোন ফুল দেখতে প্রজাপতির মত?
 উত্তর: দোলনঠাপা ফুল দেখতে প্রজাপতির মত।
 খ) আম, পেঁপে, পেয়ারা ও বাঞ্চি এ ফলগুলো পাকার পরে কোন রঙের হয়? উত্তর: আম, পেঁপে, পেয়ারা ও বাঞ্চি এ ফলগুলো পাকার পরে হলুদ বা সোনালি হয়।
 গ) পাকা কমলার খোসা ও কোষ উভয়ই কী রঙের হয়?
 উত্তর: পাকা কমলার খোসা ও কোষ উভয়ই কমলা রঙের হয়।
 ঘ) শাপলা ফুলের রং সাধারণত কী কী?
 উত্তর: শাপলা ফুলের রং সাদা, লাল, শীল ইত্যাদি রঙের হয়।
 ঙ) কোন কোন ফুলের মিষ্টি গন্ধ মন ভরিয়ে দেয়?
 উত্তর: বেলি, রজনীগঢ়া, কামিনী, গন্ধরাজ, হাসনাহেনা, দোলনঠাপা ও শিউলি ফুলের মিষ্টি গন্ধ মন ভরিয়ে দেয়।
 চ) গোলাপফুল কী কী রঙের হয়?
 উত্তর: লাল, সাদা, গোলাপি ও বিভিন্ন রঙের।
 ছ) শাপলা ফুল কী কী রঙের হয়?
 উত্তর: শাপলা ফুল সাদা, লাল ও অন্য রঙের হয়।
 জ) সুগন্ধি ফুল কী কী?
 উত্তর: বেলি, রজনীগঢ়া, কামিনী, গন্ধরাজ, হাসনাহেনা, দোলনঠাপা, শিউলি, প্রেমল ইত্যাদি সুগন্ধি ফুল।
 ঝ) কোন কোন ফুলে গন্ধ নেই?
 উত্তর: কৃষ্ণচূড়া, শিয়ুল, পলাশ ইত্যাদি ফুলে গন্ধ নেই।
 ঞ) কী কী ফুল সাদা রঙের হয়?
 উত্তর: বেলি, রজনীগঢ়া, কামিনী, গন্ধরাজ, হাসনাহেনা, দোলনঠাপা, শিউলি, টগুর ও কাশফুল সাদা রঙের হয়।
 ট) কোন কোন ফুল সাদা ও মিষ্টি গন্ধের হয়?
 উত্তর: বেলি, রজনীগঢ়া, কামিনী, গন্ধরাজ, হাসনাহেনা, দোলনঠাপা ও শিউলি ইত্যাদি।
 ঠ) কোন কোম ফুল সাদা ও গন্ধহীন হয়?
 উত্তর: টগুর ও কাশফুল, শাপলা ইত্যাদি।
 ড) কী কী ফুল হলুদ রঙের হয়?
 উত্তর: সূর্যমুখী ও গাঁদাফুল হলুদ রঙের হয়।
 ঢ) কোন কোন ফুল বিভিন্ন রঙের হয়?

- উত্তর: জবা, কলাবতী ও গোলাপ ফুল বিভিন্ন রঙের হয়।
 ণ) গন্ধহীন তৃটি ভিন্ন ভিন্ন রঙের ফুলের নাম লিখ।
 উত্তর: কৃষ্ণচূড়া, শাপলা, সূর্যমুখী।
 ত) কাকে ফুলের রানি বলা হয়? **উত্তরঃ** গোলাপকে
 থ) কাকে ফুলের রাজা বলা হয়? **উত্তরঃ** আমকে
 >> দ) নানা রঙের ফুলফল গল্পে ২৮ পঠার মোটকরাটি ফুলের
 ছবি আছে ও কী কী? >>>>> ১৩ টি। যথাঃ গোলাপ,
 কৃষ্ণচূড়া, জবা, কদম, গন্ধরাজ, শিউলি, সূর্যমুখী
 দোলনঠাপা, রজনীগঢ়া, কাশি, টগুর, গাঁদাফুল ও শাপলা।
 >> ধ) নানা রঙের ফুলফল গল্পে ২৯ পঠার মোটকরাটি ফুলের
 ছবি আছে ও কী কী? >>>> ১৬ টি। যথাঃ কলা, কাঁঠাল
 , আম, তরমুজ, পেঁপে, লিচু, বাঞ্চি, ভাব, আলারস, জাম,
 বাতাবি লেবু, পেয়ারা, জামরুল, ডালিম, তাল, কমলা।
 ন) কোন কোন ফুল বিভিন্ন রঙের হয়?
উত্তরঃ জবা, কলাবতী ও গোলাপ ফুল বিভিন্ন রঙের হয়।
 প) দোলনঠাপার ক্ষয়টি পাপড়ি, সেগুলো দেখতে কেমন?
উত্তরঃ দোলনঠাপার চারটি পাপড়ি। সেগুলো দেখতে
 প্রজাপতির মতো।
 ফ) কোথায় শত শত শাপলা ফোটে?
উত্তরঃ বিলে বিলে শত শত শাপলা ফোটে।
 ব) সবুজ রঙের ফল পাকার পরে কোন কোন রঙের হয়? **উত্তরঃ**
 সবুজ রঙের ফল পাকার পরে হলুদ ও সোনালি রঙের হয়।
 ত) কোন ফুলের ভিতরটা গোলাপি রঙের?
উত্তরঃ পাকা বাতাবি লেবুর ভিতরটা গোলাপি রঙের।
 থ) পাকা ডালিমের দানাগুলো কেমন?
উত্তরঃ পাকা ডালিমের দানাগুলো চুক্টকে লাল।
 থ) পাকা কমলার খোসা ও কোষ কেন রঙের?
উত্তরঃ পাকা কমলার খোসা ও কোষ কমলা রঙের।
 র) একাধিক কোষ ফুলের মতো সাজানো কোন ফুলের?
উত্তরঃ একাধিক অর্থাৎ আট খেকে নয়টা কোষ ফুলের মতো
 সাজানো কমলালেবু।
 ল) কদম ফুল দেখতে কেমন? **উত্তরঃ** কদম ফুল দেখতে খুবই
 সুন্দর। সবুজ পাতার ভিতর ছোট ছোট নরম বলের মতো।
 শ) কলাবতী ফুলের রং কেমন? **উত্তরঃ** কলাবতী ফুল বিভিন্ন
 রঙের হয়। এগুলো দেখতে খুব সুন্দর।

৩। এক কথায় প্রকাশ কর।

কঁচাল বা কমলাগেৱুৱ আগগা অংশ = কোষ

ফল বা সবজিৱ আবৱণ = খোসা

৪। দুটি কৱে সমার্থক শব্দ লিখ।

কোষ= কোষা, কঁচাল বা কমলাগেৱুৱ আগগা অংশ

দানা = বিচি, বীজ , খোসা = ছাল, চামড়া

৫। বিপৰীত শব্দ লিখঃ

সাদা = কালো

নানা রকম = একই রকম

সুগন্ধ = দুর্গন্ধ

মিষ্টি = টক

সুন্দর = কুৎসিত

প্রচুর = অল্প

পাকা = কঁচা

সোনালি = বুপালি

ভেতর = বাহিৱ

ছোট = বড়

৬। শব্দার্থ (অতিরিক্ত)ঃ

মূল শব্দ

শব্দার্থ

উষ্ণ

গরম

তৃষ্ণা

পিপাসা

অস্ত

শেষ

শান্ত

নীৱৰ

সঙ্গী

সাথী, সহপাঠী

বঙ্গ

বাংলাদেশেৱ পাঠিন নাম

আমাদেৱ ছোট নদী

১। প্রদত্ত শব্দগুলোৱ অর্থসহ বাক্য রচনা কৰিঃ

পাঢ়ি = পাঢ়। এ নদীৱ পাঢ়ি বেশ উচ্চ।

চালু = নিচু। জমিটি অনেক চালু।

হাঁক = চিৎকাৱ কৱে ডাক। রাতে শিয়াগেৱ হাঁক শোনা যায়।

বাদলধাৰা = বৃষ্টিৱ ধাৰা। বাইৱে বাদলধাৰা বইছে।

খৰতৱ = প্ৰবল। এ নদীৱ হৰতৱ বেশ খৰতৱ।

সাড়া = শোৱাগেৱ বা আগেড়ম। চারদিকে সাড়া পড়ে গেল।

উৎসব = আচান্দৰ অনুষ্ঠান। নববৰ্ষে সাৱা দেশ উৎসবে মেতে ওঠে।

নাওয়া = গোসলা কৰা। অমীৱ এখনো নাওয়া খাওয়া হয়নি।

বাঁকে বাঁকে = নদী বা জলাতা যেখানে বেকে যায়। জলাতাৰ বাঁকে বাঁকে সংকেত চিহ্ন থাকে।

২। ফাঁকা ঘাৱে ঠিক শব্দ বাসিয়ে বাক্য তৈৱি কৰিঃ

ক) ছেলেমেয়েৱা হাঁচুজলে মাছ ধৰছে।

খ) নববৰ্ষে সাৱা দেশ উৎসবে মেতে ওঠে।

গ) নদীৱ কুলে নৌকা বাঁধা রয়েছে।

০৫

ঘ) এক বাঁক পাখি উড়ে গেল।

ঙ) আমীৱ এখনো নাওয়া খাওয়া হয়নি।

চ) রোদে বালি চিকচিক কৱে।

ছ) নদীৱ ধাৱে সাদা কাশবন দেখা যায়।

৩। নিচেৱ প্রশ্নগুলোৱ উত্তৰ দ্বাৰা :

ক) বাঁকে বাঁকে কী বয়ে চলে?

উঃ বাঁকে বাঁকে ছোট নদী রয়ে চলে।

খ) বৈশাখ মাসে ছোট নদীৱ পানি কতটুকু থাকে?

উঃ বৈশাখ মাসে ছোট নদীৱ পানি হাঁটু সমান থাকে।

গ) নদীৱ দুই ধাৱ দেখতে বেমন?

উঃ নদীৱ দুই ধাৱ দেখতে উচ্চ।

ঘ) রাতে কী শোনা যায়?

উঃ নদীতে শিয়াগেৱ হাঁক শোনা যায়।

ঙ) নদীতে ছেলেমেয়েৱা আঁচলে ছেঁকে মাছ ধৰে।

চ) কথন নদী পানিতে ভৱে যায়?

উঃ আবার মাসে নদী পানিতে ভৱে যায়।

৪। বাম পাশেৱ অংশেৱ সাথে ভাল পাশেৱ অংশ রেখা টেনে মিল কৱি:

ক) একে বেঁকে চলে

খ) বৈশাখ মাসে নদীতে থাকে

গ) নদীৱ ধাৱে চিকচিক কৱে

ঘ) ফুলে ফুলে সাদা দেখা যায়

ঙ) কিচিৰমিচিৰ কৱে ডাকে

কাশবন

পাখি

নদী

হাঁচুজল

বালি

===== অতিরিক্ত =====

১। প্রদত্ত শব্দগুলোৱ অর্থসহ বাক্য রচনা

বাদল = বৃষ্টি। বাইৱে বাদল হচ্ছে।

বারা = হ্রোত। বাইৱে বাদল / বৃষ্টিৱ ধাৰা বইছে।

বাঁক = পাখি বা মাছেৱ দল। এক বাঁক পাখি উড়ে গেল।

হাঁচুজল = হাঁটু সমান পানি। ছেলেমেয়েৱা হাঁচুজলে মাছ ধৰছে।

কুল = নদীৱ তীৰ। নদীৱ কুলে নৌকা বাঁধা রয়েছে।

ভৱে = প্রায় ভৱে গোছে এমন। বৰ্ষাৱ পানিতে

খালটি এখন ভৱে ভৱে।

ধাৱ = নদীৱ তীৰ। নদীৱ ধাৱে সাদা কাশবন দেখা যায়।

চিকচিক = উজ্জ্বল। রোদে বালি চিকচিক কৱে।

২। নিচেৱ বাক্যগুলোৱ যথাস্থানে যতি চিঙ্গ বসাওঃ

- ক) পার হয়ে যায় গরু, পার হয় গাড়ি,
খ) দুই ধার উচু তার, ঢালু তার পাড়ি।
গ) চিকচিক করে বালি, কোথা নাই কাদা,
ঘ) আষাঢ়ে বাদল নামে, নদী ভরো ভরো,

৩। বিপ্রিয়ত শব্দ লিখঃ

চিকচিক = অনুজ্জল

ঢালু = খাড়া

বাদল = রোদ

উৎসব = অনুৎসব

বাঁকা = সোজা/সরল

ছোট = বড়

উচু = নিচু

ভরা = খালি

জল = আগুন

সাদা = কালো

৪। নিচের শব্দগুলোর উত্তর দাওঃ

- ক) বিশ্ব কবি কে? তাঁর লেখা তোমার বাংলা বইয়ের কবিতা কোনটি? উঃ বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর লেখা আমার বাংলা বইয়ের কবিতা আমাদের ছোট নদী।

- খ) জাতীয় কবি কে? তাঁর লেখা তোমার বাংলা বইয়ের কবিতা কোনটি? উঃ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর লেখা আমার বাংলা বইয়ের কবিতা আমি হব।

- গ) আমাদের ছোট নদী কবিতাটির মধ্যে কতটি লাইন/চরণ আছে? উঃ ১৬টি লাইন/চরণ আছে।

- ঘ) নদীর দুই ধারে কী দেখা যায়?

উঃ নদীর দুই ধারে সাদা কাশবন দেখা যায়।

- ঙ) নদীর দুই ধার কেমন? উঃ নদীর দুই ধার উচু।

- চ) কোথায় শালিকের বাঁক থাকে?

উঃ সাদা কাশবনে শালিকের বাঁক থাকে।

- ছ) নদীতে কীভাবে ছেলেমেয়েরা মাছ ধরে?

উঃ নদীতে ছেলেমেয়েরা আঁচলে জলাছকে মাছ ধরে।

- জ) নদীতে কীভাবে ছেলেমেয়েরা গায়ে জল ঢালে?

উঃ নদীতে ছেলেমেয়েরা গায়ের জল ভরে গায়ে ঢালে।

- বা) বর্ষায় নদীর অবস্থা কেমন হয়? উঃ বর্ষায় নদী পানিতে ভরে যায়। নদীতে প্রবল প্রোত্তু বয়। এ সময় নদী দেখতে খুব সুন্দর হয়।

- এও) আমাদের ছোট নদী কবিতায় চন্দ্রবিন্দু ব্যবহৃত কতটি শব্দ রয়েছে? শব্দগুলো কী কী? উঃ আমাদের ছোট নদী কবিতায় চন্দ্রবিন্দু ব্যবহৃত ৭ টি শব্দ রয়েছে। শব্দগুলো হলো: বাঁকে বাঁকে, হাঁটুজলা, উচু, ঝামক, ঝাক, আঁচলে, ছাকিয়া।

- ট) আমাদের ছোট নদী কবিতায় কর্ণটি জোড়া শব্দ আছে সেগুলো লিখ। উঃ ৬ টি। যথা : বাঁকে বাঁকে, ফুলে ফুলে, থেকে থেকে, তীরে তীরে, ভরো ভরো, বনে বনে।

- ঠ) ছোট নদীর বালি দেখতে কেমন?

উঃ ছোট নদীর বালি দেখতে চিকচিক করে।

- ফ) নদীর অবস্থা বর্ণনা করতে কবি কোন কোন মাসের কথা বলেছেন? উত্তরঃ নদীর অবস্থা বর্ণনা করতে কবি বৈশাখ ও আষাঢ় মাসের কথা বলেছেন।

- ঘ) কোথায় সাড়া পড়ে যায়?

উত্তরঃ নদীর দুই ধারে কুলে বনে সাড়া পড়ে যায়। বন-বনানী হয় সজীব, লোকলয় হয় বর্ষায় উৎসবে মুখরিত।

- ঙ) নদীর পাড় দেখতে কেমন? উত্তরঃ নদীর দুই তীর (ধার) উচু হলেও তার পাড় দেখতে ঢালু।

- ৱ) বৈশাখ মাসে ছোট নদীতে গরু ও ঘাড়ি পার হতে পারে কেন? উত্তরঃ বৈশাখ মাসে ছোট নদীতে হাঁটু পরিমাণ পানি থাকে। এ কারণেই বৈশাখ মাসে ছোট নদীতে গরু ও ঘাড়ি পার হতে পারে।

- ল) কোথায় শালিকের বাঁক কিছিমিছি করে? উত্তরঃ নদীর ধারের সাদা এই কাশবনে শালিকের বাঁক কিছিমিছি করে।

- শ) শালিকের বাঁক কেমন করে ডাকে?

উত্তরঃ শালিকের বাঁক কিছিমিছি করে ডাকে।

৫। এক কথায় প্রকাশ কর।

- ক) আনন্দের অনুষ্ঠান = উৎসব,

- খ) চিংকার কল ডাকা = হ্যাক

৬। কবি পরিচিতিঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-

জন্ম: ৭ মে, ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ (২৫ বৈশাখ, ১২৬৮ বঙ্গাব্দ)

জন্মস্থান: জোড়াসাকো, কলকাতা, ভারত

পিতা: মহার্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাতা: সারদা দেবী

মৃত্যু: ৭ আগস্ট, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ (২২ শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ)

ছাটদের জন্য লেখা কবিতা : তালগাছ, বীরপুরূষ, দুই তীরে, ছুটি। উপাধি: বিশ্ব কবি।

৭। এক নজরে কবিতাটি সম্পর্কে জেনে নিই।

- ক) কবিতার নামঃ আমাদের ছোট নদী।

- খ) কবির নামঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

- গ) চরণ/লাইনঃ ১৬টি। ঘ) প্রার্বা সংখ্যাঃ ৪টি।

- ঙ) দাঁড়িঃ () চিহ্নঃ ৮টি। চ) কমা () চিহ্নঃ ১০টি।

- ছ) শব্দ সংখ্যাঃ ৯৪টি। জ) ঘাঁতুর নামঃ ১টি (বর্ষা ঘাঁতু)।

- বা) মাসের নামঃ ২টি (বৈশাখ ও আষাঢ়)।

৮. জোড় শব্দ পাঢ়। ছন্দ মিলাই ও লিখি।

বাঁকে বাঁকে

ফুলে ফুলে

তীরে তীরে

ভরো ভরো

বনে বনে

ফাঁকে ফাঁকে

চুলে চুলে

ধীরে ধীরে

ধরো ধরো

অনে অনে

দাদির হাতের মজার পিঠা

১। প্রদত্ত শব্দগুলোর অর্থসহ বাক্য রচনা করঃ

ধূম = জঁকজমক। শীতকালে পিঠাপুলি খাওয়ার ধূম পড়ে যায়।
 তনা = শব্দ থেকে খোলা বা তুষ ছড়িয়ে নেওয়া। টেকিতে ধান ভানা হয়।
 অনুষ্ঠান = আয়োজন। আমরা গানের অনুষ্ঠানে যাই।
 সুন্দর = ভালো। গোলাপ দেখতে সুন্দর।
 উনুন = চুলা। উনুনে ভাত বসাও।
 ভাপ = গরম পানির ধোয়া। ভাপ দিয়ে তৈরি হয় ভাপা পিঠা।
 সিদ্ধ = আগনের তাপে রাখা করা। আমরা সিদ্ধ ডিম খাই।
 মজাদার = সুসাদু। অতিথির জন্য মজাদার খাবার রাখা হচ্ছে।
 অশ্বল = এলাকা। এ অশ্বলে ধান ভালো জন্মে।
 বিখ্যাত = নামকরা (একসাথে)। টাঙাইলের চমচম বিখ্যাত।

২। শূন্যস্থান পূরণ করঃ ক) ভাপ দিয়ে তৈরি হয় ভাপা পিঠা।

খ) গোলাপ দেখতে সুন্দর।

গ) অতিথির জন্য মজাদার খাবার রাখা হচ্ছে।

ঘ) আমরা গানের অনুষ্ঠানে যাই। ঙ) আমরা সিদ্ধ ডিম খাই।

চ) উনুনে ভাত বসাও। ছ) টাঙাইলের চমচম বিখ্যাত।

৩। যুক্তবর্গ ভেঙ্গে দেখাও এবং নতুন দুটি করে শব্দ লিখ।

অনুষ্ঠান	ষ্ঠ	ষ	ষ্ঠ	ষষ্ঠ	ষষ্ঠ, পষ্ঠা, জ্যষ্ঠ
বর্ষা	ষ	ষ	ষ	ষ	বর্ষ, হর্ষ বৰ্ষায়ক, বৰ্ষা
রাত্রি	ত	ত	ত	(র-ফলা)	পাতে, রাত্রি, মিঠি শৈবস্তা, মিঠিতা
বাস্প	ষ	ষ	প	প	পুষ্প, বাস্পায়
সিদ্ধ	দ	দ	দ	দ	বিদ্যা, শুদ্ধ অবিদ্যা, উদ্বায়
উপস্থিতি	ষ্ট	ষ	ষ	ষ	সুষ্ঠ, অনুষ্ঠা অসুষ্ঠ, অনুষ্ঠা
অশ্বল	ষ্ট	ষ	ষ	ষ	পষ্টও, মষ্টও চৰ্ষণ, পষ্টাশ
বিখ্যাত	খ্য	খ	খ্য	(ঝ-ফলা)	খ্যাপা, ব্যাখ্যা সংখ্যা, খ্যাপা
স্বাদ	ষ্ট	ষ	ষ	ষ	স্বামী, স্বপ্ন স্বজন, স্বাধীন
জন্ম	ন	ন	ম	ম	আজন্ম মৃগ্নয়, তৃণয়
টাঙাইল	ল	ল	গ	গ	সঙ্গী, ভঙ্গ, বঙ্গ, মঙ্গল

৫। নিচের পঞ্চগুলোর উত্তর দাওঃ

ক) পিঠাপুলি খাওয়ার ধূম পড়ে কখন?

উত্তরঃ শীতকালে পিঠাপুলি খাওয়ার ধূম পড়ে।

খ) চাল গুঁড়ো করা হয় কেন?

উত্তরঃ বিভিন্ন ধরনের পিঠা তৈরির জন্য চাল গুঁড়ো করা হয়।

গ) ভাপে সিদ্ধ পিঠাকে কী পিঠা বলে?

উত্তরঃ ভাপে পিঠা বানাতে কী কী লাগে।

ঘ) ভাপা পিঠা বানাতে কী কী লাগে?

উত্তরঃ ভাপা পিঠা বানাতে মাত্র চালের

গুঁড়ো, খেজুরের গুড় আর কোরা নারকেল।

অন্তর্ভুক্ত



১। বিপরীত শব্দগুলোঃ

সুন্দর = বৃক্ষিত

দেশ = বিদেশ

বিখ্যাত = অখ্যাত

উপস্থিতি

= অনুস্থিতি

নিষ্পত্তি = পঞ্চী

সুস্থ = অসুস্থ

অস্থা = অনাস্থা

চৰ্ষণ = শাস্তি

উত্তম = অধিম

হর্ষ = বিকাদ

গরম = ঠাণ্ডা

২। নিচের বাক্যগুলোর ব্যথাস্থানে ষষ্ঠি/ বিরাম চিহ্ন বসাওঃ

ক) তুলি: দামদামা, এটা বৈ পিঠা?

খ) দাদি: এটাকে বলে ভাপা পিঠা।

গ) তপু: ভাপা পিঠা বানাতে কী কী লাগে?

ঘ) দাদি: চালের গুঁড়ো, খেজুরের গুড় আর কোরা নারকেল।

ঙ) তুলি: অনু, তুমি কোন শ্ৰেণিতে পড়?

চ) অনু: বিতীয় শ্ৰেণিতে।

ছ) তপু: পলা তুমি কোন শ্ৰেণিতে পড়?

জ) পলা: পথম শ্ৰেণিতে।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করঃ

ক) বাংলাদেশে শীতকালে পিঠাপুলি খাওয়ার ধূম পড়ে যায়।

খ) টেকিতে ধান ভানা হয়।

গ) নানা ধরনের অনুষ্ঠানে পিঠা খাওয়া হয়।

ঘ) এসব পিঠার সুন্দর সুন্দর শব্দ আছে।

ঙ) শীতকালে গরম গরম পিঠা রাজাই আলাদা।

চ) শীতের ছাঁচিটে তুলি আর তপু যায় নিজেদের ঘামের বাড়ি।

ছ) দাদি: চালের গুঁড়ো, খেজুরের গুড় আর কোরা নারকেল।

জ) এরই মধ্যে দাদি পিঠা বানানোর ছাঁচে চালের গুঁড়ো নিলেন।

৩) উন্মনে পানির হাঁড়ির উপর সেই ছাঁচ রাখলেন।

৪) **সাতদিন** বাড়িতে থাকল তারা।

ট) বাংলাদেশ পিঠাপুলির দেশ।

ঠ) একেক অঞ্চল একেক রকম পিঠার জন্য বিখ্যাত।

৪। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ

ক) দাদি পিঠা বানানোর জন্য ছাঁচ কেোথায় রাখলেন?

উত্তরঃ দাদি পিঠা বানানোর জন্য ছাঁচ উন্মনে পানির হাঁড়ির উপর রাখলেন।

খ) কোথায় ধান ভানা হয়? **উত্তরঃ** ঢেকিতে ধান ভানা হয়।

গ) ধান ভানার পর চাল কী করা হয়?

উত্তরঃ ধান ভানার পর চাল গুঁড়ো করা হয়।

ঘ) কোন দেশে শীতকালে পিঠাপুলি খাওয়ার দুঃ পড়ে যায়?

উত্তরঃ বাংলাদেশে শীতকালে পিঠাপুলি খাওয়ার ধূম পড়ে যায়।

>>> ৫) দাদির হাতের মজার পিঠা গল্পে কতটি পিঠার নাম রয়েছে? নামগুলো লিখ।

উত্তরঃ দাদির হাতের মজার পিঠা গল্পে ১১টি পিঠার নাম রয়েছে। নামগুলো হলোঃ খেজুর পিঠা, চুম্বি পিঠা, বিবিশানা পিঠা, চিতই পিঠা, ছাই পিঠা, সেমাই পিঠা, ভাপা পিঠা, দুধচিতই পিঠা, পাটিসাপটা, পুলি, নবীরকেল পিঠা।

৬) কে পিঠা তৈরি করছেন?

উত্তরঃ তুলি ও তপুর দাদি পিঠা তৈরি করছেন।

৭) কখন গরম গরম পিঠার মজাই আলাদা?

উত্তরঃ শীতকালে গরম গরম পিঠার মজাই আলাদা।

৮) তুলি ও তপু দাদির বাড়িতে কত দিন থাকল?

উত্তরঃ তুলি ও তপু দাদির বাড়িতে সাতদিন থাকল।

৯) তুলি ও তপুর ফুফাতো ভাইবোনদের নাম কী?

উত্তরঃ তুলি ও তপুর ফুফাতো ভাইবোনদের নাম অনু ও পলা।

১০) অনু ও পলা কেোন শ্রেণিতে পড়ে?

উত্তরঃ অনু বিদ্যু শ্রেণিতে এবং পলা প্রথম শ্রেণিতে পড়ে।

১১) দাদি কিভাবে ভাপ পিঠা বানাণেন?

উত্তরঃ দাদি পিঠা বানাণের ছাঁচে চালের গুঁড়ো নিলেন। তার ভেতরে দিলেন গুড় আৰ কেোর নারকেল। উন্মনে পানির হাঁড়ির উপর সেটা রাখলেন। ভাপে সিদ্ধ হলো পিঠা। দাদি এভাবে ভাপা পিঠা বানাণেন।

১২) ‘দাদির হাতের মজার পিঠা’ গল্পে কয়জন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা আছে? তারা হলেন, দাদি, তুলি, অনু, তপু, পলা ও ফুপু।

১৩) দাদির হাতের মজার পিঠা গল্পে ৬ জন ব্যক্তির কথোপকথন উল্লেখ আছে? **উত্তরঃ** দাদির হাতের মজার

পিঠা গল্পে ৫ জন ব্যক্তির কথোপকথন উল্লেখ আছে। তারা হলেন, দাদি, তুলি, তপু, অনু ও পলা।

১৪) দাদির হাতের মজার পিঠা গল্পে কয়টি চরিত্রের উল্লেখ আছে? **উত্তরঃ** ৬টি চরিত্রের উল্লেখ আছে। তারা হলেন: দাদি, তুলি, তপু, অনু, পলা ও ফুপু।

১৫) পলা ও তুলির মধ্যে সম্পর্ক ফুফাতো - মাঝাতো বোন।

১৬) অনু ও তপু একে অপৰের সম্পর্ক কী?

উত্তরঃ অনু ও তপু একে অপৰের ফুফাতো - মাঝাতো ভাই।

১৭) দাদির হাতের মজার পিঠা গল্পে কতজন ব্যক্তির নাম আছে তা উল্লেখ করুন **উত্তরঃ** তুলি, তপু, অনু, পলা, দাদিমা ও ফুপু।

৫। এক কথায় ধাকাশ করঃ

ক) দেশের বিভিন্ন অংশ = অঞ্চল।

খ) প্রথম পাইনুর খোয়া = ভাপ।

গ) স্বাদের খাবার = মজাদার।

ঘ) আঙুলের তাপে রাখা করা = সিদ্ধ।



৬। দুটি করে প্রতিশব্দ লিখঃ

সুন্দর = ভাবো, উত্তম

মজাদার = সুস্বচ্ছ, স্বাদের খাবার

অনুষ্ঠান = আয়োজন, উৎসব

অঞ্চল = এলাকা, দেশের বিভিন্ন অংশ

৭। লিঙ্গ পরিবর্তন কর ঃ সুন্দর = সুন্দরী

দাদি = দাদা, ফুফু = ফুফা, ভাই = বোন

৮। শব্দার্থ (অতিরিক্ত)ঃ

শব্দ	শব্দার্থ
কাষ্ট = কাষ্ট	খ্যাপা = রাগালীক, উদাহীন
প্রস্তা = বইয়ের পাতা	ব্যাখ্যা = বিশেষণ, বর্ণনা
বৰ্ষ = বছর	পুল্প = ফুল
হৰ্ম = আনন্দ	নিষ্পাদন = পাপহীন / পাপমুক্ত
শুক্র = সঠিক, বিশুদ্ধ	শুক্র = রোগমুক্ত / রোগহীন
পাত্ৰ	বৰ, স্মাৰক, পাতা, বিবৰণ
ছাত্ৰ	পাঠক, পড়ুয়া
বিদ্ৰু	বিশে যাওয়া, বিদীৰ্ঘ, ফোঁড়া
আংশু	বিশ্বাস, ভৱসা
চৰকলা	দুৱত, অষ্টিৰ, দৃষ্টি

ট্রেন

১। প্রদত্ত শব্দগুলোর অর্থসহ বাক্য রচনা করঃ

বাক বাকাবাক = বাকবাক শব্দ।

রাত দুপুরে = মাঝা রাতে। রাত দুপুরে শিয়াল ডাকে।

জিরোয় = বিশ্রাম নেয়। কাজ শেষে তারা জিরোয়।

ফের = আবার। এখানে আমি ফের আসব।

পেরলেই = পার হলেই। মাঠ পেরলেই নদী দেখা যায়।

বাজনা = বাদ্য বাজানোর শব্দ। বিয়ে বাড়িতে বাজনা বাজে।

বেশ = ভালো। এখানে আমি বেশ আছি।

২। সঠিক শব্দ দিয়ে নিচের বাক্যগুলো পূরণ করঃ

ক) এখানে আমি বেশ আছি।

খ) রাত দুপুরে শিয়াল ডাকে।

গ) মাঠ পেরলেই নদী দেখা যায়।

ঘ) কাজ শেষে তারা জিরোয়।

ঙ) এখানে আমি ফের আসব।

চ) বাক বাকাবাক শব্দ করে ট্রেন চলে।

ছ) বিয়ে বাড়িতে বাজনা বাজে।

৩। যুক্তবর্ণ ভেঙ্গে দেখাও এবং নতুন দুটি করে শব্দগুলো

ট্রেন	ট্	ট	(র-	ট্রাক	ট্ৰাম
			ফলা)	ট্ৰাইন	ট্ৰাফিক

৪। বিপরীত শব্দ জেনে নিই। ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করিঃ

রাত = দিন, দেশ = বিদেশ, ছোটা = থামা

বেশ = মন্দ, শেষ = শুরু, আমায় = তোমায়

ক) আমরা সারা দিন অনেক মজা করলাম।

খ) বিদেশ থেকে মাঝা এসেছেন।

গ) সামনে এগিয়ে যেতে হলে থামা যাবেন না।

৫। সঠিক শব্দ নিয়ে খুলি জায়গায় বসাইঃ

ক) মাঠ পার হলোই বন।

খ) পুলের ওপর বাজনা-বাজে।

গ) মজার গাড়ি ইঠাই করে থামবে।

ঘ) ট্রেন দেশ বিদেশে ঘৰে বেড়ায়।

৬। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ

ক) ট্রেন চলার সময় কেমন শব্দ করে?

ঘ) ট্রেন চলার সময় বাক বাকাবাক শব্দ করে।

খ) মাঠ পেরলেই কী দেখা যায়?

উঃ মাঠ পেরলেই বন দেখা যায়।

গ) পুলের উপর ট্রেন কেমন শব্দ করে?

উঃ পুলের উপর ট্রেন বানবানা বানবান শব্দ করে।

০৯

ঘ) ট্রেন কোথায় ঘুরে বেড়ায়?

উঃ ট্রেন দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ায়।

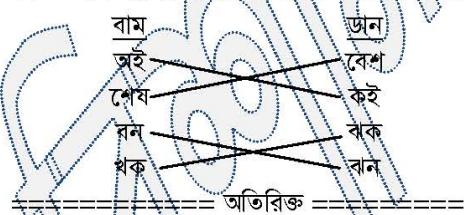
ঙ) ইচ্ছে হলে ট্রেন কী করে?

উঃ ইচ্ছে হলে ট্রেন বাঁশি বাজায়।

চ) ট্রেন কেমন শব্দ করে থামে?

উঃ ট্রেন একটু কেশে খক শব্দ করে থামে।

৭। বাম পাশের সাথে ডান পাশের শব্দ বেরখা ট্রেনে মিল করঃ



১। যথাস্থানে বিরাম চিহ্ন/যতি চিহ্ন বসাওঃ

ক) একটু জিরোয়, ফের ছুটে যায় মাঠ পেরলেই বন।

খ) ট্রেন চলেছে, ট্রেন চলেছে ট্রেনের বাঢ়ি কই?

গ) ইচ্ছে হলেই বাজায় বাঁশি, দিন কেটে যায় বেশ।

২। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ

ক) ট্রেন কবিতার রচয়িতা কে?

উত্তরঃ ট্রেন কবিতার রচয়িতা শামসুর রাহমান।

খ) ট্রেন কোন ধরনের কবিতা?

উত্তরঃ ট্রেন আধুনিক কবিতা।

গ) ট্রেন কবিতায় ট্রেনের ইঞ্জিনটিতে কী লিখা আছে?

উত্তরঃ ট্রেন কবিতায় ট্রেনের ইঞ্জিনটিতে বি.আর লিখা আছে।

ঘ) B.R অর্থ কী ইংরেজিতে লিখি।

উত্তরঃ B.R অর্থ হলো Bangladesh Railway

ও কার দিন কেটে যায় বেশ?

উত্তরঃ ট্রেনের দিন কেটে যায় বেশ।

ঘ) ট্রেন কখন চলে? > রাত দুপুরে চলে।

ছ) মাঠ পেরলেই কী পাওয়া যায়?

উত্তরঃ মাঠ পেরলেই বন পাওয়া যায়।

ঝ) বাংলাদেশের প্রেস্ট আধুনিক কবি কে?

উত্তরঃ বাংলাদেশের প্রেস্ট আধুনিক কবি শামসুর রাহমান।

ঝ) ট্রেন কবিতাটির মধ্যে কতটি স্তবক / প্যারা আছে?

উত্তরঃ ট্রেন কবিতাটির মধ্যে ১টি স্তবক / প্যারা আছে।

ঝঃ) ট্রেন কবিতাটির মধ্যে কতটি চরণ / লাইন আছে?

উত্তরঃ ট্রেন কবিতাটির মধ্যে ১৬টি চরণ / লাইন আছে।

ঝঃ) ট্রেন কবিতাটি কোন সময়ের / যুগের কবিতা?

উত্তরঃ ট্রেন কবিতাটি আধুনিক যুগের / সময়ের কবিতা।

৩। ট্রেন কবিতার মূলভাব তোমার নিজের ভাষায় লিখ ।

উত্তরঃ ট্রেন বাকাবক শব্দ করে রাত দিন ছুটে চলে । ট্রেনের কোনো বাড়ি নেই । স্টেশন থেকে স্টেশন সে ছুটে চলে । মাঠ, বন, পুল পেরিয়ে সে দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ায় । কোথাও একটু খেমে আবার সে ছুটে চলে । এরকম ট্রেনে চড়তে খুবই মজা ।

৪। এক কথায় প্রকাশ কর ৪ ক) বিশ্রাম নেয় = জিরোয় ।

খ) বাদ্য বাজানোর শব্দ = বাজনা ।

গ) পার হলেই = পেরগলেই । ঘ) মজার গাড়ি = ট্রেন ।

৫। দুটি করে সমার্থক শব্দ লিখ ৪ রাত = রজনী, নিশি

গাড়ি = যান, রথ , বন = জঙ্গল, অরণ্য

ধার্ম = গাঁ, পল্লী , বাড়ি = নিবাস, গৃহ

৬। নিচের বাক্যগুলো ভুল , তাই সঠিক বাক্যটি লিখ ।

ক) ট্রেন কবিতার রচয়িতা সুফিয়া কামাল ।

= ট্রেন কবিতার রচয়িতা শামসুর রাহমান ।

খ) ট্রেন ধামে ধামে ঘুরে বেড়ায় ।

= ট্রেন দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ায় ।

গ) মাঠ পেরগলেই পুরুর দেখা যায় ।

= মাঠ পেরগলেই বন দেখা যায় ।

ঘ) ইচ্ছে হলে ট্রেন টোল বাজায় ।

= ইচ্ছে হলে ট্রেন বাঁশি বাজায় ।

ঙ) ট্রেন বাক বাকাবক শব্দ করে থামে ।

= ট্রেন একটু কেশে খক শব্দ করে থামে ।

চ) পুলের উপর ট্রেন বাক বাকাবক শব্দ করে ।

= পুলের উপর ট্রেন ঝানবান ঝানবান শব্দ করে ।

৭। এক নজরে কবিতাটি সম্পর্কে জেনে নিই ।

ক) কবিতার নামঃ ট্রেন ।

খ) কবির নামঃ শামসুর রাহমান ।

গ) চরণ/লাইনঃ ১৬টি । ঘ) শব্দঃ ৫৬টি ।

ঙ) দাঁড়ি () চিহ্নঃ ৭টি । চ) কমা (,) চিহ্নঃ ৩টি ।

ছ) প্রশ্নবোধক (?) চিহ্নঃ ১টি ।

জ) কবিতাটিতে ট্রেন শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে ৩ বার ।

৮। কবি পরিচিতিঃ কবির নামঃ শামসুর রাহমান

জন্মঃ ২৩ অক্টোবর, ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ

পিতাঃ মুখলেসুর রাহমান মাতা� আমেনা বেগম

মৃত্যুঃ ১৭ আগস্ট, ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ

উপাধিঃ আধুনিক কবি

৯। শব্দার্থ (অতিরিক্ত)ঃ

ট্রাক = মালবাহী গাড়ি , ট্রেন = রেল গাড়ি

ট্রাম = লোহার লাইনের উপর দিয়ে চালিত বিদ্যুৎবাহিত গাড়ি ।

ট্রেন মুখ্য (মেরু জন) পরিবার :



সারিক পরিচয়ঃ এন্ড . এঙ্গিচ . বিশ্বাল , বি . প্রে . পি . (গান্ধি) , এম . প্রে . পি . (গান্ধি) , [KUET] Khulna University of Engineering & Technology
বোর্ডার নং : ০৩৭৮৫-২৬৭২২৯০
www.facebook.com/mh.bishal

দুখুর ছেলেবেলা

- ১। প্রদত্ত শব্দগুলোর অর্থসহ বাক্য রচনা করঃ
- কাঁকড়া = ঘন গোছা । নজরগুলের মাথায় ছিল কাঁকড়া চুল ।
 বাদাড় = জঙগ । বনে-বাদাড়ে সাপ থাকে ।
 তালপুরুর = যে পুরুরের পাড়ে অনেক তালগাছ আছে ।
 তালপুরুরের পানি টলটলে ।
 টলটলে = পরিষ্কার । তাল পুরুরের পানি টলটলে ।
 মকতব = মুসলমান বালক-বালিকাদের প্রাথমিক
 বিদ্যালয় । দুখুদের ধামে একটা মকতব ছিল ।
 ডাঁশা = পাকা ও কাঁচার মাঝামাঝি । ডাঁশা পেয়ারা খেতে
 খুব মজা ।
 তরতর = তাড়াতাড়ি । লোকটি তরতর করে গাছে ওঠে ।
 সুরেলা = খুব মধুর সুর । একটা সুরেলা আওয়াজ শুনলাম ।
 মুঢ় = বিভোর । নজরগুলের গান শুনে সবাই মুঢ় হতো ।
 জাতীয় = জাতির নিজস্ব । শাপলা আমাদের জাতীয় ফুল ।
- ২। শূন্যস্থান পূরণ করঃ
- ক) তাল পুরুরের পানি টলটলে ।
 খ) বনে বাদাড়ে সাপ থাকে ।
 গ) নজরগুলের মাথায় ছিল কাঁকড়া চুল ।
 ঘ) দুখুদের ধামে একটা মকতব ছিল ।
 ঙ) ডাঁশা পেয়ারা খেতে খুব মজা ।
 চ) শাপলা আমাদের জাতীয় ফুল ।
 ছ) দুখু মিয়ার গান শুনে সবাই মুঢ় হতো ।
 জ) একটা সুরেলা আওয়াজ শুনলাম ।
- ৩। যুক্তর্গ বের করে ভেঙ্গে দেখাও এবং শব্দ তৈরি করঃ
- গ্রাম গ্র া ম (গ্র-ফল) অথা, প্রথ ।
 মুঢ় মু ঢ় ্র দুর্দশ, দম্ভ ।
- ৪। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ
- ক) দুখুর আসল নাম কী ?
উত্তরঃ দুখুর আসল নাম কাজী নজরগুল ইসলাম ।
 খ) দুখু দেখতে কেমন ছিল ? **উত্তরঃ** দুখুর মাথায়
 কাঁকড়া চুল ও চোখ দুটো বড় বড় ছিল ।
 গ) সকালে কিসের ডাকে দুখুর ঘুম ভাঙ্গে ?
উত্তরঃ সকালে পাখির ডাকে দুখুর ঘুম ভাঙ্গে ।
 ঘ) দুখু দলবল নিয়ে কী করতে ?



উত্তরঃ দুখু দলবল নিয়ে খেলা করে । বনে-বাদাড়ে ঘুরে
 বেড়ায় । তালপুরুরের টলটলে পানিতে সাতার কাটে ।

ঙ) কাঠবিড়ালিকে দেখে দুখুর কী ইচ্ছে হয় ? **উত্তরঃ**

কাঠবিড়ালিকে দেখে দুখুর কাঠবিড়াল হতে ইচ্ছে হয় ।

চ) আমাদের জাতীয় কবির নাম কী ? **উত্তরঃ** আমাদের

জাতীয় কবির নাম কাজী নজরগুল ইসলাম ।

৫। জোড় শব্দগুলো দিয়ে বাক্য তৈরি করঃ

ডাঁশা ডাঁশা - (পাকা ও কাঁচার মাঝামাঝি) - অমি ডাঁশা ডাঁশা
 পেয়ারা খাই ।

শাখায় শাখায় - (গাছের ডালে) - কাঠবিড়ালি গাছের শাখায়
 শাখায় ঘুরে বেড়ায় ।

থোকা থোকা - (গুচ্ছ গুচ্ছ) গাছে থোকা থোকা আম ধরেছে ।

তরতর - (তাড়াতাড়ি) - গাছের শাখায় শাখায় তরতর করে
 ঘুরে বেড়ায় কাঠবিড়ালি ।

৬। আমাদের জাতীয় কবি সম্পর্কে ১০টি বাক্য লিখ ।

জাতীয় কবিঃ

১) আমাদের একজন জাতীয় কবি আছেন ।

২) তাঁর নাম কাজী নজরগুল ইসলাম ।

৩) তাঁর বাবার নাম কাজী ফরিদ আহমদ ।

৪) তাঁর মা এর নাম জাহেদা খাতুন ।

৫) তিনি ১৩০৬ সালের ১১ই জৈষ্ঠ জন্মগ্রহণ করেন ।

৬) তিনি ছোট বেলায় খুব দুর্বল ছিলেন ।

৭) তিনি অনেক কবিতা, গল্প ও গান লিখেছেন ।

৮) তিনি বিদ্রোহী কবি নামে পরিচিত ।

৯) ১৩৮৩ সালের ১২ই তার মৃত্যু হয় ।

১০) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের পাশে তাঁর
 কবর রয়েছে ।

অতিরিক্ত

১। নিচের বাক্যগুলোর যথাস্থানে যতিচিহ্ন বসাওঃ

ক) বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায় ।

খ) দুখু ভাবে, আমি যদি সকালে বেলার পাখি হতাম ।

গ) দুখু ভাবে, যদি কাঠবিড়ালি হতাম ।

ঘ) কে এই দুখু ? তিনি বাঁলার নামকরা কবি কাজী
 নজরগুল ইসলাম ।

ঙ) লিখেছেন দেশের কথা, দেশের মানুষের কথা ।

২। বিপরীত শব্দ লিখঃ

- টলটলে = অসচ্ছ , জাতীয় = বিজাতীয়
- গ্রাম = শহর , আসল = নকল , কিশোর = যুবক/বৃন্দ
- ৩। শূন্যস্থান পূরণ কর ৪
- ক) ধার্মের নাম চুরগলিয়া। খ) মাথায় বাঁকড়া চুল।
- গ) তালপুরুরের টলটলে পানিতে সাঁতার কাটে।
- ঘ) চুরগলিয়া গ্রাম গাছপালায় ঘেরা।
- ঙ) সবুজ গ্রামে গরমের সময় নানা রকম ফল পাকে।
- চ) গাছের শাখায় শাখায় তরতর করে ঘুরে বেড়ায় কাঠবিড়ালি। ছ) দুখু ভাবে, যদি কাঠবিড়ালি হতাম।
- জ) দুখুর গানের গলাও ছিল সুরেলা।
- ঝ) সকলে গান শুনে মুঞ্ছ হতো।
- ঝঃ) তিনি বাংলার নামকরা কবি কাজী নজরুল ইসলাম।
- ট) পাঢ়ার ছেলেদের সাথে খেলা করে এক কিশোর ছেলে।
- ঠ) মাথায় বাঁকড়া চুল।
- ড) তাল পুরুরের টলটলে পানিতে সাঁতার কাটে।
- ঢ) চুরগলিয়া গ্রাম গাছপালায় ঘেরা।
- ণ) সবুজ পাতার মধ্যে ডঁশা ডঁশা পেয়ারা।
- ত) গাছের শাখায় শাখায় তরতর করে ঘুরে বেড়ায় কাঠবিড়ালি। থ) মসজিদের পাশেই আছে মকতব।
- দ) সেই মকতবে দুখু লেখাপড়া করে।
- ধ) দুখুর গানের গলাও ছিল সুরেলা।
- ন) তিনি বাংলার নামকরা কবি কাজী নজরুল ইসলাম।
- প) তিনি আমাদের জাতীয় কবি।
- ৪। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ
- ক) কার মাথায় বাঁকড়া চুল ছিল? **উত্তরঃ** দুখু/কাজী নজরুল ইসলামের মাথায় বাঁকড়া চুল ছিল।
- খ) দুখু/কাজী নজরুল ইসলাম কোথায় সাঁতার কাটত? **উত্তরঃ** দুখু/কাজী নজরুল ইসলাম তালপুরুরের টলটলে পানিতে সাঁতার কাটত।
- গ) কাজী নজরুল ইসলাম কোন ধার্মে জন্মাই হন? **উত্তরঃ** চুরগলিয়া গ্রামে জন্মাই হন।
- ঘ) দুখুর পিতার নাম কী? **উত্তরঃ** কাজী ফরিদ আহমদ।
- ঙ) দুখুর মাতার নাম কী? **উত্তরঃ** জাহেদা খাতুন।

চ) দুখু/কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা কত সালে জন্মাই হন করেন? **উত্তরঃ** ১৩০৬ সালে ১১ই জ্যৈষ্ঠ জন্মাই হন করেন।

ছ) দুখু/কাজী নজরুল ইসলাম ইংরেজি কত সালে জন্মাই হন করেন? **উত্তরঃ** ২৫শে মে ১৮৯৯ সালে।

জ) দুখু/কাজী নজরুল ইসলাম ইংরেজি কত সালে মৃত্যুবরণ করেন? **উত্তরঃ** ২৯ শে আগস্ট ১৯৭৬।

ঝ) দুখু/কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা কত সালে মৃত্যুবরণ করেন? **উত্তরঃ** ১৩৮৩ সালের ১২ই ভাদ্র মৃত্যুবরণ করেন।

ঝঃ) কাজী নজরুল ইসলামের কবর কোথায়?

উঃ কাজী নজরুল ইসলামের কবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের পাশে।

* * * অতিরিক্ত প্রশ্নের উত্তর * * *

ক) কাজী নজরুল ইসলামের ধার্মের নাম কী?

উত্তরঃ কাজী নজরুল ইসলামের ধার্মের নাম চুরগলিয়া।

খ) ছেলেদের নিয়ে দুখু কী করে?

উত্তরঃ ছেলেদের নিয়ে দুখু খেলা করে।

গ) দুখুদের বাড়ির পাশে কী রয়েছে?

উত্তরঃ দুখুদের বাড়ির পাশে একটা মসজিদ রয়েছে।

ঘ) নজরুল কী লিখেছেন? **উত্তরঃ** নজরুল লিখেছেন

দেশের কথা, দেশের মানুষের কথা।

ঙ) কখন সবুজ ধার্মে নানা রকম ফল পাকে?

উত্তরঃ গরমের সময় সবুজ ধার্মে নানা রকম ফল পাকে।

চ) সকালে পাখির ডাক শুনে দুখু কীভাবে?

উত্তরঃ সকালে পাখির ডাক শুনে দুখু ভাবে, আয়ি যদি সকাল বেলার পাখি হতাম।

ছ) কাঠবিড়ালি গাছের শাখায় শাখায় কি করে?

উত্তরঃ কাঠবিড়ালি গাছের শাখায় শাখায় তরতর করে ঘুরে বেড়ায়।

জ) দুখু কোথায় লেখাপড়া করত?

উত্তরঃ দুখু বাড়ির পাশের এক মকতবে লেখাপড়া করত।

ঝ) দুখুর ছেলেবেলা গল্লে কতটি জোড়া শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে? **উত্তরঃ** দুখুর ছেলেবেলা গল্লে ৭টি জোড়া শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বড় বড়, টল টল, গাছে গাছে, ডঁশা ডঁশা, শাখায় শাখায়, তরতর, মুখে মুখে।

ঝঃ) পেয়ারা গাছে সবুজপাতার মধ্যে কেমন ধরনের পেয়ারা দেখতে পাওয়া যায়? ০২

উত্তরঃ পেয়ারা গাছে সবুজ পাতার মধ্যে ডঁশা ডঁশা
পেয়ারা দেখতে পাওয়া যায়।

ট) কে মজা করে পেয়ারা খায় আর ছড়ায়/ ছড়া কাটে ?

উত্তরঃ কাঠবিড়লি মজা করে পেয়ারা খায় আর ছড়ায়।
ঠ) কার গানের গলা ছিল সুরেলা ?

উত্তরঃ দুখুর গানের গলা ছিল সুরেলা ।

ড) কাজী নজরুল ইসলাম তার কবিতায় কী লিখেছেন ?

উত্তরঃ দেশের কথা ও দেশের মানুষের কথা ।

ঢ) দুখুর গানের গলা কেমন ছিল ?

উত্তরঃ দুখুর গানের গলা ছিল সুরেলা ।

ণ) দুখুর ছেলেবেলায় কী কী হতে চেয়েছিল ?

উত্তরঃ দুখুর ছেলেবেলায় সকাল বেলার পাখি এবং
কাঠবিড়লি হতে চেয়েছিল ।

৫। এক কথায় প্রকাশ কর : ১

ক) ছেটদের জন্য আরবি ফারসি শেখার বিদ্যালয় = মকতব।

খ) পাকা ও কাঁচার মাঝামাঝি = ডঁশা ।

গ) খুব মধুর সুর = সুরেলা । ঘ) জাতির নিজস্ব = জাতীয় ।

৬। দুটি করে সমার্থক শব্দ লিখঃ

সকাল = প্রভাত, উষা

গাছ = তরঢ়, বৃক্ষ

মাথা = মস্তক, মুণ্ড

চোখ = নয়ন, চক্ষু

৭। লিঙ্গ পরিবর্তন করঃ

পুঁ লিঙ্গ = স্ত্রী লিঙ্গ

ছেলে = মেয়ে

কবি = মহিলা কবি

৮। বচন পরিবর্তন করঃ

এক বচন

কিশোর

চুল

কবি

গ্রাম

পাখি

পানি = জল, বারি

পাখি = পক্ষী, খেচৰ

গরম = উত্তাপ, উষ্ণতা

পুঁ লিঙ্গ = স্ত্রী লিঙ্গ

মিয়া = বিরি

কিশোর = কিশোরী

৯। সত্য হলে ‘স’ মিথ্যা হলে ‘মি’ লিখ ।

ক) পাড়ার ছেলেদের সাথে খেলা করে এক
যুবক ছেলে । মি

খ) দুখুর মাথায় ছিল বাঁকড়া চল । স

গ) দুখুর চোখ দুটো ছেট ছোট । মি

ঘ) দুখুর সকাল বেলার পাখি হতে চায় । স

ঙ) দুখুর মকতবে লেখাপড়া করেছেন । স

চ) নজরুল আমাদের জাতীয় করি । স

ছ) সবুজ পাতার মধ্যে কাঁচা পাকা পেয়ারা । মি

জ) বনে-বাদাড়ে খেলা করে । মি

ঝ) চুরগলিয়া ধাম গাছপালায় ঘেরা । স

১০। শব্দার্থ (অতিরিক্ত)ঃ

শব্দার্থ

সামনে

জ্যোতিক

দুখ

পুড়ে যাওয়া

উদ্যানিক মুক্ত (উষা ১১ জন) পর্যবেক্ষণ :



সার্বিক পরিচয়ঃ এম. প্রফ়্রো. বিজাল, বি. জামি (জ্ঞান), এম. প্রফ়্রো. গুলশান [KUET]
 KUST University of Engineering & Technology
 মোবাইলঃ ০৩৭৮৫-২৬৬২২৭০
 www.facebook.com/muishishall
 www.kuet.ac.bd

প্রার্থনা সুফিয়া কামাল

- ১। পদত শব্দগুলোর অর্থসহ বাক্য রচনা করঃ
প্রার্থনা = কোনো কিছু চাওয়া / মুনাজাত। তিনি ভোরে
 উঠে প্রার্থনা করেন।
রহিম = যাঁর (আল্লাহ) অনেক দয়া। স্রষ্টার এক নাম
 রহিম।
রহমান = করণ্মায় আল্লাহ। স্রষ্টার আরেক নাম রহমান।
ধরণী = পৃথিবী। আমাদের ধরণী ফুলে-ফলে ভরা।
মোদের = আমাদের। মোদের গরব মোদের আশা আ-মরি
 বাংলা ভাষা।
কর্ষ = গলা। তিনি সুরেলা কর্ষে গান গাইছেন।
স্বজন = আপন লোক / বন্ধু-বান্ধব। সে আমার স্বজন।
মরতা = মায়া / স্নেহ। মায়ের মরতার তুলনা হয় না।
মধুর = খুব মিষ্টি। কোকিল মধুর সুরে গান গায়।
সৎ পথ = ভালো কাজের রাস্তা। আমাদের উচিত সৎ
 পথে চলা।
- ২। শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসাওঃ
 ক) স্রষ্টার এক নাম রহিম।
 খ) আমাদের ধরণী ফুলে-ফলে ভরা।
 গ) মোদের গরব মোদের আশা আ-মরি বাংলা ভাষা।
 ঘ) আমাদের উচিত সৎ পথে চলা।
 ঙ) তিনি সুরেলা কর্ষে গান গাইছেন।
 চ) মায়ের মরতার তুলনা হয় না।
 ছ) স্রষ্টার আরেক নাম রহমান।
 জ) কোকিল মধুর সুরে গান গায়।
 ঝ) তিনি ভোরে উঠে প্রার্থনা করেন।
- ৩। যুক্তবর্ণ বের করে ভেঙ্গে দেখাও এবং শব্দ তৈরি করঃ
 কর্ষ **ক** **র** **ষ** কুষ্টিত, শুষ্ঠন।
 স্বজন **স্ব** **জ** **ন** স্বাধীন, স্বাদ।
- ৪। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ
 ক) সুন্দর ধরণী কে দান করেছেন?
উত্তরঃ সুন্দর ধরণী আল্লাহ দান করেছেন।
 খ) আমাদের কাছে কারা আপন?
উত্তরঃ আমাদের কাছে মাতা, পিতা, ভাই, বোন ও
 স্বজনসহ সবাই আপন।

গ) আমরা কেমন পথে চলতে চাই?

উত্তরঃ আমরা সরল, সহজ ও সৎ পথে চলতে চাই।

ঘ) কবিতায় কবি কাকে না ভুলে যাওয়ার কথা বলেছেন
 এবং কেন? **উত্তরঃ** কবিতায় কবি আল্লাহকে না ভুলে
 যাওয়ার কথা বলেছেন। কারণ তিনি আমাদের সুন্দর ধরণী
 দান করেছেন।

৫। পরের চরণ বলি ও লিখি
 ক) কতো সুন্দর করিয়া ধরণী
মোদের করেছ দান,

খ) তাই যেন মোরা

তোমারে না ভুল।

৬। রেখা টেনে লিখ করঃ

বাবা	বোন
চাচা	দাদি
ভাই	নানি
দাদা	মামি
নানা	চাচি
মামা	খালা
ফুফা	মা
খালু	ফুফু

*** ১) তোমার বাংলা বইয়ে

৫১ পৃষ্ঠার ছবিতে কে কত রান করেছে তা লিখি।

অমি = ৮৭, আলো = ৭৩, ইমল = ৮৯,

খতু = ৭৬, ওমর = ১০০, উচন = ৯২ রান।

===== অতিরিক্ত =====

১। বিপরীত শব্দ লিখঃ

মূল শব্দ = বিপরীত শব্দ,

সৎ = অসৎ

ভরা = খালি

জল = আগুন

আপন = পর

সরল = কঠিন

২। যথাস্থানে যতি চিহ্ন বসাওঃ ক) মোদের করেছ দান,

খ) মাতা, পিতা, ভাই বোন ও স্বজন

ঝ) কতো ভালো তুমি, কতো ভালোবাস গেয়ে যাই এই গান।

৩। শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসাও :

- ক) কতো সুন্দর করিয়া ধরণী।
 খ) কতো ভালোবাস গেয়ে যাই এই গান।
 গ) সকলি তোমার দান। ঘ) সব ঘানুষেরা সবাই আপন।
 ঙ) ভরিয়া দিয়াছ প্রাণ। চ) নদী ভরা জল।
 ছ) মাতা, পিতা, ভাই বোন ও স্বজন।
 জ) মধুর করিয়া ভরিয়া দিয়াছ প্রাণ।
 ঝ) পাখির কঢ়ে গান সকলি তোমার দান।
 ঞ) তুলি দুই হাত করি মুনাজাত।

৪। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

- ক) বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি কে ? তাঁর লেখা তোমার বাংলা বইয়ের কবিতা কোনটি ?

উত্তরঃ বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি সুফিয়া কামাল। তাঁর লেখা আমার বাংলা বইয়ের কবিতা প্রার্থনা।

খ) প্রার্থনা কবিতাটির মধ্যে কতটি স্তবক/প্যারা আছে ?

উত্তরঃ প্রার্থনা কবিতাটির মধ্যে ১টি স্তবক/প্যারা আছে।

গ) প্রার্থনা কবিতাটির মধ্যে কতটি লাইন/চরণ আছে ?

উত্তরঃ প্রার্থনা কবিতাটির মধ্যে ২২টি লাইন/চরণ আছে।

ঘ) আমরা কেমন করে মুনাজাত করি ?

উত্তরঃ আল্লাহ কার কঢ়ে গান দিয়েছেন।

চ) আমরা কেমন পথে চলার প্রতিভাব করব ?

উত্তরঃ আমরা সহজ, সরল ও সৎ পথে চলার প্রতিভাব করব।

ছ) প্রার্থনা কবিতার রচয়িতা কে ?

উত্তরঃ প্রার্থনা কবিতার রচয়িতা সুফিয়া কামাল।

জ) আল্লাহ আমাদের কী কী দান করেছেন ?

উত্তরঃ আল্লাহ আমাদের ধরণী, গাছ, ফুল, ফল, নদী, জল,

পাখির কঢ়ে গান ইত্যাদি দান করেছেন।

ঘ) আল্লাহ আমাদের কীভাবে ধরণী দান করেছেন ?

উত্তরঃ আল্লাহ আমাদের সুন্দর করে ধরণী দান করেছেন।

ঙ) ‘ভরিয়া দিয়াছ প্রাণ’ এই লাইনটি কোন কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে ? কবির নাম কী ?

উত্তরঃ ‘ভরিয়া দিয়াছ প্রাণ’ এই লাইনটি প্রার্থনা কবিতা

থেকে নেওয়া হয়েছে। কবির নাম সুফিয়া কামাল।

৫। প্রার্থনা কবিতার মূলভাব তোমার নিজের ভাষায় লিখঃ

উত্তরঃ প্রার্থনা কবিতার মূলভাব হলোঃ

আল্লাহ এ সুন্দর পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। পৃথিবীতে যত প্রাণী, ফুল, ফল, আলো, বাতাস, পাহাড়, বন, নদী, জল সবই তাঁর সৃষ্টি। মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়া, স্বজনের মধ্যে যে মিল ভালোবাসা সেটাও তাঁর দান। আমরা তাই তাঁর কাছেই প্রার্থনা করি। তিনি যেন আমাদের সত্য, সুন্দর ও সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

৬। এক কথায় প্রকাশ কর কর :

ক) কেনো কিছু চাওয়া = প্রার্থনা।

খ) যাঁর অনেক দয়া = রহিম।

গ) কুরগামৰ আলগাহ = রহমান।

ঘ) আপন দোকান = স্বজন।

ঙ) ভালো কাজের রাস্তা = সৎ পথ।

চ) খুব মিষ্টি = মধুর।

৭। সমার্থক শব্দ লিখ ২টি করে :

সুন্দর = ভালো, উত্তম

পথ = রাস্তা, উপায়

কঢ় = গলা, সুর

হাত = হস্ত, বাহু

মাতা = জননী, মা

পিতা = জনক, বাবা

প্রাণ = জীবন, জান

ভাই = ভাতা, সহেদের

মমতা = মায়া, স্নেহ

৮। কবির পরিচিতি ও উপাধি :

নামঃ সুফিয়া কামাল, জন্মঃ ২০ জুন, ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ

জন্মান্তরঃ শায়েস্তাবাদ, বরিশাল

পিতাঃ সৈয়দ আবদুল বারি, মাতাঃ সৈয়দা সাবেরা খাতুন

মৃত্যুঃ ২০ নভেম্বর, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ

উপাধিঃ শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি

৯। শব্দার্থ (অতিরিক্ত) :

মূল শব্দ

কুর্সিত

গুর্জন

শব্দার্থ

সংকুচিত

আবরণ, বেষ্টন

১০। এক নজরে কবিতাটি সম্পর্কে জেনে নিই।

ক) কবিতার নামঃ প্রার্থনা।

খ) কবির নামঃ সুফিয়া কামাল।

ঘ) চরণ/লাইনঃ ২২টি। ঘ) শব্দ সংখ্যাঃ ৬৪টি।

ঙ) দাঁড় () চিহ্নঃ ৩টি। চ) কমা (,) চিহ্নঃ ৪টি।

খামার বাড়ির পশ্চপাথি

১। প্রদত্ত শব্দগুলোর অর্থসহ বাক্য তৈরি কর ৪

খামার = পশ্চ পালন বা ফসল ফলানোর জায়গা । খামারে অনেক পশ্চপাথি আছে ।

খইল = পশ্চের খাবার । গরু খইল খায় ।

ভুসি = ছোলা বা গমের কঁড়ো বা খোসা । গরু ভুসি খায় ।

গোয়াল = গরু রাখার ঘর । রাতে গরুগুলো গোয়ালে থাকে ।

দানা = বিচি/ বীজ / ছোলা / মটর বা গম । করুতরের খাওয়ার জন্য দানা ছিটিয়ে দাও ।

২। খালি জায়গায় সঠিক শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর ৪

ক) করুতরের খাওয়ার জন্য দানা ছিটিয়ে দাও ।

খ) খামারে অনেক পশ্চপাথি আছে ।

গ) খইল আর ভুসি পশ্চপাথির জন্য ভালো খাবার ।

ঘ) রাতে গরুগুলো গোয়ালে থাকে ।

৩। যুক্তর্বর্ণ বের করে ভেঙ্গে দেখাও এবং শব্দ তৈরি কর ৪

হামা

ম	ম	ব
ব	দ	ব

 কম্বল , লম্বা ।

দ্বিতীয়

ব	দ	ব
ব	দ	ব

 দ্বার , দ্বিপথ ।

শ্রেণি

শ	শ	চ
চ	চ	চ

 (র-ফলা) শ্রমিক পরিশ্রম ।

৪। মুখে মুখে উত্তর বলি ও শিখ ৪

ক) ধামের পাশের নদীটির নাম কী?

উত্তরঃ ধামের পাশের নদীটির নাম তিতাস নদী ।

খ) রিতা করুতরকে কী খেতে দেয় ?

উত্তরঃ রিতা করুতরকে গুম ও মটর খেতে দেয় ।

গ) ছাগলছানারা কী করে?

উত্তরঃ ছাগলছানারা আশেপাশেই লাফাহাফি করে ।

ঘ) লাল ঝুঁটি মোরগ দেখতে কেমন?

উত্তরঃ লাল ঝুঁটি মোরগ দেখতে খুব সুন্দর ।

ঙ) মতিবিবি মুরগির ডিম বেচে ঢাকা পান ।

উত্তরঃ মতিবিবি মুরগির ডিম বেচে ঢাকা পান ।

চ) খামারের মোরগ ও মুরগির পাহাড়াদার কে?

উত্তরঃ খামারের মোরগ ও মুরগির পাহাড়াদার

মতিবিবির পেঁয়া বুরুরা ।

ছ) পুরুরে ইঁসগুলো কী কী করে?

উত্তরঃ পুরুরে ইঁসগুলো দল বেঁধে নামে ও শামুক খায় ।

৫। বাম পাশের সাথে ডান পাশের মিল কর ৪



হাঁস

করুতর

রিতা

লালকুটির

গুম মিয়ার মেয়ে ।

প্যারম প্যার

মোরগ সন্দর

বাক বাকুম বাক বাকুম

৬। মিচন পরিবর্তন / একটি শব্দকে একেব্র বেশি বানাই ৪

বুরুর-	বুরুরগুলো
ছাগল-	ছাগলগুলো
হাঁস-	হাঁসেরা
মুরগি-	মুরগিগুলো
শিয়াল-	শিয়ালগুলো
	ছাগলছানাগুলো

৭। তোমার প্রিয় প্রাণী (গরু) সম্পর্কে ১০টি বাক্য শিখ ।

উত্তরঃ আমার প্রিয় প্রাণী বা গরু

- ১) গরু গৃহপালিত পশু ।
- ২) পৃথিবীর সব দেশে গরু দেখতে পাওয়া যায় ।
- ৩) ইহার চারটি পা, দুটি কান, দুটি চোখ, দুটি শির, একটি লেজ ও একটি লম্বা মুখ আছে ।
- ৪) ইহার শরীরটি ছোট ছোট লোমে আবৃত ।
- ৫) ইহা লাল, সাদা, কালো ও মিশ্রণের হয়ে থাকে ।
- ৬) গরু খুব শান্ত প্রাণী ।
- ৭) এদের প্রধান খাদ্য ঘাস ও খড় ।
- ৮) ইহা আমাদের অনেক উপকার করে থাকে ।
- ৯) গরুর মতো উপকারী প্রাণী আর নেই ।
- ১০) তাই গরুর মতো খোওয়া আমাদের একান্ত কর্তব্য ।

===== অতিরিক্ত =====

১। বিপরীত শব্দ শিখ ৪

দিবের উপরে

দূরে

হচ্ছে

অনিচ্ছে

সুন্দর = বুৎসিত

বেচে = কিনে

আয় = ব্যয়

- ২। নিচের বাক্যগুলোর যথাস্থানে বিরাম চিহ্ন বসাওঃ
- দিনের বেলা গরণ্ডগুলো মাঠে চরে। ঘাস খায়।
 - সেগুলোর কোনোটা সাদা, কোনোটা কালো, কোনোটা লালচে।
 - ছাগলগুলো মাঠে চরে। ঘাস খায়। লতাপাতা খায়।
 - মোরগ ডাকে কুকুর কু, কুকুর কু।
 - রাতের বেলা শিয়াল ডাকে হক্কা হয়া, হক্কা হয়া।
 - খালি জায়গায় সঠিক শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর :
 ক) ধামের পাশেই তিতাস নদী।
 খ) মাঝে মাঝে গাভী হাস্বা হাস্বা ডাকে।
 গ) গনি মিয়া শখ করে কবুতর পোশেন।
 ঘ) কবুতরগুলো বাক বাকুম বাক বাকুম করে ডাকে।
 ঙ) কবুতরগুলো ইচ্ছেমতো উড়াউডি করে।
 চ) পাশেই পরান বাবুর ছাগলের খামার।
 ছ) ছাগল ডাকে ব্যা ব্যা।
 জ) আশেপাশেই ছাগলছানাগুলো লাফালাফি করে।
 বা) একটু দূরেই মতিবিবির মুরগির খামার।
 এও) মোরগ ডাকে কুকুর কু, কুকুর কু।
 ট) সে খামারের মোরগ মুরগি পাহারা দেয়।
 ঠ) রাতের বেলা শিয়াল ডাকে হক্কা হয়া, হক্কা হয়া।
 ড) সেখানেই শীতল বড়ুয়ার হাঁসের খামার।
 ঢ) সকালবেলা হাঁসের প্যাক প্যাক করে ডাকে।
 * অতিরিক্ত শূন্যস্থানঃ
 ক) ধামের নাম সোনাইমুড়ি।
 খ) দিনের বেলা গরণ্ডগুলো মাঠে চরে।
 গ) বাচুরগুলো এদিক ওদিক ছেটাছুটি করে।
 ঘ) কবুতরগুলো বাক বাকুম বাক বাকুম করে ডাকে।
 ঙ) গনি মিয়ার মেয়ে রিতা দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ে।
 চ) কবুতরগুলো ইচ্ছে মতো উড়াউডি করে।
 ছ) ছাগলগুলো মাঠে চরে।
 জ) আশেপাশেই ছাগলছানাগুলো লাফালাফি করে।
 বা) সকালবেলা মোরগের ডাকে সবার ঘূম ভাঙে।
 এও) মোরগ ডাকে কুকুর কু, কুকুর কু।
 ট) লালবাঁটি মোরগ দেখতে খুব সুন্দর।
 ঠ) মুরগি খাওয়ার লোভে চুপি চুপি খামারের কাছে আসে।

- ড) তাড়া করে শিরালকে।
 ঢ) সকাল বেলা হাঁসেরা প্যাক প্যাক করে ডাকে।
 ণ) দল বেঁধে পুরুরে নামে।
 ৪। এক কথায় প্রকাশ করঃ
 ক) পশুপালন বা ফসল ফলাফলের জায়গা খামার।
 খ) পশুর খাবার = খইল।
 গ) ছেলা বা গমের কুড়ে বা খোসা = ভুসি।
 ঘ) গরু রাখার ঘর = গোয়াল।
 ঙ) গরুর ডাক = হাস্বা হাস্বা।
 চ) ছাগলের ডাক = ব্যা ব্যা।
 ছ) মেরগের ডাক = কুকুর কু, কুকুর কু।
 জ) কুকুরের ডাক = ঘেউ ঘেউ।
 বা) শিয়ালের ডাক = হক্কা হয়া, হক্কা হয়া।
 এও) হাঁসের ডাক = প্যাক প্যাক।
 ট) কবুতরের ডাক = বাক বাকুম বাক বাকুম।
 ৫। অতিরিক্ত প্রশ্নের উত্তর লিখঃ
 ক) সোনাইমুড়ি ধামটি কোন জেলায় অবস্থিত?
উত্তরঃ নোয়াখালী জেলায়।
 খ) গনি মিয়ার গরুর খামারটি কোথায় অবস্থিত?
উত্তরঃ তিতাস নদীর পাড়ে। / সোনাইমুড়ি ধামে।
 গ) গনি মিয়ার মেয়ের নাম কী? সে কোন শ্রেণিতে পড়ে?
উত্তরঃ রিতা। সে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ে।
 ঘ) কীভাবে ছাগল ডাকে? উত্তরঃ ব্যা ব্যা করে।
 ঙ) রাতের বেলা শিয়াল কিভাবে ডাকে?
উত্তরঃ হক্কা হয়া হক্কা হয়া করে।
 চ) মাঝে মাঝে গাভী কিভাবে ডাকে?
উত্তরঃ মাঝে মাঝে গাভী হাস্বা হাস্বা করে ডাকে।
 ছ) খামারের গরণ্ডগুলো কী খায়?
উত্তরঃ খামারের গরণ্ডগুলো খইল আর ভুসি খায়।
 জ) সোনাইমুড়ি ধামের কোন খামারটি কার তা উল্লেখ কর। উত্তরঃ গরুর খামার : গনি মিয়ার, ছাগলের খামার : পরান বাবুর, মুরগির খামার : মতিবিবির, হাঁসের খামার : শীতল বড়ুয়ার।
 বা) তিতাস নদীটি কোথায়?

- উত্তর৪** তিতাস নদীটি সোনাইমুড়ি থামের পাশে।
এ) গনি মিয়ার গরুর বামারটি কোথায়?
- উত্তর৫** গনি মিয়ার গরুর বামারটি তিতাস নদীর পাড়ে।
ট) দিনের বেলা গরুগুলো কী করে?
- উত্তর৬** দিনের বেলা গরুগুলো মাঠে চেরে, ঘাস খায়।
ঠ) কবুতরগুলো কেমন করে ডাকে?
- উত্তর৭** কবুতরগুলো বাক বাকুম বাক বাকুম করে ডাকে।
ড) রিতা কোন শ্রেণিতে পড়ে?
- উত্তর৮** রিতা ছিতীয় শ্রেণিতে পড়ে।
ঢ) কবুতরগুলো ইচ্ছে মতো কী করে?
- উত্তর৯** কবুতরগুলো ইচ্ছে মতো উড়াড়ি করে।
ণ) পরান বাবুর ছাগলের বামারটি কোথায়?
- উত্তর১০** পরান বাবুর ছাগলের বামারটি গনি মিয়ার গরুর
বামারের পাশে।
ত) বামারের ছাগলগুলোর রং কেমন?
- উত্তর১১** বামারের ছাগলগুলোর রং সাদা, কালো আৰ
লালচে।
থ) বামারের ছাগলগুলো কী কী খায়?
- উত্তর১২** বামারের ছাগলগুলো ঘাস ও লতপাতা খায়।
দ) গনি মিয়া কী পোষেন?
- উত্তর১৩** গনি মিয়া শখ করে কবুতর পোষেন।
ধ) কখন, কার ডাকে সবার ঘূম তাঢ়ে?
- উত্তর১৪** সকাল বেলা মোরগের ডাকে সবার ঘূম তাঢ়ে।
ন) মোরগ কেমন করে ডাকে?
- উত্তর১৫** মোরগ কুকুরস্কু, কুকুরস্কু কু করে ডাকে।
প) কী দেখতে বুবু সুন্দর?
- উত্তর১৬** লালমুটি মোরগ দেখতে বুবু সুন্দর।
ফ) মতিবিবি কৌতাবে অনেক টাকা আয় করেন?
- উত্তর১৭** মতিবিবি মুরগির ডিম বেচে অনেক টাকা আয়
করেন।
ত) শিয়াল কেমন, কৌতাবে বামারের কাছে আসে?
- উত্তর১৮** শিয়াল মূরগি বাওয়ার লোতে চুপি চুপি বামারের
কাছে আসে।
ম) শীতল বড়ুয়ার ইঁসের বামারটি কোথায়?
- উত্তর১৯** মতিবিবির মুরগির বামারের পাশে একটা বড় পুকুরে
শীতল বড়ুয়ার ইঁসের বামারটি।

- য) কী দেখতে বুবু তালো লাগে ?
- উত্তর২০** সকাল বেলা ইঁসেরা প্যাক প্যাক করে ডাকে, দল
বেঁধে পুকুরে নামে, শামুক খায়। এটি দেখতে বুবু তালো
লাগে।
- ৰ) রিতার পরিচয় কী ?
- উত্তর২১** সোনাইমুড়ি থামের বামার চাবি গনি মিয়ার মেয়ে।
সে ছিতীয় শ্রেণিতে পড়ে।
- ল) কোথায় শীতল বড়ুয়ার ইঁসের বামার আছে ?
- উত্তর২২** মতিবিবির মুরগির বামারের পাশে বড় একটি পুকুরে
শীতল বড়ুয়ার ইঁসের বামার আছে।
- শ) বামার বাড়ির পঙ্গপাবি গঞ্জে কয়টি পঙ্গপাবির নাম
উল্লেখ আছে ?
- উত্তর২৩** শিয়াল চুপি চুপি কেন বামারের কাছে আসে ?
- উত্তর২৪** শিয়াল মূরগি বাওয়ার লোতে চুপি চুপি বামারের
কাছে আসে।
- ৬। সমাখ্যক শব্দ লিখ ৬। দানা = বিচি, বীজ
- ৭। লিঙ্গ পরিবর্তন করঃ
- | | |
|-----------------|--|
| গাতী - বলদ/ঘোড় | |
| মেয়ে - ছেলে | |
| মায়ের - বাবার | |
| কুকুরী - কুকুর | |
| মুরগি - মোরগ | |
- ৮। শব্দার্থ (অতিরিক্ত) ৮
- | মূল শব্দ | শব্দার্থ |
|----------|-------------------------------------|
| লম্বা | দীর্ঘ |
| দ্বার | দরজা |
| শ্রমিক | অজুব |
| পরিষ্পৰা | কাজ |
| ঝীপ | চায়দিকে পানি বেষ্টিত ভূমি |
| কম্বল | শীত নিবারকের মোটা পশমি বস্ত্র বিশেষ |

ছয় খন্তুর দেশ

- ১। প্রদত্ত শব্দগুলোর অর্থ লিখ ও বাক্য রচনা করঃ
- কল্প = শোভা । বাংলাদেশের কল্প অনেক সুন্দর ।
 রূপালি = রূপার মতো । রাতের আকাশে রূপালি চাঁদ দেখা যায় ।
 সক্ষ্য = দিন ও রাতের মিল হয় যে সময়ে । সক্ষ্যার আগেই বাড়ি ফিরে আসব ।
 সুন্দর= ভালো / উত্তম । গোলাপ খুব সুন্দর ফুল ।
 ক্ষতি= শোকসান । কাঠে ক্ষতি করা ভালো নয় ।
 জানমাণ= জীবন ও জিনিসপত্র । বন্যায় জানমাণের ক্ষতি হয় ।
 প্রচণ্ড= শক্তান্ব। প্রচণ্ড রোদে ঘুরে পিপাসা পেয়েছে ।
 গাঢ় = ঘন / জমাট বাঁধা । আশাট মাসে আকাশে গাঢ় মের হয় ।
 নবাঞ্জ= নতুন ধান থেকে তৈরি চাশের পিঠা-পাইস ইত্যাদি । হেমন্তকালে নবাঞ্জ উৎসব হয় ।
 উৎসব= আনন্দের অনুষ্ঠান । নববর্ষে বৃক্ষ রক্ষণের উৎসব হয় ।

- সপ্তাহ=সাত দিন । সাত দিনে এক সপ্তাহ হয় ।
- * গন্ধ= সুবাস । ফুলের গন্ধ খুব ভালো শাঙে ।
- ২। শূন্যস্থান পূরণ করঃ
- ক) কাঠে ক্ষতি করা ভালো নয় ।
 খ) রাতের আকাশে রূপালি চাঁদ দেখা যায় ।
 গ) সক্ষ্যার আগেই বাড়ি ফিরে আসব ।
 ঘ) নববর্ষে বৃক্ষ রক্ষণের উৎসব হয় ।
 ঙ) গোলাপ খুব সুন্দর হল ।
 চ) বন্যায় জানমাণের ক্ষতি হয় ।
 ছ) প্রচণ্ড রোদে ঘুরে পিপাসা পেয়েছে ।
 ***** জ) নবাঞ্জ উৎসব কোথাও নাহি ।
 ঝ) আশাট মাসে আকাশে গাঢ় মের হয় ।
 ঞ) হেমন্তকালে নবাঞ্জ উৎসব হয় ।
 ঞ্ঞ) বাংলাদেশে একেক খন্তুতে একক কল্প দেখা যায় ।
 ৩। যুক্তবর্�্ণ বের করে ভেঙ্গে দেখাও এবং শব্দ তৈরি করঃ

সূর্য **ঘ** = **ঘ** ঘ কার্য , ধার্য
 পশ্চিম **শ্চ** = **শ** শ চ নিশ্চয় , পশ্চাত

জ্যেষ্ঠ **জ্য** = জ জ্য (য-ফল) জ্যান্ত , জ্যোতি

জ্যেষ্ঠ **ষ্ঠ** = ষ ষ্ঠ কাষ্ঠ , ওষ্ঠ , শ্বেষ্ঠ

গ্রীষ্ম **গ্ৰ** = গ গ্ৰ (ৱ-ফল) গ্রাম , আশ

গ্রীষ্ম **ম্ৰ** = ম ম্ৰ মুৰ , উমা

প্রচণ্ড **প্ৰ** = প প্ৰ (ৱ-ফল) প্ৰথম , প্ৰচাৰ

শ্বাসণ **শ্ৰ** = শ শ্ৰ (ৱ-ফল) শ্ৰেণি , বিশ্রাম

ভদ্র **ভদ্ৰ** = ভ ভদ্ৰ (ৱ-ফল) ভদ্ৰ , নিৰ্দা

আশীন **শ্ৰী = শ শ্ৰী (ফল) **অশ্ব , বিশ্ব

বাঞ্জুন **জ্ঞ** = জ জ্ঞ বঞ্জা , ফুল

৪। কোন কোন মাস নিয়ে কোন খন্তু হয় তা লিখ ।

উৎসবঃ বৈশাখ ও জ্যেষ্ঠ দুই মাস গ্রীষ্ম খন্তু ।

আশাট ও শ্বাসণ দুই মাস বৰ্ষা খন্তু ।

ভদ্র ও আশীন দুই মাস শৱ্র খন্তু ।

কৃতিক ও অহাহায়ণ দুই মাস হেমন্ত খন্তু ।

পৌষ ও মাঘ দুই মাস শীত খন্তু ।

ফাঞ্জুন ও চৈত্র দুই মাস বসন্ত খন্তু ।

৫। বামপাশে খন্তুর নাম লিখি ও ঠিক বাক্যের সাথে সাথে দাগ দেখে বিলাই :

বসন্ত খন্তু

শীত খন্তু

বৰ্ষা খন্তু

গ্রীষ্ম খন্তু

হেমন্ত খন্তু

শৱ্র খন্তু

শিউলি ফুল ফোটে ।

আম , জাম , শিঁ ইত্যাদি

ফল পাওয়া যায়

নবাঞ্জ উৎসব হয়

কেবিদেৱে বৃহ তাক

শোভা যাব

মাঘৰ গৱাম কাৰড় পৱে

আশাট পোহায় ।

বৰষাম কৱে বৃষ্টি নামে ।

৬। বিপরীত শব্দ দেখে নিই । ফাকা ঘরে ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি কৰি :

(সান্ধ) কালো , শীত = গ্রীষ্ম , গৱাম = ঠাণ্ডা

- ক) শরৎ ঋতুতে আকাশে সাদা মেঘ ভেসে বেড়ায়।
 খ) হেমন্ত ঋতুতে একটু একটু করে ঠাণ্ডা পড়তে থাকে।
 গ) বৈশাখ ও জ্যেষ্ঠ মাস মিলে হয় গ্রীষ্ম ঋতু।

৭। তোমার ধীয় ঋতু (বসন্তকাল) সম্পর্কে ১০টি
 বাক্য লিখ। **উত্তরঃ**

- ১) বাংলাদেশ হয় ঋতুর দেশ।
- ২) তার মধ্যে বসন্ত ঋতু অন্যতম।
- ৩) বসন্ত ঋতু বছরের শেষ ঋতু।
- ৪) ফাল্গুন ও চৈত্র মাস নিয়ে বসন্তকাল।
- ৫) এ সময় গাছে গাছে নতুন পাতা দেখা যায়।
- ৬) এ ঋতুতে চারদিকে ফোটে হরেক রকমের ফুল।
- ৭) এ ঋতুতে বাতাসে আমের বোলের গন্ধ ভেসে
 আসে।
- ৮) কোকিল মিষ্টি সুরে গান গায়।
- ৯) তাই এ ঋতুকে ঋতুরাজ বলা হয়।
- ১০) আমার প্রিয় ঋতু বসন্ত ঋতু।

===== অতিরিক্ত =====

১। বিপরীত শব্দ লিখঃ

- নরম = শক্ত
 আলো = অদ্বিতীয়
 রোদ = বৃষ্টি
 পশ্চিম = পূর্ব
 হালকা = ভারি
 মিষ্টি = টক
 সুন্দর = কুৎসিত
 ঝুপালি = সোনালি
 আকাশ = পাতাল
 সকাল = মিফেল

- হেসে = ফেলে
 সব্যা = শুরাল
 রাত = দিন
 রাজা = থাজা
 ঢাদ = স্বয়
 শুরু = শেষ
 ঘন = পাতলা
 নতুন = পুরাতন
 ঢাকা = বোজা

২। বিরাম চিহ্ন বসাওঃ

- ক) তার নানা রূপ। চারপাশে সবুজ আর সবুজ।
 খ) দুপুরে রোদ মড়া হয়। বিকেশের রোদ সোনালি।
 গ) রাত কখনো অদ্বিতীয়, কখনো চাদের
 আলোয় বালমণি।
 ঘ) চারপাশ ঢাকা থাকে কুয়াশায়।
 ঙ) এই উৎসবকে বলে নবান্ন।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করঃ

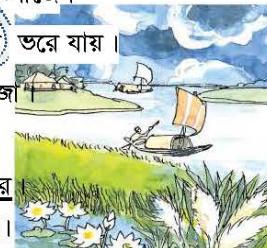
- ক) মাথার ওপর নীল আকাশ।

- খ) ঝগপালি ফিতার মতো নদী বয়ে যায়।
 গ) নরম আলোয়া চারদিকে হেসে ওঠে।
 ঘ) বিকেশের রোদ সোনালি।
 ঙ) সব্যায় পশ্চিম আকাশ ঝঙ্গি হয়ে ওঠে।
 চ) রাত কখনো অদ্বিতীয়, কখনো চাঁদের আলোয়া বালমণি।
 ছ) বৈশাখ ও জ্যেষ্ঠ এই দুই মাস নিয়ে গ্রীষ্মকাল।
 জ) খাল বিল শুকিয়ে ফেটে যায়।
 ঘ) আবাদ ও শ্রাবণ মাস নিয়ে বষা ঋতু।
 ঙঃ) আকাশে তখন ঘন কালো মেঘের আনাগোনা।
 ট) খালবিল পানিতে থাই থই করে।
 ঠ) ব্যাঙ ডাকে ঘূঘূর ঘ্যাঁ।
 ড) কবল আর কেম্বাই গাঙে বাতাস ভরপুর থাকে।
 ঢ) ভদ্র আর আশ্বিন মাস মিলে হয় শরৎ ঋতু।
 ণ) তখন নতুন ধানের শিয়া বাতাসে মাথা দোলায়।
 ত) এ সময় আকাশের রং হয়ে ওঠে গাঢ় নীল।
 থ) কার্তিক ও অঞ্চলায়ণ মাস মিলে হেমন্ত ঋতু।
 দ) এ উৎসবকে বলে নবান্ন।
 ধ) সকালে ঘাসের ডগায় হালকা শিশির জমে।
 ন) ঘরে ঘরে গিঁথাপুলি খাওয়ার ধূম পড়ে যায়।
 প) চারপাশ ঢাকা থাকে ঘন কুয়াশায়।
 ফ) সকালে গাছগালা আর ঘাসের ডগায় বেশ শিশির
 জমে।
 ব) শীতের শেষ দিকে শুরু হয় গাঢ় থেকে পাতা বারা।
 ভ) ফালন ও চৈত্র মাস মিলে বসন্ত ঋতু।
 ম) এ সময় প্রকৃতি নতুন জাপনে সাজে।
 ঘ) কেৱিলের গানের সুরে মন ভরে যায়।
 র) বসন্তকে বলা হয় ঋতুর রাজা।

* অতিরিক্ত টঁ

- ক) আমাদের দেশটা কত সুন্দর।

- খ) চারপাশে সবুজ আর সবুজ।



- গ) রূপালি ফিতার মতো নদী বয়ে যায়।
 ঘ) নরম আশোয় চারদিক হেসে ওঠে।
 ঙ) বিকেন্দের রোদ সোনাতি।
 চ) সন্ধ্যায় পশ্চিম আকাশ রঙিন হয়ে ওঠে।
 ছ) রাত কখনো অঙ্গুষ্ঠা, কখনো  ঢাঁদের আশোয় বাণমণ্ডে।
 জ) সাত দিনে হয় এক সপ্তাহ,
 ঝ) বাংলা বছর বৈশাখ মাস থেকে শুরু হয়।
 ঞ) বৈশাখ ও জৈষ্ঠ এই দুই মাস নিয়ে ঐশ্বর্য।
 ট) খাল বিল শুরিয়ে ফেঁটে যায়।
 ঠ) কখনো কখনো প্রচণ্ড বাঢ় হয়।
 ড) তখন জানমাণের ক্ষতি হয়।
 ঢ) আকাশে তখন ঘন বাণো মেঘের আনাগোনা।
 ণ) ব্যাং ডাকে ব্যাঙের ব্যাং।
 ত) কন্দম আর কেয়ার গঞ্জে বাতাস ভরপুর থাকে।
 থ) ভান্দ ও আশ্বিন মাস মিলে হয় শরৎ খণ্ড।
 দ) এ সময় আকাশের রং হয়ে ওঠে গাঢ় নীল।
 ধ) নদীর ধারে কাশযুগের দোষা শাঠে।
 ন) বাতাসে শিউলি ঝুলের মিষ্টি গঁজ পাওয়া যায়।
 প) কার্তিক আর অগ্রহায়ণ মাস মিলে হেমন্ত খণ্ড।
 ফ) এই উৎসবকে বলে নবান্ন।
 ব) এ সময় পিঠাপুলি খাওয়ার ধূম পড়ে যায়।
 স) চারপাশ ঢাকা থাকে ঘন বৃষ্ণিয়া।
 ম) কেবিলের গানের সুরে মন ভুলে যাব।

৪। বামপাশের সাথে ডান পাশের মিল কর (অতিরিক্ত):

নদী	বর্ষা খীড়
বিকেন্দের রোদ	ব্যাঙের ব্যাং
সপ্তাহ	শিউলি ঝুলি
বামকাম বৃক্ষ	হয়ে যায়
ব্যাং ডাকে	সোনাতি
মিষ্টি গঁজ	বসন্তবাণো
নবান্ন উৎসব	সাত দিন
কেবিল ডাকে	বসন্তবাণো
খণ্ডুর রাজা	হেমন্তবাণো

৫। পশ্চের উত্তর (অতিরিক্ত):

- ক) আমাদের দেশটা কেমন? **উত্তরঃ** ...খুব সুন্দর।
 ব) কীভাবে নদী বয়ে যায়? **উত্তরঃ** রূপালি ফিতার মতো নদী বয়ে যায়।
 গ) সারদিনের রোদের বর্ষণা দাও। **উত্তরঃ** সকালের রোদ নরম, দুপুরের রোদ কড়া। বিকেন্দের রোদ সোনাতি।
 ঘ) কখন পশ্চিম আকাশ রঙিন হয়ে ওঠে? **উত্তরঃ** সন্ধ্যায় পশ্চিম আকাশ রঙিন হয়ে ওঠে।
 ঙ) কখন মাসে এক খণ্ড, এ আমাদের দেশে কয়টি খণ্ড? **উত্তরঃ** দুই মাসে এক খণ্ড। আমাদের দেশে ছয়টি খণ্ড।
 চ) কখন খুব ঘরম পড়ে? এসময় খাল বিল কেমন থাকে? **উত্তরঃ** ঘীমুখমণ্ডে খুব গরম পড়ে। এসময় খাল বিল খুবিয়ে ফেঁটে যাব।
 ছ) ঘীমুখমণ্ডে জানমাণের ক্ষতি হয় কেন? **উত্তরঃ** ঘীমুখমণ্ডে প্রচণ্ড বাঢ় হওয়ায় জানমাণের ক্ষতি হয়।
 জ) বর্ষাকালে আকাশ কেমন থাকে? **উত্তরঃ** বর্ষাকালে আকাশ ঘনকাণো মেঘে ঢাকা থাকে।
 ঝ) কিসের গঞ্জে বাতাস ভরপুর থাকে? **উত্তরঃ** কন্দম আর কেয়ার গঞ্জে বাতাস ভরপুর থাকে।
 ঞ) বর্ষন, কে বাতাসে মাথা দোলায়? **উত্তরঃ** শরৎকালে নতুন ধানের শিষ বাতাসে মাথা দোলায়।
 ট) শরৎকালের আকাশের রং কেমন হয়? **উত্তরঃ** শরৎকালে কাঁচে শাঢ়ি লাল।
 ঠ) শরৎকালে কী ভেসে বেড়ায়? **উত্তরঃ** শরৎকালে তুঙ্গোর ছতো হাতকা সাদা মেঘ ভেসে বেড়ায়।
 ড) কোথায়, কিসের দোলা লাগে? **উত্তরঃ** নদীর ধারে কাশযুগের দেশে লাগে।
 ঢ) বাতাসে কীসের গঁজ পাওয়া যায়? **উত্তরঃ** বাতাসে শিউলি ঝুলের মিষ্টি গঁজ পাওয়া যায়।
 ণ) হেমন্তকালে ঘরে ঘরে কী হয়? **উত্তরঃ** হেমন্তকালে ঘরে নতুন ঢাকের পিঠা-পায়েস হয়।
 ত) ব্যাংকামকে বলে? **উত্তরঃ** হেমন্তকালে মাঠে মাঠে ধান পাকে। ঘরে ঘরে নতুন ঢাকের পিঠা-পায়েস হয়। এই উৎসবকে নবান্ন বলে।

থ) নবাম্ব উৎসব কী?

উত্তরঃ নতুন ধান থেকে তৈরি চালের পিঠা-পায়েস ইত্যাদির উৎসবকে নবাম্ব উৎসব বলে।

দ) বাতাসে কেন ফুলের মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যায়?

উত্তরঃ শিউলি ফুলের।

ধ) কেন ঝুতে খেজুরের রস ও গুড় পাওয়া যায়?

উত্তরঃ শীত ঝুতে খেজুরের রস ও গুড় পাওয়া যায়।

ন) শীতকালে কীসের ধূম পড়ে যায়?

উত্তরঃ শীতকালে পিঠাপুলি খাওয়ার ধূম পড়ে যায়।

প) কখন, কোথায় বেশ শিশির জমে? উত্তরঃ শীতের সকালে গাছপালা আর ঘাসের ডগায় বেশ শিশির জমে।

ফ) কীসের সুরে মন ভরে যায়।

উত্তরঃ কোকিলের গানের সুরে মন ভরে যায়।

ব) কেন ঝুতকে ঝুতুর রাজা বলা হয়?

উত্তরঃ বসন্ত ঝুতকে ঝুতুর রাজা বলা হয়।

ত) বসন্তকে ঝুতুর রাজা বলা হয় কেন?

উত্তরঃ বসন্ত ঝুতে প্রকৃতি নতুন রূপে সাজে। গাছের শাখায় শাখায় পাথি গান করে। কোকিল মধুর সুরে গান গায়। তাই বসন্তকে ঝুতুর রাজা বলা হয়।

ম) কয়টি মাস মিলে একটি ঝুতু?

উত্তরঃ দুইটি মাস মিলে একটি ঝুতু।

য) কদম আর কেয়া ফুল কোন ঝুততে ফোটে?

উত্তরঃ কদম আর কেয়া ফুল বর্ষা ঝুততে ফোটে।

র) বর্ষাকালে আকাশে কী দেখা যায়? উত্তরঃ বর্ষাকালে আকাশে ঘন কালো মেঘের আনাগোনা দেখা যায়।

ল) শরৎকালে আকাশ কেমন থাকে?

উত্তরঃ শরৎকালে আকাশ গাঢ় নীল রঙের। আর তাতে তুলোর মতো হালকা সাদা মেঘ ভেসে বেড়ায়।

শ) শরৎকালে কী কী ফুল ফোটে?

উত্তরঃ শরৎকালে কাশ ও শিউলি ফুল ফোটে।

ষ) কেন ঝুততে প্রকৃতি নতুন রূপে সাজে?

উত্তরঃ বসন্ত ঝুততে প্রকৃতি নতুন রূপে সাজে।

স) কেন ঝুততে জানমালের ক্ষতি হয় এবং কেন?

উত্তরঃ শীত ঝুততে জানমালের ক্ষতি হয়। কারণ, এ সময় প্রচণ্ড বাঢ় হয়। তাই জানমালের ক্ষতি হয়।

হ) রংপালি ফিতার মতো কী বয়ে যায়? উত্তরঃ নদী।

ড) কতদিনে ১ সপ্তাহ? উত্তরঃ সাত দিনে।

১) কতদিনে একমাস হয়? উত্তরঃ ত্রিশ দিনে।

২) কয় মাসে ১ বছর হয়? উত্তরঃ বারো মাসে।

৩) কয় মাসে ১ খ্রতু হয়? উত্তরঃ দুই মাসে।

৪) এক কথায় প্রকাশ করঃ

রংপাল মতো = আনন্দের অনুষ্ঠান = উৎসব।

রংপালি। জীবন ও জিলিসপত্র =

সাত দিন = সপ্তাহ। জন্মাল।

জমাট বাঁধা = গাঢ়।

দিন ও রাতের মিল হয় যে সময়ে = সন্ধ্যা।

নতুন ধান থেকে তৈরি চালের পিঠা-পায়েস ইত্যাদি =

নবাম্ব। ৫) সমার্থক শব্দ লিখঃ

সুন্দর = আলো, উত্তর। গাঢ় = ঘন, জমাট বাঁধা।

৬) লিঙ্গ পরিবর্তন করঃ রাজা - রাণি

কেকিল - কেকিলা, সুন্দর - সুন্দরী, নদ - নদী

৭) সাত দিনের নাম লিখঃ উত্তরঃ শনিবার, রবিবার,

সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার।

৮) বাংলাদেশে কয়টি ঝুতু? ঝুতুগুলোর নাম লিখঃ

উত্তরঃ বাংলাদেশে ছয়টি ঝুতু। যথা- শ্রীম ঝুতু, বর্ষা ঝুতু, শরৎ ঝুতু, হেমন্ত ঝুতু, শীত ঝুতু, বসন্ত ঝুতু।

৯) বাংলা সনের মাসগুলোর নাম লিখঃ

উত্তরঃ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন,

কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র।

১০) শব্দার্থ (অতিরিক্ত) : কার্য = কাজ, কর

ধার্য = নির্ধারণ করা

জ্যান্ত = জীবিত

নিশ্চয় = অবশ্যই

জ্যোতি = আলো

পশ্চাত = পিছনে

কাষ্ঠ = কাঠ

ওষ্ঠ = ঠেঁট

শাস্ত = শাস্তি

গ্রাম = গাঁ

নিদী = ঘূম

অংশ = সামনে

অংশ = ঘোড়া

উষ্ম = তাপ

বিশ = পৃথিবী

শ্রেণি = সারি

প্রথম = শুরু, অদ্বিতীয়

বল্লাঙ = লাগাম

প্রচার = প্রসার, যোগাযোগ

ফল্লু = বসন্তকাল

বিশ্রাম = জিরামো, আরাম করা

মুক্তিযুদ্ধের একটি সোনালি পাতা

১। প্রদত্ত শব্দগুলোর অর্থসহ বাক্য গঠন করঃ

মুক্তিযুদ্ধ = দেশকে স্বাধীন করার লড়াই। ১৯৭১ সালে এদেশে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল।

মুক্তিসেনা = স্বাধীনতার জন্য যে লড়াই করে। মুক্তিসেনারা দেশের গৌরব।

ঘাঁটি = সৈন্যদের থাকার জায়গা। সৈন্যরা ঘাঁটিতে থাকে।

শহিদ = মহৎ কাজে যিনি জীবন দেন। শহিদগণ অমর।

কোশল = কাজ করার উপায়। আমি কোশলে কাজ করি।

স্বাধীনতা = বাধাইনতা, মুক্তি। আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। / সবাই স্বাধীনতা চায়।

২। শূন্যস্থান পূরণ করঃ

ক) মুক্তিসেনারা কোশলে বিপদ মোকাবেলা করলেন।

খ) পেছনে রয়েছে মুক্তিসেনাদের বড় ঘাঁটি।

গ) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অনেকে শহিদ হয়েছেন।

ঘ) মুক্তিসেনারা দেশের গৌরব।

ঙ) ১৯৭১ সালে এ দেশে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল।

৩। যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই। যুক্তবর্ণ দিয়ে তৈরি করা নতুন শব্দ পড়ি।

বঙ্গবন্ধু ঙ ঞ গ বঙ্গ, ভঙ্গ।

হ ন ধ অঞ্চ, বঞ্চ।

মুক্তিযুদ্ধ ক ক ত রক্ত, শক্ত।

দ ন ধ দুঃখ, শুধু।

পাকিস্তান স্ত স ত আস্ত, সাস্ত।

অন্ত ন্ত স ত (র-ফল) বন্ত, নিবন্ত।

আক্রমণ ক্র ক ম (র-ফল) বিক্রয়, শুক্র।

৪। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ

ক) কে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন?

উত্তরঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ডাক ফি দিয়েছিলেন।

খ) মুক্তিযোদ্ধারা কোথায় ঘাঁটি গেড়েছিলেন?

উত্তরঃ জঙ্গল ঘেরা পুরুষান্বতে এক জমিদার বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধারা ঘাঁটি গেড়েছিলেন।

গ) মুক্তিসেনারা কেন পিছু হটতে চাইলেন না?

উত্তরঃ পিছনের গ্রামটি বাঁচাতে মুক্তিসেনারা পিছু হটতে চাইলেন না।

ঘ) একজন মুক্তিসেনা কীভাবে শহিদ হনেন?

উত্তরঃ পাকিস্তানি শক্রসেনার প্রতির আঘাতে একজন মুক্তিসেনা শহিদ হনেন।

ঙ) দলনেতার নতুন কোশল কী ছিল?

উত্তরঃ দলনেতার নতুন কোশল ছিল বৰ বাৰ জয়গা বদল কৰা ও নতুন নতুন আড়াল থেকে অনৱৰত শুলি ছেড়া।

চ) গ্রামটি কীভাবে বক্ষা পেল?

উত্তরঃ মুক্তিসেনাদের বুদ্ধি ও সাহসে গ্রামটি রক্ষা পেল।

৫। বিপরীত শব্দ জেনে নিই। যাকা দ্বারে ঠিক শব্দ বসিয়ে রাখ তৈরি করঃ

যুদ্ধ = শান্তি, মুক্তিসেনা = শক্রসেনা, জীবন = মৃত্য, শক্র = মিত্র

ক) পাকিস্তানের বিপরীতে আমরা যুদ্ধ করেছি।

খ) পাকিস্তানির সৈনাকারী আমাদের শক্র।

গ) মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশের জন্য অনেক মানুষ জীবন দিয়েছেন।

ঘ) শক্রসেনা পিছু হটতে শুরু করল।

৬। উচ্চারণ করে পড়ি ও শব্দ বলি :

ঙ = ঙ + গ = উঁৰো গ ... অঙ্গ, বঙ্গ, ভাঙ্গি, সঙ্গী, জবঙ্গ, সুরঙ্গ, জঙ্গল, মঙ্গল।

ঘ = ন + ধ = দন্ত্য ন-য়ে ধ ... অঞ্চ, গঞ্চ, বঞ্চ, সিঙ্গু

===== অতিরিক্ত =====

১। বিপরীত শব্দ লিখঃ

বিক্রিক্ষণ = অনেকক্ষণ | শহিদ = গাজি

গ্রাম = শহর | বিপদ = নিরাপদ

জঙ্গল = বাড়ি | অন্ত / কম = বেশি

ধৰংস = সৃষ্টি | ঘৃষ্ণু = চৈত্র

২। বিরাম চিহ্নের ব্যবহারঃ

ক) কী করবেন মুক্তিসেনারা?

খ) তিনি বুবালেন, শক্রদের কুখতে হলে কোশল বদলাতে

হবে। গ) শক্রদের বোকাতে হবে, মুক্তিসেনারা সংখ্যায় অনেক বেশি।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করঃ

- ক) গুলি ছুটে আসতে লাগল চারদিক থেকে।
 খ) মুক্তিসেনাদের পিছনে ছিল একটা বড় গ্রাম।
 গ) মুক্তিসেনারা পাল্টা গুলি ছুঁড়তে লাগল।
 ঘ) শক্রদের রঞ্চতে হলে কৌশল বদলাতে হবে।
 ঙ) ঘটনাটি ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের একটি সোনালি পাতা।
 চ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাধীনতার ডাক দিলেন।
 ছ) সাধীনতার জন্য মুক্তিসেনারা লড়াই করছিলেন।
 জ) ঐ গ্রামে ছিল জঙ্গলঘেরা পুরানো এক জমিদার বাড়ি।
 ঘা) সেখানে একদল মুক্তিসেনা ঘাঁটি গেড়েছেন।
 ঙও) পাশের গ্রামে ছিল পাকিস্তানি শক্রসেনারা।
 ট) হঠাতে তারা গুলি চালাতে লাগল মুক্তিসেনাদের দিকে।
 ঠ) মুক্তিসেনাদের পিছনে ছিল একটা বড় গ্রাম।
 ড) পিছু হটে গেলে শক্ররা সহজেই গ্রামটি ধ্বংস করবে।
 ঢ) মুক্তিসেনারা পাল্টা গুলি ছুঁড়তে লাগলেন।
 ণ) এক সময় গুলি এসে লাগল এক মুক্তিসেনার বুকে।
 ত) কিন্তু দলনেতো ভয় পেলেন না।
 থ) তিনি বুকালেন, শক্রদের রঞ্চতে হলে কৌশল বদলাতে হবে।
 দ) শক্রদের বোঝাতে হবে, মুক্তিসেনারা সংখ্যায় অনেক বেশি।
 ধ) আর নতুন নতুন আড়াল থেকে অনমনত গুলি ছুঁড়লেন।
 ন) এক সময় শক্রর গুলি কমে এসো।
 প) মুক্তিসেনাদের বুদ্ধি ও সাহসে শক্রবা পিছু হটল।
 ফ) ঘটনাটি ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের একটি সোনালি পাতা।

৪। শব্দ সাজিয়ে বাক্য গঠন করঃ

- ক) মুক্তিসেনারা সাধীনতার লড়াই জন্য করছিলেন।
 = সাধীনতার জন্য মুক্তিসেনারা লড়াই করছিলেন।
 খ) এক দল ঘাঁটি গেড়েছেন সেখামে মুক্তিসেনা।
 = সেখামে এক দল মুক্তিসেনা ঘাঁটি গেড়েছেন।
 গ) তিনি হলেন দেশের জন্য শহিদ।
 = দেশের জন্য তিনি শহিদ হলেন।
 ঘ) একটা বড় গ্রাম মুক্তিসেনাদের পিছনে ছিল।
 = মুক্তিসেনাদের পিছনে ছিল একটা বড় গ্রাম।
 ঙ) শক্ররা বুদ্ধি ও সাহসে হটল পিছু মুক্তিসেনাদের।

= মুক্তিসেনাদের বুদ্ধি ও সাহসে শক্ররা পিছু হটল।

৫। বানান শুন্দ করে লিখঃ

অনেকশণ = অনেকক্ষণ	সাধীনতা = স্বাধীনতা
ছুঁড়তে = ছুঁড়তে	ঘাঁটি = ঘাঁটি
কৌশলে = কৌশলে।	ধ্বংস = ধ্বংস

৬। এক কথায় প্রকাশ করঃ

- ক) ১৯৭১ সালের যুদ্ধ- মুক্তিযুদ্ধ।
 খ) দেশকে স্বাধীন করার লড়াই- মুক্তিযুদ্ধ।
 গ) কাজ করার উপায়- কৌশল।
 ঘ) সৈন্যদের থাকার জায়গা- ঘাঁটি।
 ঙ) স্বাধীনতার জন্য যে লড়াই করে- মুক্তিসেনা।
 চ) মহৎ কাজে যিনি জীবন দেন- শহিদ।

৭। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ক) কোন মাসে জমিদার বাড়ির গ্রামটিতে যুদ্ধ হয়েছিল?
 উত্তরঃ জুন মাসে জমিদার বাড়ির গ্রামটিতে যুদ্ধ হয়েছিল।
 খ) বাংলাদেশে কখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলো?
 উত্তরঃ ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলো।
 গ) কোন মাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ/স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হয়? উত্তরঃ মার্চ মাসে।
 ঘ) কোন সালের কোন মাসের কত তারিখে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে ?
 উত্তরঃ ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ তারিখে।
 ঙ) কোন সালের কোন মাসের কত তারিখে বাংলাদেশ বিজয় অর্জন করে?
 উত্তরঃ ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর তারিখে।
 চ) কে স্বাধীনতার / মুক্তিযুদ্ধের ডাক দিয়েছিলেন ?
 উত্তরঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
 খ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কত সালে জন্মগ্রহণ করেন? উত্তরঃ ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ জন্মগ্রহণ করেন।
 ছ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কত সালে মৃত্যুবরণ করেন? উত্তরঃ ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট।
 জ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পিতার নাম কী?

উত্তরঃ শেখ নুরুফর রহমান।

৩) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাতার নাম কী?

উত্তরঃ মাতার নাম সাহেরা খাতুন।

৪) কোন সালের কোন মাসে বাংলাদেশ বিজয় লাভ করে?

উত্তরঃ ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে।

৫) কখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ডাক দিলেন? **উত্তরঃ** ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ

মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ডাক দিলেন।

৬) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কে?

উত্তরঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির পিতা।

৭) মুক্তিসেনারা লড়াই করছেন কেন?

উত্তরঃ মুক্তিসেনারা স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছেন।

৮) মুক্তিসেনারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কেন লড়াই করেছিলেন?

উত্তরঃ মুক্তিসেনারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন।

৯) মুক্তিসেনারা পিছনের গ্রামে গেলে কী ঘটত?

উত্তরঃ মুক্তিসেনারা পিছনের গ্রামে গেলে শক্রমা সহজেই গ্রামের ভিতর ঢুকে ধামটি ধ্বংস করত।

১০) দলনেতা বলতে কী বোঝায়?

উত্তরঃ দলনেতা বলতে কোনো দলের প্রধানকে বোঝায়।

১১) মুক্তিসেনারা লড়াই করছেন কার বিরুদ্ধে?

উত্তরঃ মুক্তিসেনারা লড়াই করছেন পাকিস্তানি শত্রুসেনার বিরুদ্ধে।

১২) শক্রমনেরা কোথায় ছিল?

উত্তরঃ শক্রমনেরা পাশের গ্রামে ছিল।

১৩) বিপদ টের পেল কেন?

উত্তরঃ বিপদ টের পেল দলনেতা।

১৪) মুক্তিযোদ্ধা কাদের বলা হয়? **উত্তরঃ** দেশকে স্বাধীন করতে যাঁরা যুদ্ধ করেন তাদের মুক্তিযোদ্ধা বলা হয়।

১৫) কত সালে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল?

উত্তরঃ ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল।

৮। শব্দার্থ (অতিরিক্ত):

মূল শব্দ শব্দার্থ

বঙ্গ বাংলাদেশের প্রাচীন নাম

ভঙ্গ ভাঙ্গা, ভেঙ্গে ফেলা

অন্ধ দৃষ্টিহীন
বন্ধ আবদ্ধ
রক্ত শোণিত
শক্ত কঠিন
বুদ্ধি জ্ঞান, বিবেক
শুন্দ সঠিক, নিষ্ঠা
আন্ত প্রোটা
সন্তা কম দামী
বন্ধু কাপড়
নিরন্ত্র অন্তর্হীন
বিক্রয় বিত্তে করা
শুক্র সপ্তাহের শেষ দিন

আইটিঃ



অতিরিক্ত-০১। পূর্ণ মাত্রাযুক্ত বর্ণ কয়টি ও কী কী?

উত্তরঃ পূর্ণ মাত্রাযুক্ত বর্ণ ৩২টি। যথাঃ

অ	আ	ই	ঈ	উ	উ	ক	ঘ
চ	ছ	জ	ঝ	ট	ঠ	ড	ঢ
ত	দ	ন	ফ	ব	ভ	ম	য
র	ল	ষ	স	শ	ড	ঢ	ঝ

অতিরিক্ত-০২। অর্ধ মাত্রাযুক্ত বর্ণ কয়টি ও কী কী?

উত্তরঃ অর্ধ মাত্রাযুক্ত বর্ণ ৮টি। যথাঃ

খ	খ	গ	ঞ	ধ	প	শ	ঠ
---	---	---	---	---	---	---	---

অতিরিক্ত-০৩। মাত্রা ছাড়া বর্ণ কয়টি ও কী কী?

উত্তরঃ মাত্রা ছাড়া বর্ণ ১০টি যথাঃ

এ	ঈ	ও	৉	ঙ
ঞ	ঁ	ঃ	ঁ	ঁ

কাজের আনন্দ

- ১। প্রদত্ত শব্দগুলোর অর্থসহ বাক্য গঠন করঃ
 আহরণ = জোগাড়। মৌমাছি ফুল থেকে মধু আহরণ করে।
 কিচিমিচি = পাখির ডাক। চড়ুইগুলো কিচিমিচি করে
 ডাকছে।
 ত্বরণ = ঘাস ও লতা। পাখি ত্বরণ দিয়ে বাসা
 বানায়।
 পিপীলিকা = পিংপড়ে। পিপীলিকা সারি বেঁধে চলে।
 দলবল = দলের সবাই। মেয়েরা দলবল নিয়ে হাজির
 হলো।
 পিলপিল = পিংপড়ের চলা। পিংপড়া পিলপিল করে চলে।
 মৌমাছি = মধু সংগ্রহকারী পতঙ্গবিশেষ। মৌমাছি ফুল
 থেকে মধু সংগ্রহ করে।
 সপ্তর্ণ = সংগ্রহ। সপ্তর্ণ করা ভালো।
 বুনি = বুনন করি। আমরা কাপড় বুনি।
 ২। শূন্যস্থান পূরণ করঃ
 ক) পাখি ত্বরণ দিয়ে বাসা বানায়।
 খ) মৌমাছি ফুল থেকে মধু আহরণ করে।
 গ) পিংপড়া পিলপিল করে চলে।
 ঘ) মেয়েরা দলবল নিয়ে হাজির হলো।
 গ) চড়ুইগুলো কিচিমিচি করে ডাকছে।
 চ) পিপীলিকা সারি বেঁধে চলে।
 ৩। যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই। যুক্তবর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ তৈরি
 কর।
 ত্ব - ত ত (খ-কাঁচ) ত্বাঃ, ত্বতীয়।
 খাদ্য দ্য দ্য (য-ফল) পদ্য, বিদ্যা
 সপ্তর্ণ প্র প্র (প-পুরুষ) পশ্চাত্য, প্রথম।
 ৪। প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখঃ
 ক) মৌমাছি কোথায় যায়?
উত্তরঃ মৌমাছি মধু আহরণের জন্য বনে যায়।
 খ) মৌমাছি কী কাজ করে?
উত্তরঃ মৌমাছি মধু আহরণ করে।
 গ) পাখি ত্বরণ আনে কেন?

উত্তরঃ পাখি তার নিজের বাসা বোনার জন্য ত্বরণ করে।

ঘ) পিপীলিকা কী সপ্তর্ণ করে?

উত্তরঃ পিপীলিকা শীতের জন্য খাদ্য সপ্তর্ণ করে।

৫। রেখা টেনে মিল করঃ

দাঁড়াও না

যাই মধু

আপনার বাসা

খাদ্য

শীতের

আগে বুনি

খুজিতেছি তাই

সপ্তর্ণ চাই

একবার ভাই

আহরণে

৬। শূন্যস্থান পূরণ করঃ

এটি হলো বাসা। সে বাস করে বনে। তার গায়ের রং হলুদ

এবং 'ডেরাকাটা' সে মাংস খায়। রংয়েল বেঞ্জল টাইগার

খুবই শুধুর একটি প্রণী।

৭। মৌমাছি সম্পর্কে ৫টি বাক্য লিখ।

ক) মৌমাছি এক প্রকার পতঙ্গ।

খ) এরা নেচে নেচে চলে, আকৃতিতে খুব ছোট।

গ) এর দুটি পাখি আছে, ছয়টি পা আছে।

ঘ) এরা ফুল থেকে মধু আহরণ করে।

ঙ) এরা খুবই পরিশ্রমী।

===== অতিরিক্ত =====

১। বিপরীত শব্দ লিখঃ ২। এলোমেলো বর্ণ সাজিয়ে

দাঁড়া - চলা

ফুল - ফল

আহরণ - বিতরণ

ছোট - বড়

যাওয়া - আসা

আগে - পরে

ভাই - বোন

শীত - গ্রীষ্ম

সপ্তর্ণ - অপচয়

বলা - শোনা

শব্দ গঠন :

মামোছি - মৌমাছি

রাতেন্তে - আহরণে

ততালণ - ত্বরণ

পিকালিপী - পিপীলিকা

দাঁবাড়ার - দাঁড়াবার

কিচিমি - কিচিমিচি

পরনাআ - আপনার

ললবদ - দলবল

৩। শূন্যস্থান পূরণ করঃ

ক) ওই ফুল ফোটে বনে যাই মধু আহরণে।

- খ) দাঁড়াবার সময় তো নাই।
 গ) এখন না কর কথা আনিয়াছি তৃণলতা।
 ঘ) শীতের সপ্তম চাই খাদ্য খুঁজিতেছি তাই।

৪। এক কথায় প্রকাশ কর :

- ক) মধু সংগ্রহকারী পতঙ্গবিশেষ - মৌমাছি।
 খ) পাখির ডাক- কিচিমিচি।
 গ) ঘাস ও লতা- তৃণলতা।
 ঘ) দলের সবাই- দলবল।
 ঙ) পিঁপড়ের চলা- পিলপিল।

৫। প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখ :

- ক) কাজের আনন্দ কবিতায় কোন কোন প্রাণীর ছবি আছে এবং তারা কে কী কাজ করে লিখ।

উত্তরঃ কাজের আনন্দ কবিতায় পিপীলিকা, ছোট পাখি ও মৌমাছির ছবি আছে। কে কী কাজ করে তা নিচে উল্লেখ করা হলো : মৌমাছি মধু সংগ্রহ করে, ছোট পাখি নিজের বাসা বুনার জন্য তৃণলতা সংগ্রহ করে ও পিপীলিকা শীতের জন্য খাদ্য সপ্তম করে।

খ) মৌমাছির দাঁড়াবার সময় নেই কেন?

উত্তরঃ বনে ফুল ফুটেছে। মৌমাছি মধু আহরণে যাচ্ছে। তাই তার দাঁড়াবার সময় নেই।

গ) মৌমাছি কীভাবে ওড়ে ?

উত্তরঃ মৌমাছি নেচে নেচে ওড়ে।

ঘ) ছোট পাখি কীভাবে যায় ?

উত্তরঃ ছোট পাখি কিচিমিচি করে ডেকে ডেকে যায়।

ঙ) ছোট পাখি কী দিয়ে বাসা বানায়?

উত্তরঃ ছোট পাখি তৃণলতা দিয়ে বাসা বানায়।

চ) পিপীলিকা কৈ পায়ে চলে?

উত্তরঃ পিপীলিকা ছয় পায়ে চলে।

ছ) পিপীলিকা কেন খাদ্য খুঁজছে?

উত্তরঃ শীতের সপ্তমের জন্য পিপীলিকা খাদ্য খুঁজছে।

জ) কাজ করে এমন ছয়টি প্রাণীর নাম লিখ।

উত্তরঃ ছোটপাখি, মৌমাছি, পিপীলিকা, বাবুই, জোনাকি, অমর।

ঝ) মৌমাছি কী?

উত্তরঃ মৌমাছি হলো মধু সংগ্রহকারী পতঙ্গবিশেষ।

ঝ) পিঁপড়ের চলাকে কী বলে?

উত্তরঃ পিঁপড়ের চলাকে পিলপিল বলে।

ট) ছোট পাখি এখন কেন কথা বলবে না?

উত্তরঃ ছোট পাখি তৃণলতা এনেছে। সে আগে তার বাসা বুনবে। তাই, এখন সে কথা বলবে না।

৬। কাজের আনন্দ কবিতার শিক্ষাকী ?

উত্তরঃ ‘কাজের আনন্দ’ কবিতার শিক্ষা হলো পাখি বা কীটপতঙ্গ সঠিক সময়ে কাজ করে থাকে। অর্থাৎ সময় নষ্ট করে কাজ ফেলে রাখেনা আমাদেরও সময়ের মূল্য দিয়ে সময়ের কাজ সময়ে করা উচিত।

৭। সত্য-মিথ্যা নির্ণয় কর :

ক) ওই ফুল ফোটে বনে। সত্য

খ) দাঁড়াও না একবার বোন। মিথ্যা

গ) কেবল যাও, যাও ভাই বলি। সত্য

ঘ) পিঁপড়া লতাপাতা দিয়ে বাসা বানায়। মিথ্যা

ঙ) মৌমাছি ফুলের মধু খায়। সত্য

চ) পিপীলিকা নেচে নেচে চলে।।। মিথ্যা

৮। শব্দার্থ (অতিরিক্ত) :

মূল শব্দ শব্দার্থ

ত্ৰ্যা ত্ৰুটি, পিপাসা

ত্ৰীয় তিনি

সত্য প্ৰকৃত, আসল

বিদ্যা জ্ঞান, তালিম, দীক্ষা

৯। এক নজরে কবিতাটি সম্পর্কে জেনে নিই।

ক) কবিতার নামঃ কাজের আনন্দ।

খ) কবির নামঃ নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য।

গ) চৱণ/লাইনঃ ১৮টি।

ঘ) শব্দ সংখ্যাঃ ৬৩টি।

ঙ) দাঁড়ি () চিহ্নঃ ৬টি।

চ) কমা (,) চিহ্নঃ ৪টি।

ছ) প্যারা সংখ্যাঃ ৬টি।

জ) কবিতায় তৃটি প্রাণী সম্পর্কে বলা হয়েছে। প্রাণীগুলো হল পিপীলিকা, ছোটপাখি ও মৌমাছি।

ঝ) কবিতায় কেবল যাও শব্দটি ৩ বার ব্যবহার করা হয়েছে।

সবাই মিলে করি কাজ



- ১। প্রদত্ত শব্দগুলোর অর্থসহ বাক্য রচনা করঃ
 মহানবি (স) = নবিদের মধ্যে সেরা, হযরত মুহাম্মদ (স)
 মহানবি (স) আমাদের শেষ নবি।
 শক্ত = দুর্শমল। মদিনা শহরে শক্তিরা প্রবেশ করতে পারছিল না।
 প্রবেশ করা = ঢোকা। মদিনা শহরে শক্তিরা প্রবেশ করতে পারছিল না।
 খনন করা = খোঁড়া, গর্ত করা। শহরের চারপাশে পরিষ্কা খনন করা হলো।
 পরিষ্কা = শক্তির আক্রমণ থেকে রক্ষার পাওয়ার জন্য মাটির মধ্যে তৈরি গর্ত। শহরের চারপাশে পরিষ্কা খনন করা হলো।
 গড়া = তৈরি করা। নবিজি (স) এর কথামতো দশজন করে কয়েকটি দল গঠন করা হলো।
 আগন্তি = অমত, অসম্ভব। নবিজির কথায় কারো আগন্তি থাকা ঠিক নয়।
 ঝুড়ি = বাঁশ বা বেতের তৈরি ছানারি বা পাত্র। নবিজি নিজের মাথায় ঝুড়ি তুলে নিশেন।
 ***সম্মত = একমাত্র হওয়া। নবিজির কথায় সবাই সম্মত হলেন।
 সম্পত্তি = সম্পদ, ধনদোষত। তাৰ অনেক সম্পত্তি আছে।
 বিপত্তি = বাধা। নবিজির কথায় বিপত্তি কৰব না।
 বাধা = বিপত্তি। আমার কাজে বাধা দিও না।
 ২। শূন্যস্থান পূরণ করঃ
 ক) মহানবি (স) নিজের মাথায় ঝুড়ি তুলে নিশেন।
 খ) মদিনা শহরে শক্তিরা প্রবেশ করতে পারছিল না।
 গ) নবিজি (স) এর কথামতো দশজন করে কয়েকটি দল গড়া হলো।

ঘ) ফুটবল খেলার মোট এগারো জন নিয়ে দল গঠন করা হয়।

- ঙ) শহরের চারপাশে পরিষ্কা খনন করা হলো।
 চ) সবাই মিলে কাজ করতে কঠিন কাজও সহজ হয়ে যায়।

৩। শব্দ থেকে যুক্তবর্ণ বের করে বিশ্লেষণ করে দেখাও ও ২টি করে নতুন শব্দ তৈরি করঃ

মুহাম্মদ [ম] [ম] [ম] আম্মা, সম্মত।

আগন্তি [ত] [ত] [ত] সম্পত্তি, বিপত্তি।

৪। প্রদত্ত শব্দগুলো দিয়ে বাক্য তৈরি করঃ

মহানবি (স) = মহানবি (স) আমাদের শেষ নবি।

পরিষ্কা = পরিষ্কারি অনেক বড়।

শক্ত = সে আমার শক্ত।

বাধা = ভাঙ্গো কাজে অনেক বাধা আসে।

আগন্তি = শোকটি আগন্তি জানাগ।

৫। প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখঃ

ক) মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) কোন শহরে বাস করতেন? **উত্তরঃ** মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) মদিনা শহরে বাস করতেন।

খ) শক্তিরা কতবার মদিনায় হামলা করে?

উত্তরঃ শক্তিরা দুই বার মদিনায় হামলা করে।

গ) মহানবি (স) সকলকে কী খনন করতে বলাশেন?

উত্তরঃ মহানবি (স) সকলকে পরিষ্কা খনন করতে বলাশেন।

ঘ) নবিজি (স) কয়জন করে দল গঠন করতে বলাশেন?

উত্তরঃ নবিজি (স) দশজন করে দল গঠন করতে বলাশেন।

ঙ) সকলে মাটি কাটা শুরু করাশেন কেন?

উত্তরঃ মহানবি (স) নিজের মাথায় মাটির ঝুড়ি তুলে নেয়ায় সকলে মাটি কাটা শুরু করাশেন।

চ) কে নিজের মাথায় মাটির ঝুড়ি তুলে নিশেন? **উত্তরঃ** মহানবি (স) নিজের মাথায় মাটির ঝুড়ি তুলে নিশেন।

ছ) কঠিন কাজও কেন সহজ হয়ে যায়? **উত্তরঃ** সবাই মিলে কাজ করতে কঠিন কাজও সহজ হয়ে যায়।

জ) শক্তিরা কেন শহরে প্রবেশ করতে পারছিল না?

উত্তরঃ শহরের চারপাশে পরিখা খনন করায় শক্রো
কিছুতেই শহরে প্রবেশ করতে পারছিল না।

৬। বিপরীত শব্দ জেনে নিই। খালি জায়গায় শব্দ বসিয়ে বাক্য
তৈরি করি{ প্রবেশ = বাহির , সহজ = কঠিন , শুরু = শেষ }
ক) শক্রবাহিনী শহরে প্রবেশ করতে পারছিল না।

খ) মহানবি (স) মাথায় ঝুড়ি তুলে নিয়ে মাটি কাটার কাজ শুরু
করলেন।

গ) সবাই মিলে কাজ করলে কোনো কাজই কঠিন নয়।

৭। বাক্যের শেষে বিবাম চিহ্ন বসাই :

ক) নবিজি (স) বললেন , আমি তোমাদের মতোই একজন
মানুষ। খ) পরিখাটি ছিল অনেক লম্বা।

ঘ) গল্লটি পড়ে তোমার কেমন লাগল ?

ঘ) সবাই মিলেমিশে কাজ করলে কঠিন কাজও সহজ হয়ে
যায়। শ) কখন পরিখা খনন করা হয় ?

===== অতিরিক্ত =====

১। বিপরীত শব্দ লিখ :

প্রবেশ = বাহির , সহজ = কঠিন

শুরু = শেষ , লম্বা = খাটো

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

ক) শক্রবাহিনী শহরে প্রবেশ করতে পারছিল না।

ক) মহানবি (স) মাথায় ঝুড়ি তুলে নিয়ে মাটি কাটার কাজ
শুরু করলেন।

গ) সবাই মিলে কাজ করলে কোনো কাজই কঠিন নয়।

ঘ) শক্রো দুই বার মদিনায় হামলা করল।

ঘ) বললেন, শক্রো যেন কিছুতেই শহরে ঢেকতে না পারে।

চ) সকলকে মিলেমিশে কাজ করতে হবে।

ছ) একটি দলে নয়জন কাজ করছিল।

জ) সকলে আবারও আপাত জানালেন।

ঝ) সবাই মিলে করলে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ হবে।

ঝঝ) শহরের চারপাশে পরিখা খনন শেষ হলো।

৩। প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখ :

ক) শহরের চারপাশে পরিখা খনন করা হলো কেন?

উত্তর: শক্রো আক্রমণ ঠেকাতে শহরের চারপাশে পরিখা
খনন করা হলো।

খ) নবিজি নিজের মাথায় মাটির ঝুড়ি তুলে নিলেন কেন?

উত্তর: নবিজি মাটির ঝুড়ি নিজের মাথায় তুলে নিয়ে
বোঝালেন কাজের ক্ষেত্রে সকলের দায়িত্ব সমান।

গ) নবিজি নয়জনের দলে গিয়ে কী করলেন?

উত্তর: নবিজি নয়জনের দলে গিয়ে বললেন, আমিও
তোমাদের দলে কাজ করব।

ঘ) পরিখা খননের কাজ শেষ হলে সকলে কী বুবালেন?

উত্তর: পরিখা খননের কাজ শেষ হলে সকলে বুবালেন
সবাই মিলে এক হয়ে কাজ করলে কোনো বাধাই থাকে
না। কঠিন কাজও তখন সহজ হয়ে যায়।

ঙ) পরিখা খননের ব্যাপারে মহানবি (স) সকলকে কী
বললেন? উত্তর: পরিখা খননের ব্যাপারে মহানবি (স)
সকলকে বললেন, সবাই মিলে কাজ করলে কোনো কাজই
কঠিন নয়।

চ) একটি দলে কয়েন কাজ করছিল?

উত্তর: একটি দলে ৯ জন কাজ করছিল।

ঘ) নয়জনের দলে গিয়ে মহানবি (স) কী বললেন?

উত্তর: নয়জনের দলে গিয়ে মহানবি (স) বললেন, আমিও
তোমাদের দলে কাজ করব। আমার মাথায় মাটির ঝুড়ি
তুলে দাও।

ঝ) কী দেখে সকলে মাটি কাটা শুরু করলেন?

উত্তর: মহানবি (স) এর মাথায় মাটির ঝুড়ি দেখে সকলে
মাটি কাটা শুরু করলেন।

ঝঝ) পরিখা কাকে বলে? উত্তর: শক্রো আক্রমণ থেকে
বক্ষার প্রাওয়ার জন্য মাটির মধ্যে তৈরি গতকে পরিখা বলে
ঝঝঝ) মহানবি (স) এর পিতার নাম কী?

উত্তর: মহানবি (স) এর পিতার নাম আদুল্লাহ।

ঠ) মহানবি (স) এর মাতার নাম কী?

উত্তর: মহানবি (স) এর মাতার নাম আবেনা।

ঠ) মহানবি (স) কত খিস্টাদে জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর: মহানবি (স) ৫৭০ খিস্টাদে জন্মগ্রহণ করেন।

ঝ) মহানবি (স) কত খিস্টাদে মৃত্যুবরণ করেন?

উত্তর: মহানবি (স) ৬৩২ খিস্টাদে মৃত্যুবরণ করেন।

ঝঝ) মহানবি (স) কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর: মহানবি (স) মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

ঝঝঝ) মহানবি (স) কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?

উত্তর: মহানবি (স) মদিনায় মৃত্যুবরণ করেন।

আইটি:

এম. এইচ. বিশ্বাল

বি.এস.সি.(অনার্স) - গণিত

ও এম.এস.সি.(মাস্টার্স) - গণিত

ফোন: ০১৭৮৫২৬৩২৭০

অতিরিক্ত অধ্যায় : জাতীয় পতাকা +জাতীয় সংগীত

১। বিভিন্ন ভবনে ব্যবহারযোগ্য জাতীয় পতাকার মাপগুলো উল্লেখ কর।

উত্তরঃ ৩০৫ সেমি × ১৮৩ সেমি (১০'× ৬'),

১৫২ সেমি × ৯১সেমি (৫'× ৩'),

৭৬ সেমি × ৪৬ সেমি(২ $\frac{1}{2}$ '× ১ $\frac{1}{2}$ ')।

২। তোমার বাংলা বইয়ের শব্দ প্রচন্দ প্রচন্দের (মলাটি/কভার) যে কবিতার দুইটি চরণ আছে, সে কবিতা ও কবির নামসহ চরণ দুইটি মুখ্যত লিখ।

উত্তরঃ কবিতার নাম: আমার পণ

কবির নাম: মদনমোহন তর্কালঙ্ঘার

চরণ দুইটি:

“সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি
সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।”

১। তোমার বাংলা বইয়ের প্রথম প্রচন্দ/কভার পৃষ্ঠায় কয়জন ছেলে ও মেয়ের ছবি আছে?

উত্তরঃ আমার বাংলা বইয়ের প্রথম প্রচন্দ/কভার পৃষ্ঠায় তিনজন ছেলে ও তিনজন মেয়ের ছবি আছে।

২। আমার বাংলা বই দ্বিতীয় শ্রেণি বইটির সংকলন, রচনা ও সম্পাদনায় যাঁরা রয়েছেন তাঁদের নাম লিখ।

উত্তরঃ তাঁদের নাম হল: শফিউল আলাম, ড. মাহবুবুল হক, ড. সৈয়দ আজিজুল হক ও নূরজাহান বেগম।

৩। আমার বাংলা বই দ্বিতীয় শ্রেণির শিল্প সম্পাদনায় কে রয়েছেন? **উত্তরঃ** আমার বাংলা বই দ্বিতীয় শ্রেণির শিল্প সম্পাদনায় রয়েছেন ইশেম খান।

৪। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যানের নাম কী?

উত্তরঃ ফেসবুক নামাবল চন্দ্র সাহা।

৫। আমাদের জাতীয় সংগীতে কয়টি মাসের নাম আছে এবং মাসগুলো কী কী? **উত্তরঃ** জাতীয় সংগীতে ২টি মাসের নাম আছে। মাসগুলো হলো: ফাল্গুন ও অগ্রহায়ণ।

৬। আমার বাংলা বই দ্বিতীয় শ্রেণি বইটির মলাটের শেষ প্রচন্দ পৃষ্ঠায় কিসের ছবি আছে?

উত্তরঃ আমার বাংলা বই দ্বিতীয় শ্রেণি বইটির মলাটের শেষ প্রচন্দ পৃষ্ঠায় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা এর মনোগ্রামের ছবি আছে।

৭। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের মনোগ্রামে কী কী ছবি দেখতে পাও?

উত্তরঃ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের মনোগ্রামে বই, কলম ও শাপলা ফুলের ছবি দেখতে পাই।

৮। আমরা জাতীয় পতাকার প্রতি কিভাবে সমান প্রদর্শন করি? **উত্তরঃ** জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সময় নীরবে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আমরা জাতীয় পতাকার প্রতি সমান প্রদর্শন করি।

* নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখঃ

১। তোমার বাংলা বইয়ের প্রথম প্রচন্দ পৃষ্ঠার রং কী?

উত্তরঃ সবুজ ও নীল।

২। তোমার বাংলা বইয়ের প্রচন্দ পৃষ্ঠায় মোট কতজন ছেলেমেয়ের ছবি আছে?

উত্তরঃ ছয় জন। ছেলেমেয়ের ছেলেমেয়ের ছবি আছে।

৩। বাংলাদেশের পুরো নাম/রাষ্ট্রীয় নাম কী?

উত্তরঃ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

৪। জাতীয় পতাকার লাল বৃত্তির ব্যাসার্ধ কত?

উত্তরঃ পতাকার দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ।

৫। জাতীয় পতাকার দৈর্ঘ্য ৩০৬ সেমি হলে প্রস্থ কত সেমি হবে? **উত্তরঃ** ১৮৩ সেমি হবে।

৬। জাতীয় পতাকার প্রস্থ ৪৬ সেমি হলে দৈর্ঘ্য কত সেমি হবে? **উত্তরঃ** দৈর্ঘ্য ৭৬ সেমি হবে।

৭। গাওয়ার জন্য জাতীয় সংগীতের পূর্ণপাঠ কত লাইনের? **উত্তরঃ** ২০ লাইনের।

৮। জাতীয় সংগীতের গীতিকার ও সুরকারের নাম লিখ।

উত্তরঃ জাতীয় সংগীতের গীতিকার ও সুরকার- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৯। তোমার বাংলা বইয়ে সূচিপত্রে কতটি বিষয় আছে?

উত্তরঃ বাংলা বইয়ের সূচিপত্রে ১৯টি বিষয় আছে।

১০। তোমার বাংলা বইয়ে কতটি গল্প আছে?

উত্তরঃ আমার বাংলা বইয়ে ১১টি গল্প আছে।

১১। তোমার বাংলা বইয়ে কতটি কবিতা আছে?

উত্তরঃ আমার বাংলা বইয়ে ৬টি কবিতা আছে।

১২। জাতীয় পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত কত?

উত্তরঃ জাতীয় পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০ : ৬।

- ১৩। জাতীয় পতাকার লাল বৃত্তিটির ব্যাসার্ধ কত? **উত্তরঃ** জাতীয় পতাকার লাল বৃত্তিটির ব্যাসার্ধ পতাকার দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ।
- ১৪। জাতীয় পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত সেটিমিটারে লিখ। **উত্তরঃ** জাতীয় পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত সেটিমিটারে হলো ৩০৫ সে.মি. : ১৮৩ সে.মি।
- ১৫। জাতীয় পতাকায় কী কী রং রয়েছে? **উত্তরঃ** জাতীয় পতাকায় লাল ও সবুজ রং রয়েছে।
- ১৬। জাতীয় সংগীতে বাংলা কোন কোন মাসের নাম রয়েছে? **উত্তরঃ** জাতীয় সংগীতে বাংলা ফাল্গুন ও অগ্রহায়ণ মাসের নাম রয়েছে।
- ১৭। বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের রচয়িতা কে ? **উত্তরঃ** জাতীয় সংগীতের রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- ১৮। কবি কোথায় মধুর হাসি দেখেছেন? **উত্তরঃ** কবি ভরা ক্ষেতে মধুর হাসি দেখেছেন।
- ১৯। জাতীয় সংগীত গাওয়ার পূর্ণ পাঠ কত জাইমের? **উত্তরঃ** জাতীয় সংগীত গাওয়ার পূর্ণ পাঠ বিশ শাইমের।
- ২০। মায়ের মুখের বাণী কেমন লাগে? **উত্তরঃ** মায়ের মুখের বাণী সুধার মতে লাগে।
- ২১। তোমার বাংলা বইয়ের নাম কী? **উত্তরঃ** আমার বাংলা বইয়ের নাম ‘আমার বাংলা বই দ্বিতীয় শ্রেণি’।
- ২২। তোমার বাংলা বইয়ের কভারের পিছনের নীতি বাক্যটি কী? **উত্তরঃ** কভারের পিছনে নীতি বাক্যটি হলো—“সকালে উঠিয়া আমি ঘুমে মনে বালি সারাদিন আমি ঘুম ভাবে হয়ে চলি।”
- ২৩। “আমার বাংলা বই দ্বিতীয় শ্রেণি”-এর মনোগ্রামে কী লেখা রয়েছে? **উত্তরঃ** মনোগ্রামে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড চাকে বাংলাদেশ লেখা রয়েছে।
- ২৪। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের মনোগ্রামে কি কি ছবি দেখা যায়? **উত্তরঃ** জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের মনোগ্রামে বই, কলম ও শাপলা ফুলের ছবি দেখা যায়।
- ২৫। তোমার বাংলা বইয়ের কভারে কতজন মানুষের ছবি রয়েছে? **উত্তরঃ** আমার বাংলা বইয়ের কভারে ৬ জন মানুষের ছবি রয়েছে। যার মধ্যে ৩ জন বালক ও ৩ জন বালিকা রয়েছে।

- ২৬। জাতীয় পতাকার লাল বৃত্তি কিসের প্রতীক? **উত্তরঃ** জাতীয় পতাকার উপর উদীয়মান সূর্যের রঙের লাল বৃত্তি স্বাধীনতার নতুন সূর্যের প্রতীক।
- ২৭। জাতীয় পতাকার ঘন সবুজ রঙের অংশটি কিসের প্রতীক?

- উত্তরঃ** জাতীয় পতাকার ঘন সবুজ রঙের অংশটি গ্রাম বাংলার সবুজ প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতীক।
- ২৮। কোন দেশের জাতীয় পতাকায় ঘন সবুজের মাঝে লাল বৃত্ত রয়েছে। **উত্তরঃ** বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ঘন সবুজের মাঝে লাল বৃত্ত রয়েছে।
- ২৯। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ডিজাইনার কে ? **উত্তরঃ** জাতীয় পতাকার ডিজাইনার ক্যামরুল হাসান।

শুন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসাও:

- ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকায় সবুজ ক্ষেত্রে উপর স্থাপিত রক্তবর্ণের একটি ভরাট বৃত্ত থাকবে।
 খ) লাল বৃত্তিটির ব্যাসার্ধ পতাকার দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের একভাগ।
 গ) ওমা, ফাগুনে তোর আমের বনে আগে পাগল করে।
 ঘ) কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
 ঙ) মা, তোর বদনবানি মলিন হলো, ওমা, আমি নয়নজলে ভাসি।

মূল শব্দ = বিপরীত শব্দ

---* পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর বিপরীত শব্দ :--

সকাল = বিকাল	ছোটা = থামা
ঘুমিয়ে = জেগে	সাদা = কালো
রাত = দিন	শীত = গ্রীষ্ম
আগে = পরে	গরম = ঠাণ্ডা
দুঃখে = সুখে	মৃদ্দ = শান্তি
কিনতে = বেচতে	মুক্তিসেনা = শক্রসেনা
কাদতে = হাসতে	জীবন = মৃণ
হঁয়া = না	শক্র = মিত্র
রাত = দিন	প্রবেশ = বাহির
দেশ = বিদেশ	সহজ = কঠিন
	শুরু = শেষ

--- অনুশীলনীর বাইরে অতিরিক্ত বিপরীত শব্দ :---

* আমার = তোমার	খুব = অল্প
নতুন = পুরাতন	ভীষণ = কম
গ্রাম = শহর	ছেটা = থামা
মা = বাবা	ভারি = হালকা
দেশ = বিদেশ	ভালো = খারাপ
* কষ্ট = সূখ	আজ = আগামীকাল
শিক্ষা = অশিক্ষা	গুচ্ছ = গুচ্ছহীন / একা
দক্ষতা = অদক্ষতা	তুচ্ছ = অগ্রহ
গুভেচ্ছা = বিদ্যায়	কষ্ট = সূখ
* বক্স = খেলা	কান্দা = হাসি
এক পাশে = অন্য পাশে	হাসি = কান্দা
প্রতিদিন	* সকাল = বিকাল
= মাঝে মাঝে / হঠাতে	ঘুমিয়ে = জেগে
এসেছেন = গিয়েছেন	রাত = দিন
সুন্দর = কুৎসিত	জাতীয় = বিজাতীয়
ভালোবাসি = ঘৃণা করি	আগে = পরে
* ভাব = শক্ততা	কুসুম, ফুল = ফল
কঢ়ি = পুরোটি/ পুরো	আলসে, কুঁড়ে = কর্মটি
সাবধান = অসাবধান	সুযিধি = চাদ
ইচ্ছা = অনিচ্ছা	সুযিয়মামা = চাঁদমামা
* আমাদের = তোমাদের	দেশ = বিদেশ
বেলা = অবেলা	বিদেশ = অবদেশ / দেশ
সময় = অসময়	* দুর্ঘে সুখে
ছায়া = রোদ	গরিব = ধনী
হেলো , অবহেলা = আগ্রহ	কিনতে = বেচতে
সোনার = রঞ্জপোর	ভয় = দাহস
হাসি = কান্দা	ইচ্ছে = অনিচ্ছে
* শীত = ছীত	সন্ধ্যা = সকাল
মিষ্টি = টুক	কিছুক্ষণ = অনেকক্ষণ
আপনার = পরের	নিজের = পরের
ঠাণ্ডা = গরম	হাসা = কাঁদা
আরাম = কষ্ট	কাঁদতে = হাসতে
পানি = আগুন	ভালো = খারাপ
খুশি = বেজার	মিছেমিছি = সত্যি সত্যি

সৎ = লোভী / অসৎ

সততা

উঁচু = শিচু

= লোভ / কপটতা	সাড়া = নৌরব / নিশ্চুপ
সোনা = রঞ্জা	ভরা = খালি
সোনার = রঞ্জার	জল = আগুন
হাঁ = না	সাদা = কালো
দুর্খ = সুখ	* সুন্দর = কুৎসিত
বেচে = কিনে	দেশ = বিদেশ
রাগ = অনুরাগ	বিখ্যাত, নামকরা = অখ্যাত
অজ্ঞ = সামান্য / অল্প	উপস্থিত = অনুপস্থিত
শিক্ষা = অশিক্ষা	নিষ্পাপ = পাপী
দক্ষতা = অদক্ষতা	সুস্থ = অসুস্থ
গুভেচ্ছা = বিদ্যায়	সুন্দর = কুৎসিত
* বক্স = খেলা	আস্থা = অনাস্থা
এক পাশে = অন্য পাশে	চম্পল = শান্ত
প্রতিদিন	উত্তম = অধম / মন্দ
= মাঝে মাঝে / হঠাতে	ভালো = মন্দ
এসেছেন = গিয়েছেন	হর্ষ (আনন্দ) = বিষাদ
সুন্দর = কুৎসিত	গরম = ঠাণ্ডা
ভালোবাসি = ঘৃণা করি	রাত্রি = দিবা
* ভাব = শক্ততা	ছাত্র = শিক্ষক
কঢ়ি = পুরোটি/ পুরো	নিষ্পাপ = পাপী
সাবধান = অসাবধান	উপস্থিত = অনুপস্থিত
ইচ্ছা = অনিচ্ছা	বর্ষ = মাস
* আমাদের = তোমাদের	পাত্র = পাত্রী
বেলা = অবেলা	ছাত্র = ছাত্রী
সময় = অসময়	শুন্দ = অশুন্দ
ছায়া = রোদ	পুষ্প = ফুল
হেলো , অবহেলা = আগ্রহ	সুস্থ = অসুস্থ
সোনার = রঞ্জপোর	আস্থা = অনাস্থা
হাসি = কান্দা	চম্পল = শান্ত
* শীত = ছীত	* রাত = দিন
মিষ্টি = টুক	দেশ = বিদেশ
আপনার = পরের	ছেটা = থামা
ঠাণ্ডা = গরম	অবার, ফের = কখনো
আরাম = কষ্ট	ভালো, বেশ = মন্দ
পানি = আগুন	
খুশি = বেজার	

<p>স্বাদ = বিশ্বাদ</p> <p>সুস্মাদু , মজাদার = বিশ্বাদ</p> <p>অংগ = পশ্চাত</p> <p>রং = বেরং</p> <p>শেষ = শুরু</p> <p>আমায় = তোমায়</p> <p>* টলটলে = অশ্চছ</p> <p>পরিষ্কার = নোংরা / অপরিষ্কার</p> <p>জাতীয় = বিজাতীয়</p> <p>গ্রাম = শহর</p> <p>অংগ = পশ্চাত</p> <p>আসল = নকল</p> <p>কিশোর = তরুণ / যুবক / বৃন্দ</p> <p>সুরেলা = কর্কশ</p> <p>* সৎ = অসৎ</p> <p>সৎ = লোভী /অসৎ</p> <p>সংপথ = অসংপথ</p> <p>ভৱা = খালি</p> <p>মধুর = তেতো</p> <p>স্বজন = পর</p> <p>জল = আগুন</p> <p>মোদের = তোদের / তোমাদের</p> <p>আপন = পর</p> <p>সরল = কঠিন</p> <p>* দিনের = রাতের</p> <p>কাছে = দূরে</p> <p>ইচ্ছে = অনিচ্ছে</p> <p>সুন্দর = কুৎসিত</p> <p>বেচে = কিনে</p> <p>আয় = ব্যয়</p> <p>লম্বা = খাটো</p> <p>জ্যান্ত = মৃত</p> <p>জ্যোতি = অঁধার</p>	<p>শুমিক = মালিক</p> <p>পরিশম = বিশ্বাম</p> <p>* সাদা = কালো</p> <p>শীত = গ্রীষ্ম</p> <p>শীতকাল = গ্রীষ্মকাল</p> <p>গরম = ঠাণ্ডা</p> <p>নরম = শক্ত</p> <p>রূপ = বেরূপ</p> <p>আলো = অন্ধকার</p> <p>আঁধার , অন্ধকার = আলো</p> <p>ক্ষতি , লোকসান = লাভ</p> <p>রোদ = বৃষ্টি</p> <p>পর্শিম = পূর্ব</p> <p>হালকা = ভারি</p> <p>মিষ্টি = টক</p> <p>সুন্দর = কুৎসিত</p> <p>রঞ্জনা = সোনালি</p> <p>আকাশ = পাতাল</p> <p>সকাল = বিকেল</p> <p>হেসে = কেঁদে</p> <p>সন্ধ্যা = সকাল</p> <p>রাত = দিন</p> <p>রাজা = প্রিজা</p> <p>শুমিক = মালিক</p> <p>ঘন, গাঢ় = পাতলা</p> <p>চাঁদ = সূর্য</p> <p>শুরু = শেষ</p> <p>ঘন = পাতলা</p> <p>নতুন = পুরাতন</p> <p>ঢাকা = খোলা</p> <p>সূর্য = চাঁদ</p> <p>নিশ্চয় = অনিশ্চয়/স্থির নয়</p> <p>পশ্চাত = সামনে</p> <p>বন্ধ = খোলা</p> <p>শক্ত = নরম</p>	<p>গ্রাম = শহর</p> <p>অংগ = পশ্চাত</p> <p>উষ্ম = শীতল</p> <p>প্রথম = শেষ</p> <p>বিশ্বাম = কাজ</p> <p>অন্দ = অন্দ</p> <p>নিদা = জাণত</p> <p>বিশ = পাতাল</p> <p>বল্লা = লাগাম</p> <p>ফলু = চৈত্র</p> <p>* যুদ্ধ = শাস্তি</p> <p>মুক্তিসেনা = শক্রসেনা</p> <p>জীবন = মরণ</p> <p>শক্র = মিত্র</p> <p>শহিদ = গাজি</p> <p>কিছুক্ষণ = অনেকক্ষণ</p> <p>গ্রাম = শহর</p> <p>জঙ্গল = বাড়ি</p> <p>ধৰ্মস = সৃষ্টি</p> <p>শহিদ = গাজি</p> <p>বাঁচা = মরা</p> <p>হঠাত = মাঝে মাঝে</p> <p>লড়াই = শাস্তি</p> <p>আড়াল = প্রকাশ্যে</p> <p>বিপদ = নিরাপদ</p> <p>সাধীন = পরাধীন</p> <p>সাধীনতা , বাধাহীনতা = পরাধীনতা</p> <p>মুক্তি = বন্দি</p> <p>মুক্ত = অবন্দ</p> <p>অন্য/কম = বেশি</p> <p>অন্ধ = দৃষ্টিযুক্ত</p>	<p>বুদ্ধি = নির্বুদ্ধি</p> <p>শুন্দ = অশুন্দ</p> <p>আস্ত = ভগ্ন / অন্য</p> <p>সন্তা = দানী</p> <p>বন্ত = বন্তহীন</p> <p>নিরন্ত/ অন্তহীন = সশন্ত</p> <p>বিত্তন = টেরা</p> <p>শুক্র = শুনি</p> <p>* দাঢ়া = চলা</p> <p>ফুল = ফল</p> <p>আহরণ = বিতরণ</p> <p>অরোহণ(উঠা) = অবতরণ (নামা)</p> <p>জোগাড় = খরচ</p> <p>ছেট = বড়</p> <p>যাওয়া = আসা</p> <p>আগে = পরে , ভাই = বোন</p> <p>দলবল = একা</p> <p>শীত - গ্রীষ্ম</p> <p>সংপওয়া , সংগ্রহ = অপচয়</p> <p>বলা = শোনা</p> <p>ত্যা = বিত্যা / বিত্যবা</p> <p>সত্য = মিথ্যা</p> <p>খাদ্য = অখাদ্য</p> <p>বিদ্যা = অজ্ঞতা / মুর্খ</p> <p>* প্রদেশ , দোকা = বাহির</p> <p>সহজ = কঠিন</p> <p>শুরু = শেষ , লম্বা = খাটো</p> <p>আপত্তি = সম্মতি</p> <p>গড়া = ভাঙা</p> <p>সম্মত = অসম্মত</p> <p>ভরাট = খালি</p> <p>প্রস্ত = দৈর্ঘ্য</p>
---	--	--	---